পবিত্র কুর্‌আন ও দ্বীন শিক্ষায়
ছহীহ্ নূরানী পদ্ধতিতে কুর্‌আন শিক্ষার

সহজ কায়দা

হযরত মাওলানা ক্বারী
মুহাম্মাদ তাফাজ্জল হোসাইন আকন্দ



প্রকাশনায়
বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুর্‌আন ফাউন্ডেশন

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

পবিত্র কুর্আন ও দ্বীন শিক্ষায়

ছহীহ্ নূরানী পদ্ধতিতে কুর্আন শিক্ষার

সহজ কায়দা



আলহাজ্ব হযরত মাওলানা ক্বারী

মুহাম্মাদ তাফাজ্জল হোসাইন আকন্দ

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক: বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুর্আন ফাউন্ডেশন
মুহতামিম: নূরানী তা'লীমুল কুর্আন মহিলা মাদ্‌রাসা
আকুয়া দরবার শরীফ রোড, সদর, ময়মনসিংহ।

সম্পাদনায়:

অধ্যাপক মুফতী মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুর্আন ফাউন্ডেশন

- বাড়ী- ৪৮৬, (চলন্তিকা ক্লাবের উত্তর পাশে-সালেহা গার্মেন্টসের পূর্ব পাশে), রোড- ৩, সেকশন- ৭, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
- ৪৬/১, পুরানা পল্টন, সোবহান ম্যানশন, ৪র্থ তলা, ঢাকা- ১০০০

স্মরণে

পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মুহাম্মাদ আবুল হোসেন আকন্দ
মমতাময়ী মাতা মোছাম্মৎ আছিয়া খাতুন
শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুর মরহুম হাফেজ আহমদ উল্লাহ
শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ী মরহুমা মাইমুনা আক্তার
দাদা মরহুম নওশের আলী আকন্দ
দাদী মরহুমা হালিমন
নানা মরহুম আবদুল খালেক মুন্সী
নানী মরহুমা আকলিমা খাতুন

আল্লাহ তাঁদের জান্নাতবাসী করুন।

সহযোগিতায়

প্রিয় সহধর্মিনী তাসলিমা খাতুন

শুভ কামনায়

আমাদের আদরের সন্তান
উসামা বিন তাফাজ্জল
উমামা বিন তাফাজ্জল
উবায়দা বিন তাফাজ্জল
ত্বমামা বিন তাফাজ্জল
উমাইর বিন তাফাজ্জল
উসাইদ বিন তাফাজ্জল

আল্লাহ তাদের কুরআনের খাদেম হিসেবে কবুল করুন।

বিনয়াবনত
মুহাম্মাদ তাফাজ্জল হোসাইন আকন্দ
গ্রাম: শষ্যমালা, ডাকঘর: শষ্যমালা বাজার,
থানা: সদর, জেলা: ময়মনসিংহ
বর্তমান: গ্রাম: বৈশাখাই, ডাকঘর: রহমতপুর বাজার,
থানা: সদর, জেলা: ময়মনসিংহ
নূরানী তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা মাদ্‌রাসা
বাড়ী- ৪৮৬, রোড- ৩, সেকশন- ৭, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬

উৎসর্গ

রঈছুল মুআল্লিমীন হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ ছাহেব
হযরত আল্লামা মাওলানা আবদুর রহমান (হাফিজ্জী) ছাহেব
শাঈখুল হাদীছ হযরত আল্লামা হাফেজ আবদুল হক ছাহেব

যাঁরা কিতাবটি দেখেছেন

আলহাজ্জ মাওলানা মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
মুহ্তামিম (বড় হুজুর): মনিপুর সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা

হযরত মাওলানা হাফেজ মুফতী শফীকুল ইসলাম
মুহ্তামিম: আল জামিয়া মাযাহিরুল উলূম মান্ওয়ার খাঁ
১-৩ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-১০০০

আলহাজ্জ মাওলানা মুফতী শাফায়াত হোসাইন
ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল: মোহাম্মদিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসা

হযরত মাওলানা হাফেজ মুফতী আমীনুল ইসলাম
খতীব: রামপুরা পাকা জামে মাসজিদ, ঢাকা।

মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, মোমেনশাহী
মুহতামিম: মাদরাসায়ে নূরে মদিনা ও এতিখনা, ঢাকা।

হাফেজ মাওলানা কারী ওয়াহিদুজ্জামান

কৃতজ্ঞতায়

জনাব আলহাজ্জ রুহুল আমীন
জনাব আলহাজ্জ মোহাম্মদ শামছুল হক
জনাব আলহাজ্জ আবদুর রশিদ
জনাব আলহাজ্জ ক্যাপ্টেন অব: জহির আবিদ বীর প্রতীক
জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান চৌধূরী (পলাশ)
জনাব আলহাজ্জ আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আবদুল কুদ্দুস
জনাব আবদুল হাশিম কবির
জনাব আলহাজ্জ মো: আশরাফুল ইসলাম আকন্দ
হযযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম
জনাব আলহাজ্জ মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল হক
জনাব আলহাজ্জ আবদুল মান্নান সরকার
হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ রায়হান
জনাব কারী মুহাম্মাদ মাহমুদুল হাসান (আরিফ)
জনাব আলহাজ্জ শাহাবুদ্দিন আহমেদ (দুলাল)
জনাব আলহাজ্জ আবদুল বাসেত বাচ্চু
জনাব আবদুল মান্নান
জনাব মুহাম্মাদ মানসুরুল্লাহ্

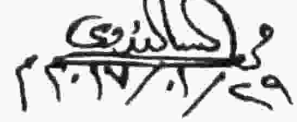
বায়তুল মোকাররম জাতীয় মাসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম
শাঈখুল হাদীছ আল্লামা হাফেজ মাওলানা মুফতি
মুহাম্মাদ মুহিববুল্লাহিল বাকী নদভী ছাহেব এর

বাণী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

আলহামদু লিল্লাহ্! আমার স্নেহের আলহাজ হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তাফাজ্জল হোসাইন কর্তৃক লিখিত "ছহীহ্ নূরানী পদ্ধতিতে কুর্আন শিক্ষার সহজ কায়দা" নামক কিতাব খানা আমি বিশেষ বিশেষ অংশ পড়ে দেখে আনন্দিত হলাম। নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার লক্ষ্যে আরো কিছু বই পুস্তক কুর্আনের বিভিন্ন খাদেম বড় বড় বিখ্যাত আলেমদের মাধ্যমে লিখিত হয়েছে। তিনি পূর্বলিখিত কিতাবগুলো আত্মস্থ করে নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে বইটি লিখেছেন। আমি মনে করি এই কিতাবখানা কুর্আন শরীফ ও আহ্কামে দ্বীন ছহীহ্ শুদ্ধভাবে শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার জন্য যুগোপযোগী হয়েছে। আমি আমার মুহিব্বীন ও মুতা'আল্লিক্বীনগণকে এই কিতাব দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।

আমি গভীর অন্তঃকরণে দু'আ করি মহান আল্লাহ লিখকের প্রচেষ্টাকে কবুল করে একে নূরানী মু'আল্লিম ভাইগণের জন্য সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নূরানী মক্তবের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা ও সমস্ত মুসলমান ভাইগণের ছহীহ্ শুদ্ধভাবে কুর্আন শরীফ তিলাওয়াত ও জরুরিয়্যাতে দ্বীন শিক্ষার উত্তম ওয়াসীলা বানিয়ে দিন এবং ইহার সুফল আম ও খাছ সর্বস্তরে পৌছে দিন ও লিখককে এই ধরণের আরো অধিক মূল্যবান খিদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন!



(মুফতি মুহিববুল্লাহিল বাকী নদভী)

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মাসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হযরাতুল আল্লাম আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা মুফতি মিজানুর রহমান ছাহেব এর

অভিমত ও দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আমার প্রাণপ্রিয় আলহাজ্জ হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তাফাজ্জল হোসাইন ছাহেব সর্ব সাধারণের মাঝে কুর্আন ও দ্বীন শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর জন্য অতীব পরিশ্রম ও মেহনত করে 'ছহীহ্ নূরানী পদ্ধতিতে কুর্আন শিক্ষার সহজ কায়দা' গ্রন্থখানা সংকলন করেছেন। আমি মাঝে মাঝে পড়ে দেখেছি। গ্রন্থখানা সকলের জন্য খুবই উপকারী, বিশেষত নূরানী মক্তব বিভাগের জন্য পাঠ্য পুস্তক হিসাবে পরিগণিত হবে বলে আমি আশা করি।

লিখক ব্যক্তিগত ইল্মী যোগ্যতা ছাড়াও নূরানী প্রশিক্ষণ পরিচালনার মহান কাজে সুদীর্ঘ ২০ বৎসর যাবত নিয়োজিত আছেন এবং বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে মাসজিদ মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বয়স্কদের কুর্আন শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। বিধায় তাঁহার দীর্ঘ দিনের পরিপক্ক অভিজ্ঞতার ফসল, যা তিনি লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন, তা নির্ভরযোগ্য হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই।

আমি এ ধরণের আরো মহৎ দ্বীনী খিদমত আঞ্জাম দানের নিমিত্তে লেখকের হিম্মত আফযূয়ীর জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করি। আল্লাহ তা'আলা এ দ্বীনী খিদমতকে কবুল করে এর ফাওয়ায়িদ সর্ববিস্তৃত করে দিন এবং লিখককে এর উত্তম জাযা দান করুন। আমীন!

(মুফতি মিজানুর রহমান)

সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِوَلِيِّهٖ وَالصَّلٰوةُ لِاَهْلِهَا

আলহামদু লিল্লাহ! সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। অসংখ্য দুরূদ ও ছালাম প্রিয় নবী আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমদ মুজতাবা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এঁর প্রতি।

প্রিয়ভাজন, মুহ্তারাম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তাফাজ্জল হোসাইন ছাহেব শিশু শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও মুআ'ল্লিম প্রশিক্ষণের একজন প্রবীণ শিক্ষক হিসেবে, তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে নূরানী পদ্ধতি ও সিলেবাস অনুসরণে এই **'ছহীহ্ নূরানী পদ্ধতিতে কুর্আন শিক্ষার সহজ কায়দা'** প্রণয়ন করেছেন। এতে তিনি নূরানী বিষয়াবলীর পাশাপাশি ব্যবহারিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করেছেন, যা সাধারণ ও বিশেষ সবার উপকারে আসবে। আরবী পরিভাষার শব্দগুলোর উচ্চারণ মূলানুগ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সব বয়সী পাঠকের সুবিধার্থে লেখার আকার বড় করা হয়েছে।

স্বল্প পরিসরে হলেও বইটিতে ইসলামের মৌল পঞ্চ স্তম্ভ তথা কালেমা, নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত সবই সন্নিবেশিত হয়েছে। আরো এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা সাধারণ এধরণের বইতে পাওয়া যায় না। সচরাচর দেখা যায় না; কিন্তু প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এমন কিছু বিষয়ও পাওয়া যাবে এ গ্রন্থে। ফলে বইটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দয়াময় আল্লাহ লিখকের এ খেদমত কবুল করুন, দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁকে এর জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং এ কিতাবকে আমাদের সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের উছিলা করুন। আমীন!

০৬/০৩/১৭

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

যুগ্ম মহাসচিবঃ বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি

লিখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ○

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি তামাম জাহানের হিদায়াতের জন্য পবিত্র কুর্আন নাযিল করেছেন এবং যারা কুরআন শিক্ষা করতে চান তাদের জন্য অতীব সহজ করেছেন। দুরূদ ও ছালাম মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর উপর। যিনি সারা বিশ্বের জন্য শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছেন। সমগ্র জাতি আজ ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত। যার মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে মুসলমানদের রক্ষা কবচ, কুর্আন হাদীছ, যা আজ তারা ছেড়ে দিয়েছে। যার মর্মার্থ বুঝবে তো দূরের কথা বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতেই আমরা অক্ষম। অথচ বিশুদ্ধ তিলাওয়াত নামায ছহীহ্ হওয়ার পূর্বশর্ত। এই বিভীষিকাময় ও পথহারা মানুষদের জন্য আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় আধ্যাত্মিক রাহবার ও নূরানী তা'লীমূল কুর্আন ওয়াক্ফ এষ্টেটের সাবেক মহা পরিচালক রঈছুল মু'আল্লিমীন পীরে কামেল **আল্লামা শায়খুল হাদীছ আলহাজ্ব হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ ছাহেব** যিনি সর্বস্তরের মুসলমানদের মাঝে বিশুদ্ধভাবে কুর্আন শিক্ষা দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ পাক আমার শায়েখ ও মুরশীদকে উত্তম বিনিময় ও দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন।

পরকথা হলো- আল্লাহ অনেক সময় অযোগ্য লোকদের দ্বারাও দ্বীনের খেদমত নিতে পারেন এবং নিয়ে থাকেন। তাই শত অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমি সুদীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ আমার শায়েখ ও মুরশীদের সান্নিধ্যে থেকে বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুর্আন ওয়াক্ফ এষ্টেটের কেন্দ্রীয় সিনিয়র প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছি এবং বর্তমানে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মাসজিদে নূরানী পদ্ধতিতে কুর্আন শিক্ষার ক্লাস চালিয়ে যাওয়া ও বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুর্আন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছি। সেই সুবাদে উলামায়ে কেরামগণ এবং

শিক্ষার্থীগণ আমাকে দীর্ঘ দিনের প্রশিক্ষকতার অভিজ্ঞতার আলোকে **"ছহীহ্ নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার সহজ কায়দা"** নামক বইটি সংকলন করতে অনুরোধ করেন। সাথে সাথে আমার স্নেহের ছোট ভাই মাওলানা মো: আবদুল মান্নানের উৎসাহে ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ জামিয়া আরাবিয়া মাখযানুল উলুম মাদ্‌রাসা, তালতলা খাগডহর, মোমেনশাহীর মুহ্‌তামীম ও শায়খুল হাদীছ পীরে কামেল, কুতুবে আলম **আল্লামা আলহাজ্ব** হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান (হাফিজ্জী) ছাহেব এর অনুমতিক্রমে 'ছহীহ্ নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন **শিক্ষার সহজ কায়দা"** নামক বইটি প্রকাশ করছি। উক্ত কিতাবটিতে কোন ভুল ত্রুটি নজরে আসলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে অবগত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের প্রয়াস পাব। ইন্ শা আল্লাহ!

নূরানী পদ্ধতির জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত গবেষক আলেম, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, মুহতারাম হযরতুল আল্লাম মুফতী মাওলানা শাঈখ **মুহাম্মাদ** উছমান গনী শত ব্যস্ততার মাঝেও এ গ্রন্থটির সুনিপুন সম্পাদনা করে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর ইলমী ও দ্বীনী খিদমাত আরো বেশি বেশি মঞ্জুর করুন।

পরিশেষে, আল্লাহ পাক কুর্‌আন শিক্ষার এ ক্ষুদ্র কিতাবকে কবুল করুন। আর এর ফাওয়ায়েদ আমার ও আমার শ্রদ্ধেয় মুরুব্বীগণ এবং আরো যারা আমার এ কাজে উৎসাহ ও সহযোগীতা করেছেন তাঁদের সকলের ইহ্‌কাল ও পরকালের কামিয়াবী ও নাজাতের উছিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

বিনীত

২৪/০২/১৭ইং

মুহাম্মদ তাফাজ্জল হোসাইন আকন্দ

প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক: বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন

মোবাইল: ০১৭৪১ ৫৪৭১ ৪৮, ০১৯৮৯ ১৬৩০১৯

গ্রন্থকারের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ○

আলহামদু লিল্লাহ্! সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। অসংখ্য দুরূদ ও ছালাম প্রিয় নবী আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের প্রতি।

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, মুহ্তারাম আলহাজ্ব হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তাফাজ্জল হোসাইন ছাহেব ১৩ মার্চ ১৯৭৫ ইং সালে ময়মনসিংহ জেলার কোতুয়ালী থানার শষ্যমালা গ্রামের জুনাব আলী মুন্সী আকন্দ ছাহেব এর বাড়ী নামক একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মো: আবুল হোসেন আকন্দ ও মাতার নাম মোছা: আছিয়া খাতুন। তিনি ১৯৯৫ ইং সনে ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী জামিয়া মাহ্মুদীয়া দারুস সালাম সোহাগী মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে হাদীছ সমাপ্ত করেন।

তিনি ১৯৯৬ ইং সাল হতে বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুর্আন ওয়াক্বফ এষ্টেট ঢাকায় সুদীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি সারাদেশে বয়স্ক শিক্ষা ও মু'আল্লিম প্রশিক্ষণের একজন প্রবীন প্রশিক্ষক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে 'ছহীহ্ নূরানী পদ্ধতিতে কুর্আন শিক্ষার সহজ কায়দা' নামক কিতাবটি সংকলন করেছেন।

দয়াময় আল্লাহ তা'আলা লিখকের এই খেদমত কবুল করুন, দুনিয়া ও আখেরাতে এর জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন!

২৪/০২/২০১৭ইং

মাওলানা মো: আবদুল মান্নান
সহকারী প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক:
বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুর্আন ফাউন্ডেশন
শিক্ষক: জামিয়া আশরাফিয়া ঢাকা,
রূপনগর আবাসিক এলাকা, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল: ০১৯১৮ ১১০ ১৮০

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রারম্ভিকা	
১.	প্রাপ্তিসূত্র	৩
২.	স্মরণে	৪
৩.	সহযোগিতায়	৪
৪.	শুভ কামনায়	৪
৫.	উৎসর্গ	৫
৬.	যাঁরা কিতাবটি দেখেছেন	৫
৭.	কৃতজ্ঞতায়	৫
৮.	মুহিব্বুল্লাহিল বাকী নদভী ছাহেবের বাণী	৬
৯.	মিজানুর রহমান ছাহেবের অভিমত ও দু'আ	৭
১০.	সম্পাদকীয়	৮
১১.	সংকলকের কথা	৯
১২.	গ্রন্থকারের কথা	১১
১৩.	সূচিপত্র	১২
১৪.	কুর্আন মাজীদের ছনদ	২১
১৫.	ক্লাশ শুরু করার নিয়ম	২১
১৬.	ক্লাশের শুরুতে পড়ার দু'আ	২১
	প্রথম অধ্যায়: আরবী হারফ	
১৭.	আরবী ২৯ হারফের ৮ ভাগ	২২
১৮.	তাময়ীযে হারফ	২৩
১৯.	২৯ হারফ ধারাবাহিক	২৩
	দ্বিতীয় অধ্যায়: মাখরাজ (হারফ উচ্চারণের স্থান)	
২০.	মাখরাজের বর্ণনা (আরবী ২৯ হারফের ১৭ মাখরাজ)	২৪
	তৃতীয় অধ্যায়: হারকাত	
২১.	যবর, যের, পেশ ও জযম পরিচয়	২৬
২২.	হারকাত ও তার উচ্চারণ	২৬
২৩.	আলিফ কখন হামযাহ হয়	২৬
২৪.	যবর দিয়ে ২৯ হারফের উচ্চারণ	২৭
২৫.	যের দিয়ে ২৯ হারফের উচ্চারণ	২৭
২৬.	পেশ দিয়ে ২৯ হারফের উচ্চারণ	২৮
২৭.	মাখরাজের তারতীবে ২৯ হারফ যবরসহ উচ্চারণ	২৮
২৮.	মাখরাজের তারতীবে ২৯ হারফ যেরসহ উচ্চারণ	২৯

২৯.	মাখরাজের তারতীবে ২৯ হারফ পেশসহ উচ্চারণ	২৯
৩০.	তাময়ীযে হারকাত	৩০
৩১.	যবরসহ ১০ জোড়া তাময়ীযে হারফ	৩০
৩২.	যেরসহ ১১ জোড়া তাময়ীযে হারফ	৩০
৩৩.	পেশসহ ১১ জোড়া তাময়ীযে হারফ	৩০
৩৪.	প্রত্যেক হারফের ১২ উচ্চারণ	৩১
	চতুর্থ অধ্যায়: ছিফাত	
৩৫.	ছিফাতের বর্ণনা	৪৫
৩৬.	ছিফাতে যাতিয়াহ্ (ছিফাতে মুতালাযিমাহ) ও ছিফাতে মুতাযাদ্দাহ্	৪৫
৩৭.	কবিতায় ছিফাতের বর্ণনা-১	৪৭
৩৮.	কবিতায় ছিফাতের বর্ণনা-১	৪৮
৩৯.	ছিফাতে আরিযিয়াহ্ (ছিফাতে গয়রে মুতালাযিমাহ্) ও ছিফাতে গয়রে মুতাযাদ্দাহ্	৪৮
৪০.	কবিতার ছিফাতের পরিচয়	৪৮
	পঞ্চম অধ্যায়: মুরাক্কাব বা যুক্ত বর্ণ	
৪১.	মুরক্কাবের বিবরণ	৪৯
৪২.	আলিফের সঙ্গে ১১ ছূরতে ২২ হারফ	৪৯
৪৩.	আলিফের সঙ্গে ১১ ছূরত	৫০
৪৪.	আলিফের সঙ্গে ২২ হারফ	৫০
৪৫.	ওয়াও এর সঙ্গে ১১ ছূরতে ২২ হারফ	৫২
৪৬.	ওয়াও এর সঙ্গে ১০ ছূরত	৫৩
৪৭.	ওয়াও এর সঙ্গে ২২ হারফ	৫৩
৪৮.	ইয়া এর সঙ্গে ১০ ছূরতে ২২ হারফ	৫৪
৪৯.	ইয়া এর সঙ্গে ১০ ছূরত	৫৫
৫০.	ইয়া এর সঙ্গে ২২ হারফ	৫৫
৫১.	নকশায় হারফ পরিচয়	৫৮
৫২.	১ম নকশা ও ১৩ হারফ	৫৬
৫৩.	২য় নকশা ও ৯ হারফ	৫৬
৫৪.	৩য় নকশা ও একত্রে ২২ হারফ	৫৬
৫৫.	শব্দ গঠন	৫৭
	ষষ্ঠ অধ্যায়: মাদ বা দীর্ঘ উচ্চারণ	
৫৬.	মাদের হারফের বিবরণ	৫৮
৫৭.	মাদের হারফ ৩টি	৫৮
৫৮.	মাদের হারকাত	৫৮

৫৯.	মাদ্দে ত্বাঈ	৫৮
৬০.	আলিফ দিয়ে ২৭টি মাদ্দে ত্বাঈর মাশক্ব	৫৯
৬১.	ওয়াও দিয়ে ২৭টি মাদ্দে ত্বাঈর মাশক্ব	৫৯
৬২.	ইয়া দিয়ে ২৭টি মাদ্দে ত্বাঈর মাশক্ব	৬০
৬৩.	খাড়া যবর দিয়ে ২৭টি মাদ্দে ত্বাঈর মাশক্ব	৬০
৬৪.	খাড়া যের দিয়ে ২৭টি মাদ্দে ত্বাঈর মাশক্ব	৬১
৬৫.	উল্টা পেশ দিয়ে ২৭টি মাদ্দে ত্বাঈর মাশক্ব	৬১
৬৬.	মাদ্দে বদল	৬১
৬৭.	আলিফে যায়েদা 'আনা' শব্দ পড়ার নিয়ম	৬২
	সপ্তম অধ্যায়: লীন ও মাদ্দে লীন	
৬৮.	লীনের হারফের বিবরণ (লীনের হারফ ২টি)	৬৩
৬৯.	ওয়াও দিয়ে ২৮টি লীনের হারফের মাশক	৬৩
৭০.	ইয়া দিয়ে ২৮টি লীনের হারফের মাশক	৬৩
৭১.	মাদ্দে লীন	৬৪
	অষ্টম অধ্যায়: জযম ও ক্বলক্বলাহ্	
৭২.	জযম ও উচ্চারণ	৬৪
৭৩.	ক্বলক্বলাহ্ শিক্ষা (ক্বলক্বলার হারফ ৫টি)	৬৫
	নবম অধ্যায়: তাশদীদ ও গুন্নাহ	
৭৪.	তাশদীদ ও উচ্চারণ	৬৬
৭৫.	ওয়াজিব গুন্নাহ ও উচ্চারণ	৬৬
৭৬.	**দশম অধ্যায়: মাদের প্রকারভেদ**	
৭৭.	মাদের বিবরণ	৬৭
৭৮.	মাদ্দে ইওয়াজ	৬৯
৭৯.	ص - س লিখা পড়ায় তারতম্য	৬৯
	একাদশ অধ্যায়: নূন ছাকিন ও তানভীন	
৮০.	নূন ছাকিন ও তানভীনের বিবরণ	৭০
৮১.	নূন ছাকিন ও তানভীনের আহ্কাম	৭১
৮২.	ইযহারে মুত্বলাক্ব	৭২
৮৩.	**দ্বাদশ অধ্যায়: মীম ছাকিন**	
৮৪.	মীম ছাকিনের বিবরণ	৭৪
	ত্রয়োদশ অধ্যায়: 'আল্লাহ' শব্দ	
৮৫.	আল্লাহ শব্দের 'লাম' পড়ার নিয়ম	৭৫
	চতুর্দশ অধ্যায়: 'র' হারফ	
৮৬.	'র' হারফ পড়ার নিয়ম	৭৬

	পঞ্চদশ অধ্যায়: তাজভীদের কিছু বিষয়	
৮৭.	ইমালাহ্	৭৭
৮৮.	ছাকতাহ্ এর বিবরণ	৭৭
৮৯.	নূনে কুত্বনী	৭৮
৯০.	ইশমাম	৭৮
৯১.	ইদগামে ছগীর	৭৯
৯২.	ইদগামে মিছলাইন	৭৯
৯৩.	ইদগামে মুতাজানিসাইন	৭৯
৯৪.	ইদগামে মুতাক্বারিবাইন	৭৯
	ষোড়শ অধ্যায়	
৯৫.	ওয়াক্বফের বিবরণ	৮০
৯৬.	ওয়াক্বফের চিহ্নসমূহ	৮০
৯৭.	ওয়াক্বফের ছূরতসমূহ	৮০
	সপ্তদশ অধ্যায়	
৯৮.	লাহ্ন বা অশুদ্ধ পাঠ	৮১
৯৯.	ছিজদায়ে তিলাওয়াত	৮২
১০০.	তিলাওয়াতে ছিজদাহ্ আদায় করার নিয়ম	৮২
১০১.	আউযু বিল্লাহ্, বিছমিল্লাহ্ ও ছূরা পড়ার ৪ নিয়ম	৮৩
	অষ্টাদশ অধ্যায়: হিজা ও ইজরা	
১০২.	ইজরায়ে কাওয়ায়িদ-১ আউযু বিল্লাহ্	৮৪
১০৩.	ইজরায়ে কাওয়ায়িদ-২ বিছমিল্লাহ্	৮৫
১০৪.	ইজরায়ে কাওয়ায়িদ-৩ ছূরা কাউছার	৮৬
	ঊনবিংশ অধ্যায়: কালেমাসমূহ	
১০৫.	কালেমাহ্ তয়্যিবাহ্	৮৮
১০৬.	কালেমাহ্ শাহাদাহ্	৮৮
১০৭.	ঈমানে মুজমাল	৮৮
১০৮.	ঈমানে মুফাছ্ছাল	৮৯
১০৯.	কালেমায়ে তাওহীদ	৮৯
১১০.	কালেমায়ে তামজীদ	৮৯
	বিংশ অধ্যায়: আযান ও ইকামাত	
১১১.	আযান ও ইকামাত	৯০
১১২.	আযানের দু'আ	৯০
১১৩.	আযান ও ইকামাতের জওয়াব	৯১

	একবিংশ অধ্যায়: নামাযের দু'আ কালাম	
১১৪.	তাকবীরে তাহরীমাহ	৯১
১১৫.	ছানা	৯১
১১৬.	তাআওউয (আউযু বিল্লাহ্)	৯১
১১৭.	তাছমিয়াহ্ (বিছমিল্লাহ্)	৯২
১১৮.	রুকুর তাছবীহ্	৯২
১১৯.	তাছমী ও তাহমীদ	৯২
১২০.	ছিজদার তাছবীহ্	৯২
১২১.	তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)	৯২
১২২.	দুরূদ শরীফ (দুরূদে ইবরাহীমী)	৯২
১২৩.	দু'আয়ে মাছূরাহ্	৯৩
১২৪.	দু'আয়ে কুনূত	৯৩
১২৫.	ছালাম	৯৩
১২৬.	মুনাজাত	৯৪
১২৭.	মুনাজাতের শেষে দুরূদ শরীফ	৯৪
১২৮.	ইস্তিগফার	৯৪
	দ্বাবিংশ অধ্যায়: ছূরাসমূহ	
১২৯.	ছূরা ফাতিহাহ্	৯৫
১৩০.	ছূরা নাছ	৯৬
১৩১.	ছূরা ফালাক্ব	৯৬
১৩২.	ছূরা ইখলাছ	৯৭
১৩৩.	ছূরা লাহাব	৯৭
১৩৪.	ছূরা নাছর	৯৮
১৩৫.	ছূরা কাফিরূন	৯৮
১৩৬.	ছূরা কাউছার	৯৯
১৩৭.	ছূরা মাউন	৯৯
১৩৮.	ছূরা কুরাঈশ	১০০
১৩৯.	ছূরা ফীল	১০০
১৪০.	ছূরা বাকারা এর প্রথম ৫ আয়াত	১০১
১৪১.	আয়াতুল কুরছী	১০২
১৪২.	ছূরা বাকারা এর শেষ ৩ আয়াত	১০৩
১৪৩.	ছূরা হাশর এর শেষ ৩ আয়াত	১০৫
১৪৪.	ছূরা তাওবাহ এর শেষ ২ আয়াত	১০৬

	ত্রয়োবিংশ অধ্যায়: জানাযার নামায	
১৪৫.	জানাযার নামাযের ফরয ২টি	১০৭
১৪৬.	জানাযার নামাযের ছুন্নাত ৩টি	১০৭
১৪৭.	মৃত পুরুষ বা মহিলার জন্য দু'আ	১০৭
১৪৮.	মৃত নাবালেগ ছেলের জন্য দু'আ	১০৮
১৪৯.	মৃত নাবালেগ মেয়ের জন্য দু'আ	১০৮
১৫০.	লাশ কবরে রাখার দু'আ	১০৮
১৫১.	কবরেরমাটি দেওয়ার প্রচলিত দু'আ	১০৮
১৫২.	কবর যিয়ারতের ছালাম ও দু'আ	১০৮
১৫৩.	মাতা পিতার হক জীবিতাবস্থায় ৭টি	১০৯
১৫৪.	মাতা পিতার হক মৃত্যুর পর ৭টি	১০৯
	চতুর্বিংশ অধ্যায়	
১৫৫.	নূরানী মাছনূন দু'আসমূহ (চল্লিশ দু'আ)	১১০
	পঞ্চবিংশ অধ্যায়	
১৫৬.	নূরানী চল্লিশ হাদীছ	১১৬
	ষড়বিংশ অধ্যায়: নূরানী মাছায়িলসমূহ	
১৫৭.	দিক নির্ণয়	১২১
১৫৮.	দশ দিক	১২১
১৫৯.	বসার আদব ৩ প্রকার	১২১
১৬০.	ইস্তিঞ্জার আদব	১২১
১৬১.	৫ দিকে ফিরিয়া ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ	১২১
১৬২.	১০ জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ	১২১
১৬৩.	৬ জিনিস নিয়া ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ	১২২
১৬৪.	ইস্তিঞ্জার সময় ৮কাজ করা নিষেধ	১২২
১৬৫.	১০ জিনিস দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা (ঢিলা কুলূখ ব্যবহার করা) নিষেধ	১২২
১৬৬.	ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা ছুন্নাত	১২২
১৬৭.	অজু গোছলের মাছায়িল	১২৩
১৬৮.	অজুতে ৪ ফরয	১২৩
১৬৯.	অজু করার ছুন্নাত ত্বরীকা	১২৩
১৭০.	অজু ভঙ্গের কারণ ৭টি	১২৩
১৭১.	গোছলে ৩ ফরয	১২৪
১৭২.	গোছলের ছুন্নাত ত্বরীকা	১২৪
১৭৩.	তায়াম্মুমের মাছআলা	১২৪
১৭৪.	তায়াম্মুমে ৩ ফরয	১২৪
১৭৫.	তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ৮টি	১২৪

	সপ্তবিংশ অধ্যায়: নামাযের মাছায়িল	
১৭৬.	নামাযের বাহিরে ৭ ফরয	১২৫
১৭৭.	নামাযের ভিতরে ৬ ফরয	১২৫
১৭৮.	নামাযে ওয়াজিব ১৪টি	১২৫
১৭৯.	নামাযে ছুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ ১২টি	১২৬
১৮০.	নামায ভঙ্গের কারণ ১৯টি	১২৬
১৮১.	২ রাকআত নামাযে ৬০টি মাছআলাহ্	১২৭
১৮২.	১ম রাকআতে রুকূর আগে ১১টি মাছআলাহ্	১২৭
১৮৩.	রুকূতে ৬টি মাছআলাহ্	১২৭
১৮৪.	১ম ছিজদাতে ৬টি মাছআলাহ্	১২৮
১৮৫.	২য় ছিজদাতে ৬টি মাছআলাহ্	১২৮
১৮৬.	২য় রাকআতে রুকূর আগে ৭টি মাছআলাহ্	১২৮
১৮৭.	আখিরী বৈঠকে ৫টি মাছআলাহ্	১২৯
১৮৮.	৬০ নাম্বর মাছআলাহ্	১২৯
১৮৯.	৩য় ও ৪র্থ রাকআতে রুকূর আগে ৪টি মাছআলাহ্	১২৯
১৯০.	৩ রাক'আত ওয়ালা ও ৪ রাক'আত ওয়ালা নামাযের দরমিয়ানী বৈঠকে ৪টি মাছ'আলাহ্	১২৯
১৯১.	নামাযের ওয়াক্তসমূহ	১৩০
১৯২.	৫ ওয়াক্ত নফল নামাযের সময় ও বিবরণ	১৩১
১৯৩.	নামাযের নিষিদ্ধ সময়	১৩১
১৯৪.	নফল নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত	১৩১
১৯৫.	৫ ওয়াক্ত নামাযের রাকআতসমূহ	১৩১
১৯৬.	নামাযে বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থান	১৩২
১৯৭.	নামাযের মাকরূহসমূহ	১৩২
১৯৮.	ইমামের পিছনে নামায পড়ার নিয়ম	১৩৩
১৯৯.	মাছবূক এর নামায	১৩৩
২০০.	পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্য	১৩৫
২০১.	মুছাফিরের নামায বা কছরের নামায	১৩৭
২০২.	মুছাফিরের পরিচয় ও হুকুম	১৩৭
২০৩.	কছর নামায বা সংক্ষিপ্ত নামায	১৩৭
২০৪.	অসুস্থ বা মাযূর ব্যক্তির নামায	১৩৮
২০৫.	কাযা নামাযের পরিচয়	১৩৮
২০৬.	উমরী কাযা	১৩৮
২০৭.	কাযা নামাযের মাছায়িল	১৩৯
২০৮.	যেসব অবস্থায় নামাযের কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয় না	১৪০

	অষ্টবিংশ অধ্যায়: জুমুআর নামায ও খুৎবাহ্	
২০৯.	জুমুআর নামায আদায়ের নিয়ম	১৪১
২১০.	জুমুআর প্রথম খুৎবাহ্	১৪১
২১১.	জুমুআর দ্বিতীয় খুৎবাহ্	১৪৩
	ঊনত্রিংশ অধ্যায়: ঈদের নামায ও খুৎবাহ্	
২১২.	ঈদের নামায ও খুৎবাহ	১৪৫
২১৩.	ঈদের নামায আদায়ের নিয়ম	১৪৫
২১৪.	তাকবীরে তাশরীক	১৪৫
২১৫.	ঈদুল ফিতরের (প্রথম) খুৎবাহ্	১৪৬
২১৬.	ঈদুল আযহার (প্রথম) খুৎবাহ্	১৪৯
	ত্রিংশ অধ্যায়: বিবাহ ও খুৎবাহ্	
২১৭.	বিবাহের শর্তসমূহ ও মহর	১৫২
২১৮.	বিবাহের খুৎবাহ	১৫৩
২১৯.	বর কনে- নব দম্পতির জন্য দু'আ	১৫৩
	একত্রিংশ অধ্যায়: রমাদান	
২২০.	রমাদানের মাছায়িল	১৫৪
২২১.	রোযার ফরয ২টি	১৫৪
২২২.	রোযার ছুন্নাত ৫টি	১৫৪
২২৩.	রোযা ভঙ্গের কারণ ২টি	১৫৪
২২৪.	যেসব বিষয়ে রোযা ভঙ্গ হয় না	১৫৪
	দ্বাত্রিংশ অধ্যায়: যাকাত	
২২৫.	যাকাতের মাছায়িল	১৫৫
২২৬.	যাকাতের নিছাব	১৫৫
২২৭.	ছাহিবে নিছাব	১৫৫
২২৮.	যাকাত ও ছদকা ব্যয়ের মূল ৩টি খাত	১৫৫
২২৯.	ছদকা ব্যয়ের ৮টি খাত বর্ণিত আয়াত	১৫৫
	ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়: হাজ্জ	
২৩০.	হাজ্জের মাছায়িল	১৫৬
২৩১.	তালবিয়াহ্ (লাব্বাইক)	১৫৬
২৩২.	হাজ্জের ফরয ৩টি	১৫৬
২৩৩.	হাজ্জের ওয়াজিব ৭টি	১৫৬
২৩৪.	হাজ্জের ছুন্নাত ১০টি	১৫৬
২৩৫.	বদলী হাজ্জ	১৫৭

	চতুর্ত্রিংশ অধ্যায়: ইসলামী সাধারণ জ্ঞান	
২৩৬.	আরবী ৭ দিনের নাম	১৫৮
২৩৭.	বাংলা ৭ দিনের নাম	১৫৮
২৩৮.	আরবী ১২ মাসের নাম	১৫৮
২৩৯.	বাংলা ১২ মাসের নাম	১৫৮
২৪০.	ষড় ঋতুর নাম	১৫৮
২৪১.	ইসলামী উৎসব ও ইবাদাতের দিনসমূহ	১৫৮
২৪২.	ঈমানের মৌলিক ৩টি বিষয়	১৫৮
২৪৩.	ঈমানের ৭৭টি শাখার প্রধান ৭টি।	১৫৮
২৪৪.	৪ কিতাব	১৫৮
২৪৫.	৪ ফেরেশতা	১৫৯
২৪৬.	৪ খলীফা	১৫৯
২৪৭.	৪ মাযহাব	১৫৯
২৪৮.	৪ ইমাম	১৫৯
২৪৯.	৫ ওয়াক্ত ফরয নামায	১৫৯
২৫০.	৫ ওয়াক্ত নফল নামায	১৫৯
২৫১.	ইসলামে পঞ্চ স্তম্ভ (ইসলামের ৫ বেনা)	১৫৯
২৫২.	পঞ্চ ইন্দ্রিয়	১৫৯
২৫৩.	ষড়রিপু	১৫৯
২৫৪.	৭ দোযখ	১৫৯
২৫৫.	৮ বেহেশত	১৫৯
২৫৬.	আছমাউল হুছনা	১৬০
	পরিশিষ্ট্য	
২৫৭.	কুর্‌আন পরিচয়	১৬১
২৫৮.	পবিত্র কুর্‌আনের ৭ ক্বারী ও ১৪ রাবী	১৬২
২৫৯.	পবিত্র কুর্‌আনের ৭ ক্বারী ও ১৪ রাবী'র নাম	১৬৩
২৬০.	পবিত্র কুর্‌আনের ৩ ক্বারী ও ৬ রাবী	১৬৩
২৬১.	কুরআন কি? লিখা, উচ্চারণ নাকি অর্থ?	১৬৪
২৬২.	কুরআন পাকের হক (অধিকার বা কর্তব্য) ৪টি	১৬৪
২৬৩.	তিনটি বস্তু দেখলে ছাওয়াব হয়	১৬৪
২৬৪.	কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে ফরয ৩টি	১৬৪
২৬৫.	কুরআন শরীফ পড়তে তিনটি কাজ করতে হয়	১৬৪
২৬৬.	তিনটি কাজে পবিত্রতা প্রয়োজন (ফরয) হয়	১৬৪
২৬৭.	কুরআন কারীমের রছমেখত ও ব্যাকরণ	১৬৪
২৬৮.	তারতীল, তাদবীর ও হদর	১৬৫
২৬৯.	তাহক্বীক্ব ও তাছহীল	১৬৫
২৭০.	মা'রূফ ও মাজহুল	১৬৬
২৭১.	আবজাদ	১৬৬

কুর্আন মাজীদের ছনদ

رَوٰى حَفْصُ بْنِ سُلَيْمَانِ بْنِ الْمُغِيْرَةَ الْاَسَدِىُّ الْكُوْفِىُّ
قَرَاَ عَاصِمُ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ الْكُوْفِىُّ التَّابِعِىُّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ
الرَّحْمَانِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبِيْبٍ السُّلَمِىِّ عَنْ جَامِعِ
الْقُرْاٰنِ عُثْمَانِ بْنِ عَفَّانَ وَ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَّ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ وَّ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.
عَنْ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مِنَ
اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى.

ক্লাস শুরু করার নিয়ম

উস্তাদ বোর্ডের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথমে বিছমিল্লাহ্ শরীফ ও দুরূদে ইব্রাহীমী মাশক্বের ছূরতে পড়াইবেন। অতঃপর আয়াতে কারীমা رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا তিনবার, এরপর

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَ يَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ وَ احْلُلْ عُقْدَةً
مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ وَ بِكَ نَسْتَعِيْنُ يَا مُسْتَعَانُ.

একবার, মাশক্বের ছূরতে পড়াইয়া ক্লাস শুরু করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

কিছু কায়েদা-কানুন মুখস্থ করার সুবিধার্থে সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণ রাখা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

আরবী হারফ ২৯টি

(লিখিয়া শিক্ষা দেওয়ার সুবিধার্থে ৮ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে)।

❖ ا م ط ظ

❖ ب ت ث ف ك

❖ ح خ ج

❖ ر ز و د ذ

❖ س ش ص ض

❖ ن ق ل

❖ ء ع غ

❖ ه ي

তাময়ীজে হারফ (হারফের নামের পার্থক্য)

ط - ت	ح - ه	ق - ك

আরবী ২৯টি হারফের পরিচয় পূর্বের নিয়মেঃ

ا	ب	ت	ث	ج	ح
خ	د	ذ	ر	ز	س
ش	ص	ض	ط	ظ	ع
غ	ف	ق	ك	ل	م
ن	و	ه	ء	ي	ے

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাখরাজের বর্ণনা

মাখরাজ- হারফের উচ্চারণের স্থানকে বলে।

আরবী হারফ ২৯টি, মাখরাজ ১৭টি:

১ নাম্বার মাখরাজ: হলক্বের শুরু হইতে - - - - - - - - - ء ه

২ নাম্বার মাখরাজ: হলক্বের মধ্যখান হইতে - - - - - - ح ع

৩ নাম্বার মাখরাজ: হলক্বের শেষ হইতে - - - - - - - - غ خ

৪ নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া (দুই নুক্বতা ওয়ালা) - - - - - - - - - - - - - - - ق

৫ নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার গোড়া থেকে একটু আগে বাড়াইয়া, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া (মধ্যখান পেঁচানো) - ك

৬ নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার মধ্যখান, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া - - - - - - - - - - - - - - - ج ش ي

৭ নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার গোড়ার কিনারা, উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া - - - - - - - - - - - - - - ض

৮ নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার আগার কিনারা, সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া - - - - - - - - - - - - - - ل

৯ নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার আগা, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া - ن

১০ নাম্বার মাখরাজ: জিহ্বার আগার পিঠ, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ر

১১ নাম্বার মাখরাজঃ জিহ্বার আগা,সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া - - - - - - - - - - - - - - - ط د ت

১২ নাম্বার মাখরাজঃ জিহ্বার আগা, সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগাইয়া - - - - - - - - - - ص س ز

১৩ নাম্বার মাখরাজঃ জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া - - - - - - - - - - - - ظ ذ ث

১৪ নাম্বার মাখরাজঃ নিচের ঠোঁটের পেট, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া - - - - - - - - - - - - - - ف

১৫ নাম্বার মাখরাজঃ দুই ঠোঁট হইতে - - - - - - - و ب م উচ্চারিত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

* দুই ঠোঁট গোল করিয়া মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখিয়া ওয়াও (و) উচ্চারিত হয়।

* দুই ঠোঁটের ভিজা জায়গা হইতে (ب) বা উচ্চারিত হয়।

* দুই ঠোঁটের শুকনা জায়গা হইতে (م) মীম উচ্চারিত হয়।

১৬ নাম্বার মাখরাজঃ মুখের খালি জায়গা হইতে মাদের হারফ পড়া যায়। যেমনঃ - - - - - - - - - - - - بَا -- بُوْ -- بِيْ

১৭ নাম্বার মাখরাজঃ নাকের বাঁশী হইতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। যেমনঃ - عَمَّ - اِنَّ

তৃতীয় অধ্যায়

حركت হারকাতের পরিচয়

যবর, যের, পেশ ও জযম-এর পরিচয়:

উপরেরটার নাম (ـَ) যবর।

নিচেরটার নাম (ـِ) যের।

উপরে একমাথা গোলটার নাম (ـُ) পেশ।

উপরে মাথা বাকাটার নাম (ـْ) জযম।

যবরের উচ্চারণ 'আ'কার (া) এর মত,
যেরের উচ্চারণ 'ই'কার (ি) এর মত,
পেশের উচ্চারণ 'উ'কার (ু) এর মত।

ص ض ط ظ ق غ خ ر

এই ৮ হারফে যবর হইলে আকার (া) উচ্চারণ হয় না।

হারকাত: এক যবর (ـَ), এক যের (ـِ), এক পেশ (ـُ) কে বলে। হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

প্রশ্ন: আলিফকে কখন হামযাহ্ বলে ?

উত্তর: আলিফে যবর, যের, পেশ ও জযম হইলে, ঐ আলিফকে হামযাহ্ (ء) বলে, যেমন: أَ إِ أُ أْ

যবর দিয়ে ২৯ হারফের উচ্চারণ:

دَ	خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	اَ
ذَ	رَ	زَ	سَ	شَ	صَ	ضَ	طَ
ظَ	عَ	غَ	فَ	قَ	كَ	لَ	مَ
نَ	وَ	هَ	ءَ	يَ			

যের দিয়ে ২৯ হারফের উচ্চারণ:

دِ	خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	اِ
ذِ	رِ	زِ	سِ	شِ	صِ	ضِ	طِ
ظِ	عِ	غِ	فِ	قِ	كِ	لِ	مِ
نِ	وِ	هِ	ءِ	يِ			

পেশ দিয়ে ২৯ হারফের উচ্চারণঃ

دُ	خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	اُ
طُ	ضُ	صُ	شُ	سُ	زُ	رُ	ذُ
مُ	لُ	كُ	قُ	فُ	غُ	عُ	ظُ
			یُ	ءُ	هُ	وُ	نُ

হারকাতের উচ্চারণের মাশক্বঃ

মাখরাজের তারতীবে (ـَـ) যবর দিয়ে ২৮ হারফের উচ্চারণ নিম্নে দেওয়া হইলঃ

قَ	خَ	غَ	حَ	عَ	هَ	ءَ
نَ	لَ	ضَ	يَ	شَ	جَ	كَ
زَ	سَ	صَ	تَ	دَ	طَ	رَ
مَ	بَ	وَ	فَ	ثَ	ذَ	ظَ

মাখরাজের তারতীবে (ـِـ) যের দিয়ে ২৮ হারফের উচ্চারণ নিম্নে দেওয়া হইল:

قِ	خِ	غِ	حِ	عِ	هِ	ءِ
نِ	لِ	ضِ	يِ	شِ	جِ	كِ
زِ	سِ	صِ	تِ	دِ	طِ	رِ
مِ	بِ	وِ	فِ	ثِ	ذِ	ظِ

মাখরাজের তারতীবে (ـُـ) পেশ দিয়ে ২৮ হারফের উচ্চারণ নিম্নে দেওয়া হইল:

قُ	خُ	غُ	حُ	عُ	هُ	ءُ
نُ	لُ	ضُ	يُ	شُ	جُ	كُ
زُ	سُ	صُ	تُ	دُ	طُ	رُ
مُ	بُ	وُ	فُ	ثُ	ذُ	ظُ

হারকাতের উচ্চারণের (তাময়ীজ) পার্থক্য ভালোভাবে করাইয়া দিবেন।

১০ জোড়ায় ২০টি হারফের মধ্যে (ـَـ) যবর দিয়ে হারকাতের উচ্চাচরণের পার্থক্য:

ظَ ذَ	طَ تَ	هَ حَ	ءَ عَ
ثَ سَ	سَ صَ	ضَ دَ	جَ زَ
		قَ كَ	ذَ زَ

১১ জোড়ায় ২২টি হারফের মধ্যে (ـِـ) যের দিয়ে হারকাতের উচ্চাচরণের পার্থক্য:

ظِ ذِ	طِ تِ	هِ حِ	ءِ عِ
ثِ سِ	صِ سِ	ضِ دِ	جِ زِ
	ءِ يِ	قِ كِ	ذِ زِ

১১ জোড়ায় ২২টি হারফের মধ্যে (ـُـ) পেশ দিয়ে হারকাতের উচ্চাচরণের পার্থক্য:

ظُ ذُ	طُ تُ	هُ حُ	ءُ عُ
سُ صُ	ضُ دُ	وُ بُ	جُ زُ
	قُ كُ	ذُ زُ	سُ ثُ

মাখরাজের তারতীবে এক জাতীয় এক হারফ দিয়ে ৩ উচ্চারণ ও এক জাতীয় দুই হারফ দিয়ে ৯ উচ্চারণ:

ع	ع	ع
ع ع	ع ع	ع ع
ع ع	ع ع	ع ع
ع ع	ع ع	ع ع
ط	ط	ط
ط ط	ط ط	ط ط
ط ط	ط ط	ط ط
ط ط	ط ط	ط ط

عَ	عِ	عُ
عَعَ	عَعُ	عَعِ
عِعِ	عِعَ	عِعُ
عُعُ	عُعَ	عُعِ
حَ	حِ	حُ
حَحَ	حَحُ	حَحِ
حِحِ	حِحَ	حِحُ
حُحُ	حُحَ	حُحِ

غَ	غِ	غُ
غَغَ	غَغُ	غَغِ
غِغِ	غِغَ	غِغُ
غُغُ	غُغَ	غُغِ
خَ	خِ	خُ
خَخَ	خَخُ	خَخِ
خِخِ	خِخَ	خِخُ
خُخُ	خُخَ	خُخِ

قَ	قِ	قُ
قَ قَ	قَ قُ	قَ قِ
قِ قِ	قِ قَ	قِ قُ
قُ قُ	قُ قَ	قُ قِ
كَ	كِ	كُ
كَ كَ	كَ كُ	كَ كِ
كِ كِ	كِ كَ	كِ كُ
كُ كُ	كُ كَ	كُ كِ

جَ	جِ	جُ
جَ جَ	جَ جُ	جَ جِ
جِ جِ	جِ جَ	جِ جُ
جُ جُ	جُ جَ	جُ جِ
شَ	شِ	شُ
شَ شَ	شَ شُ	شَ شِ
شِ شِ	شِ شَ	شِ شُ
شُ شُ	شُ شَ	شُ شِ

يَ	يِ	يُ
يَ يَ	يَ يُ	يَ يِ
يِ يِ	يِ يَ	يِ يُ
يُ يُ	يُ يَ	يُ يِ
ضَ	ضِ	ضُ
ضَ ضَ	ضَ ضُ	ضَ ضِ
ضِ ضِ	ضِ ضَ	ضِ ضُ
ضُ ضُ	ضُ ضَ	ضُ ضِ

لَ	لِ	لُ
لَ لَ	لَ لُ	لَ لِ
لِ لِ	لِ لَ	لِ لُ
لُ لُ	لُ لَ	لُ لِ
نَ	نِ	نُ
نَ نَ	نَ نُ	نَ نِ
نِ نِ	نِ نَ	نِ نُ
نُ نُ	نُ نَ	نُ نِ

md.sekendar alam 01717568855

رَ	رِ	رُ
رَ رَ	رَ رُ	رَ رِ
رِ رِ	رِ رَ	رِ رُ
رُ رُ	رُ رَ	رُ رِ
طَ	طِ	طُ
طَ طَ	طَ طُ	طَ طِ
طِ طِ	طِ طَ	طِ طُ
طُ طُ	طُ طَ	طُ طِ

دَ	دِ	دُ
دَ دَ	دَ دُ	دَ دِ
دِ دِ	دِ دَ	دِ دُ
دُ دُ	دُ دَ	دُ دِ
تَ	تِ	تُ
تَ تَ	تَ تُ	تَ تِ
تِ تِ	تِ تَ	تِ تُ
تُ تُ	تُ تَ	تُ تِ

صَ	صِ	صُ
صَ صَ	صَ صُ	صَ صِ
صِ صِ	صِ صَ	صِ صُ
صُ صُ	صُ صَ	صُ صِ
سَ	سِ	سُ
سَ سَ	سَ سُ	سَ سِ
سِ سِ	سِ سَ	سِ سُ
سُ سُ	سُ سَ	سُ سِ

md.sekendar alam 01717566856

زَ	زِ	زُ
زَ زَ	زَ زُ	زَ زِ
زِ زِ	زِ زَ	زِ زُ
زُ زُ	زُ زَ	زُ زِ
ظَ	ظِ	ظُ
ظَ ظَ	ظَ ظُ	ظَ ظِ
ظِ ظِ	ظِ ظَ	ظِ ظُ
ظُ ظُ	ظُ ظَ	ظُ ظِ

md.sekendar alam 01717560855

ذَ	ذِ	ذُ
ذَ ذَ	ذَ ذُ	ذَ ذِ
ذِ ذِ	ذِ ذَ	ذِ ذُ
ذُ ذُ	ذُ ذَ	ذُ ذِ
شَ	شِ	شُ
شَ شَ	شَ شُ	شَ شِ
شِ شِ	شِ شَ	شِ شُ
شُ شُ	شُ شَ	شُ شِ

فَ	فِ	فُ
فَ فَ	فَ فُ	فَ فِ
فِ فِ	فِ فَ	فِ فُ
فُ فُ	فُ فَ	فُ فِ
وَ	وِ	وُ
وَ وَ	وَ وُ	وَ وِ
وِ وِ	وِ وَ	وِ وُ
وُ وُ	وُ وَ	وُ وِ

بَ	بِ	بُ
بَ بَ	بَ بُ	بَ بِ
بِ بِ	بِ بَ	بِ بُ
بُ بُ	بُ بَ	بُ بِ
مَ	مِ	مُ
مَ مَ	مَ مُ	مَ مِ
مِ مِ	مِ مَ	مِ مُ
مُ مُ	مُ مَ	مُ مِ

md.sekendar alam 01717566855

চতুর্থ অধ্যায়

ছিফাতে হুরূফের বর্ণনা

ছিফাতে যাতিয়াহ্ ও ছিফাতে আরিযিয়াহ্:

(আরবী হারফের নাম ২৯টি, উচ্চারণে ২৮টি; আলিফ ও হামযাহ্ উচ্চারণে অভিন্ন; তাই মাখরাজ ও ছিফাত ২৮ হারফ অনুযায়ী হয়ে থাকে)।

ছিফাত (صفة) শব্দের অর্থ হারফের স্বভাব বা গুণ। হারফের ছিফাত সাধারণত ২ প্রকার: (১) ছিফাতে যাতিয়াহ্ (صفة ذاتية) যাহা আদায় না হইলে মাখরাজ পূর্ণভাবে আদায় হয় না; উচ্চারণে পরিবর্তন আসে, (২) ছিফাতে আরিযিয়াহ্ (صفة عارضية) যে ছিফাত আদায় না করলেও মাখরাজ আদায় হয়ে যায়; হারফের উচ্চারণে পরিবর্তন আসে না; কিন্তু সৌন্দর্য নষ্ট হয়)। ছিফাতে যাতিয়াহ কে ছিফাতে লাযিমাহ (صفة لازمة) বলা হয়।

ছিফাতে মুতাযাদ্দাহ্ ও ছিফাতে গয়রে মুতাযাদ্দাহ্:

ছিফাতে লাযিমাহ্ ২ প্রকার: (ক) ছিফাতে মুতাযাদ্দাহ্ (صفة متضادة) বিপরীতমুখি ছিফাত, (খ) ছিফাতে গয়রে মুতাযাদ্দাহ্ (صفة غير متضادة) অবিপরীতমুখি ছিফাত।

ছিফাতে মুতাযাদ্দাহ্ এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

* ছিফাতে মুতাযাদ্দাহ্ ৫ জোড়ায় ১০টি:

১ম জোড়া: همس (হামছ) ও جهر জিহ্র।

(ক) হামছ (همس) ইহার হারফকে মাহমূছাহ্ বলে। মাহমূছাহ্ এর হারফ ১০টি। যথা: فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ এগুলো উচ্চারণে নরম ও বাতাস চালু থাকিবে।

(খ) জিহ্র (جهر) ইহার হারফকে মাজহুরাহ্ বলে। মাজহুরাহ এর হারফ ১৯টি। যথা: ا ب ج د ذ ر ز ض ط ظ ع غ ق ل م ن و ء ى এগুলো উচ্চারণে বাতাস বন্ধ থাকিবে।

২য় জোড়া: شدة (শিদ্দাহ) متوسطة, (মুতাওয়াছছিতাহ্), رخوة (রিখওয়াহ্)।

(ক) শিদ্দাহ্ (شدة) ইহার হারফকে শাদীদাহ্ বলে। শাদীদাহ্ (شديدة) এর হারফ ৮টি। যথা: أَجِدُ قَطٍ بَكَتْ এগুলো উচ্চারণে আওয়াজ বন্ধ ও শক্ত হইবে।

(খ) মুতাওয়াছছিতাহ্ (متوسطة) ইহার হারফ ৫টি। যথা: لِنْ عُمَرَ গুলো উচ্চারণে আওয়াজ পুরাপুরি বন্ধ বা চালু হইবে না।

(গ) রিখওয়াহ্ (رخوة) ইহার হারফ ১৫টি। যথা: ث ح خ ذ ز س ش ص ض ظ غ ف و ه ى এগুলো উচ্চারণে আওয়াজ জারী থাকিবে।

৩য় জোড়া: استعلاء (ইস্তিলা) ও استفال (ইস্তিফাল)।

(ক) ইস্তিলা (استعلاء) ইহার হারফকে মুস্তালিয়াহ্ বলে। মুস্তালিয়াহ্ (مستعلية) এর হারফ ৭টি। যথা: (خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ) خ ص ض ط ظ غ ق (ص ض ط ظ ق غ خ) এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা উপরের তালুর দিকে উঠে।

(খ) ইস্তিফাল (استفال) ইহার হারফকে মুস্তাফিলাহ্ বলে। মুস্তাফিলাহ্ (مستعفلة) এর হারফ ২১টি। যথা: ا ب ت ث ج ح د ذ ر ز س ش ع ف ك ل م ن و ه ى এগুলো উচ্চারণে জিহ্বা উপরের দিকে উঠিবে না।

৪র্থ জোড়া: اطباق (ইত্বাক্ব) ও انفتاح (ইনফিতাহ)।

(ক) ইত্বাক্ব (اطباق) ইহার হারফকে মুত্বাক্বাহ্ বলে। মুত্বাক্বাহ্ (مطبقة) এর হারফ ৪টি। যথা: ص ض ط ظ এগুলো উচ্চারণে জিহ্বা তালুতে লাগিয়া যাইবে।

(খ) ইনফিতাহ্ (انفتاح) ইহার হারফকে মুনফাতিহাহ্ বলে।

মুনফাতিহাহ্ (منفتحة) এর হারফ ২৪টি। যথা: ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ع غ ف ق ك ل م ن و ه ى এগুলো উচ্চারণে জিহ্বা তালুতে লাগিবে না।

৫ম জোড়া: اذلاق (ইযলাক্ব) ও اصمات (ইছমাত)।

(ক) ইযলাক্ব (اذلاق) ইহার হারফকে মুযলাকাহ্ বলে।

মুযলাক্বাহ্ (مذلقة) এর হারফ ৬টি। যথা: فَرَّ مِنْ لُبْ এগুলোর উচ্চারণ ঠোঁট বা জিহ্বার কিনারা হইতে তাড়াতাড়ি হয়।

(খ) ইছমাত (اصمات) ইহার হারফকে মুছমাতাহ্ বলে।

মুছমাতাহ্ (مصمتة) এর হারফ ২২টি। যথা: ا ت ث ج ح خ د ز س ش ص ض ط ظ ع غ ق ك و ه ى এগুলো মাখরাজে জমিয়া উচ্চারিত হয়।

দুইটি কবিতায় ছিফাতের বিবরণ:

প্রথম কবিতা:

হুরূফে মাহমূছাহ্ হ্যায়- فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ

হুরূফে শাদীদাহ্ হ্যায়- اَجِدُ قَطْ بَكَتْ

হুরূফে মুস্তালিয়াহ্ সাত হ্যায়- خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

ظ ط ض ص মুত্বাক্বাহ্;

فَرَّ مِنْ لُبْ ছে হারফ হ্যায় মুযলাকাহ।

দ্বিতীয় কবিতা:

হামছের হারফে বাতাস চালু,
রিখওয়াহ এর হারফে আওয়াজ চালু।
ইস্তিফালে চায় না তালু,
ইনফিতাহে লাগে না তালু।
ইছমাতে জমে ভালো মাখরাজের ভিতর,
ও আমাদের নয়ন মণি এই কবিতা পড়। (রহমত)

* ছিফাতে গয়রে মুতাযাদ্দাহ্:

ছিফাতে গয়রে মুতাযাদ্দাহ্ অর্থ, তাহাদের মধ্যে বিরোধ নাই; একটি অন্যটির সাথে মিলিত হইতে পারিবে। ছিফাতে গয়রে মুতাযাদ্দাহ্ ৮টি। যথা: (১) ছফীর, (২) ক্বলক্বলাহ, (৩) গুন্নাহ, (৪) লীন, (৫) ইনহিরাফ, (৬) তাকরার, (৭) তাফাশশী, (৮) ইস্তিত্বলাত।

১. ছফীর (صفير) এর হারফ ৩টি: ص س ز
২. ক্বলক্বলাহ্ (قلقلة)এর হারফ ৫টি: ق ط ب ج د (قُطْبُ جَدٍّ)
৩. গুন্নাহ্ (غنة) এর হারফ ২টি: ن م
৪. লীন (لين) এর হারফ ২টি: و ى
৫. ইনহিরাফ (انحراف) এর হারফ ২টি: ر ل
৬. তাকরার (تكرار) এর হারফ ১টি: ر
৭. তাফাশ্শী (تفشى) এর হারফ ১টি: ش
৮. ইস্তিত্বলাত (استطالة) এর হারফ ১টি: ض

কবিতায় ছিফাতের পরিচয়:

ছফীরে সিটির আওয়াজ ক্বলক্বলায় কম্পন,
গুন্নাহ'য় গুন গুন আওয়াজ কিতাবে লিখন।
লীনে নরম আওয়াজ জানে সর্বজন।
ইনহিরাফে জিহ্বার আগা ফিরাইয়ো খোকন,
হারফে তাকরার না হয় যেনো বারবারের মতন।
তাফাশশীতে ছড়ায় আওয়াজ যেনো রেখো মন,
ইস্তিত্বলাত পড়তে সময় লাগবে অধিক ক্ষণ।

পঞ্চম অধ্যায়

মুরাক্কাবের বিবরণ

মুরাক্কাব (مُرَكَّبْ) অর্থ সংযুক্ত বা মিলানো।

মুরাক্কাব (مُرَكَّبْ) ডাইনের হারফকে বামের হারফের সঙ্গে মিলাইয়া লিখাকে বলে। আরবী হারফগুলি মিলিত অবস্থায় তাহার ডান মাথা দেখিয়া চিনিতে হয়।

আলিফের সঙ্গে ১১ সুরতে ২২ হারফ মুরাক্কাব হয়।

* ب এক দাঁত দিয়া পাঁচ হারফ: (ب)

❖ এক দাঁতের নিচে এক নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - -ب

❖ এক দাঁতের উপরে এক নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - ن

❖ এক দাঁতের নিচে দুই নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - ي

❖ এক দাঁতের উপরে দুই নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - ت

❖ এক দাঁতের উপরে তিন নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - ث

* ح এর মাথা দিয়া তিন হারফ: (ا حـ)

❖ উপরে এক নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - خ

❖ নীচে এক নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - ج

❖ নুক্বতা মুছিয়া ফেললে - - - - - - - - - - - - - - - - ح

* س এর তিন দাঁত দিয়া দুই হারফ : (ا سـ)

❖ উপরে তিন নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - ش

❖ নুকতা মুছে ফেললে - - - - - - - - - - - - - - - - - س

* ص এর মাথা দিয়া দুই হারফঃ (ا صـ)

❖ উপরে এক নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - ضا

❖ নুক্বতা মুছে ফেললে - - - - - - - - - - - - - - - - - صا

* ط দিয়া দুই হারফঃ (ا ط)

❖ উপরে এক নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - ظا

❖ নুক্বতা মুছে ফেললে - - - - - - - - - - - - - - - - - طا

* ع এর মাথা দিয়া দুই হারফঃ (ا ع)

❖ উপরে এক নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - غا

❖ নুক্বতা মুছে ফেললে - - - - - - - - - - - - - - - - - عا

* ف গোল মাথা দিয়ে দুই হারফঃ (ﻓا)

❖ উপরে এক নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - فا

❖ উপরে দুই নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - قا

* ل লামের মাথা দিয়া এক হারফ - - - - - - - - - - - - لا

* ك কাফ দিয়া এক হারফ - - - - - - - - - - - - - - - - كا

* م মীম দিয়া এক হারফ - - - - - - - - - - - - - - - ما

* ه গোল হা দিয়া এক হারফ - - - - - - - - - - - - - ها

বাকী সাত হারফ মুরাক্কাব হয় নাঃ د ذ ر ز و ء ا

আলিফের সঙ্গে ১১ সূরতে

عا	طا	صا	سا	حا	با
	ها	ما	كا	لا	فا

২২ হারফ মুরাক্কাব হয়:

ثا	تا	يا	نا	با
شا	سا	جا	خا	حا
	ظا	طا	ضا	صا
	قا	فا	غا	عا
	ها	ما	كا	لا

বাকী সাত হারফ মুরাক্কাব হয় না:

اا	ءا	وا	زا	را	ذا	دا

ওয়াও (و) এর সঙ্গে ১০ সূরতে ২২ হারফ মুরাক্কাব হয়।

এক দাঁত দিয়া পাঁচ হারফ:

❖ নিচে এক নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - - বু

❖ উপরে এক নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - - নু

❖ নিচে দুই নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - - য়ু

❖ উপরে দুই নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - তু

❖ এক দাঁতের উপরে তিন নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - ঠু

❖ ح এর মাথা দিয়া তিন হারফ - - - - - - - - হু খু জু

❖ س এর তিন দাঁত দিয়া দুই হারফ - - - - - - - - সু শু

❖ ص এর মাথা দিয়া দুই হারফ - - - - - - - - - - ছু দ্বু

❖ ط দিয়া দুই হারফ - - - - - - - - - - - - - - - - - তু যু

❖ ع এর মাথা দিয়া দুই হারফ - - - - - - - - - - - - আু গু

❖ ف গোল মাথা দিয়া দুই হারফ - - - - - - - - - ফু কু

❖ ل লামের মাথা দিয়া দুই হারফ - - - - - - - - লু কু

(লামের মাথায় কোনাকুনি টান দিলে কাফ্ টান মুছে ফেললে লাম)

❖ م মীম দিয়া এক হারফ - - - - - - - - - - - - - - - মু

❖ ه গোল হা দিয়া এক হারফ - - - - - - - - - - - - - হু

বাকী সাত হারফ মুরাক্কাব হয় না: ا ء و ز ر ذ د

ওয়াও (و) এর সঙ্গে ১০ সুরত:

طو	صو	سو	حو	نو
هو	مو	لو	قو	عو

২২ হারফ মুরাক্কাব:

ثو	تو	يو	نو	بو
شو	سو	جو	خو	حو
	ظو	طو	ضو	صو
	قو	فو	غو	عو
	هو	مو	كو	لو

বাকী সাত হারফ মুরাক্কাব হয় না:

او	ءو	وو	زو	رو	ذو	دو

ইয়া (ى) এর সঙ্গে ১০ সূরতে ২২ হারফ মুরাক্কাব হয়।

এক দাঁত দিয়া পাঁচ হারফঃ

❖ নিচে এক নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - - ٻ

❖ উপরে এক নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - ٹ

❖ নিচে দুই নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - ٻ

❖ উপরে দুই নুক্বতা দিলে - - - - - - - - - - - - - - - - ٹ

❖ এক দাঁতের উপরে তিন নুক্বতা দিলে - - - - - - - - ٹ

❖ ح এর মাথা দিয়া তিন হারফ - - - - - - - - ح ځ ڃ

❖ س এর তিন দাঁত দিয়া দুই হারফ - - - - - - - - س ش

❖ ص এর মাথা দিয়া দুই হারফ - - - - - - - - - ص ض

❖ ط দিয়া দুই হারফ - - - - - - - - - - - - - - - - ط ظ

❖ ع এর মাথা দিয়া দুই হারফ - - - - - - - - - - - ع غ

❖ ف গোল মাথা দিয়া দুই হারফ - - - - - - - - - ف ڤ

❖ ل লামের মাথা দিয়া দুই হারফ - - - - - - - - - ل ک

(লামের মাথায় কোনাকুনি টান দিলে কাফ্ টান মুছে ফেললে লাম)

❖ م মীম দিয়া এক হারফ - - - - - - - - - - - - - - - م

❖ ه গোল হা দিয়া এক হারফ - - - - - - - - - - - - ه

বাকী সাত হারফ মুরাক্কাব হয় নাঃ د ذ ر ز و ء ا

ইয়া (ى) এর সঙ্গে ১০ সুরতেঃ

طى	صى	سى	حى	بى
هى	مى	لى	قى	عى

২২ হারফ মুরাক্কাব হয়ঃ

ثى	تى	يى	نى	بى
شى	سى	جى	خى	حى
	ظى	طى	ضى	صى
	قى	فى	غى	عى
	هى	مى	كى	لى

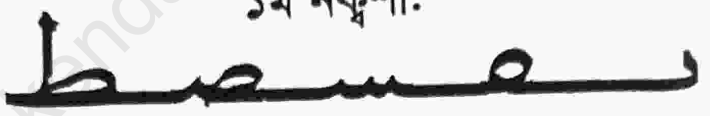
বাকী সাত হারফ মুরাক্কাব হয় নাঃ

اى	ءى	وى	زى	رى	ذى	دى

তারপর তিনটি নক্বশার মাধ্যমে মুরাক্কাব শিক্ষা দিবেন।

নক্বশায় হারফ পরিচয়

১ম নক্বশাঃ



(এক দাঁত, গোল মাথা, তিন দাঁত, ছদের মাথা, ত্ব-)

❖ উক্ত নক্বশায় ১৩টি হারফ মুরাক্কাব হয়। যথাঃ



২য় নক্বশাঃ



(উল্টা দাঁত, হা'র মাথা, আইনের মাথা, লামের মাথা, গোল হা, মীম)

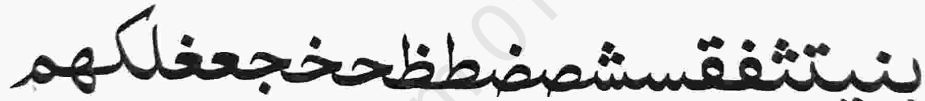
❖ উক্ত নক্বশায় ৯টি হারফ মুরাক্কাব হয়ঃ



❖ ৩ নং নকশা (উভয় নক্বশা একত্রে):



❖ উক্ত নক্বশায় ২২ হারফ মুরাক্কাব হয়ঃ



বাকী সাত হারফ মুরাক্কাব হয় নাঃ

ا	ء	و	ز	ر	ذ	د

ة গোল হা ৭ প্রকারে লিখা যায়ঃ



আইন (ع) লিখার বিভিন্ন অবস্থাঃ عـعـ - ع

মীম (م) লিখার বিভিন্ন অবস্থা- مـمـ - م - مم

তিন হারফ দ্বারা শব্দ গঠন

তিন হারকাত দিয়ে উচ্চারণ:

وَجَدَ	فَعَلَ	ضَرَبَ	ضُرِبَ
نَصَرَ	فُتِحَ	فُعِلَ	وَدَعَ
ظُهِرَ	لُبَدَ	كَرُمَ	سَمِعَ
حَسِبَ	قَتَلَ	قُتِلَ	كُتِبَ
شَهِدَ	وَسِعَ	خَشِىَ	اِبِلِ
رَحِمَ	سُدُسُ	شُرُرِ	جَعَلَ
قُرِئَ	ثُلُثُ	ثَلَثَ	رُسُلُ
رَزَقَ	وَلَكَ	وَبِكَ	سَلَمَ

md.sekendar alam 01717566655

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাদের হারফের বিবরণ

মাদ অর্থ টানিয়া পড়া।
হারকাতের উচ্চারণ টানিয়া পড়াকে মাদ বলে।
মাদের হারফ তিনটি:

* যবরের বাম পাশে খালি আলিফ (ا) মাদের হারফ।

* পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও (وْ) মাদের হারফ।

* যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া (يْ) মাদের হারফ।

'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

بَا بُوْ بِيْ- تَا تُوْ تِيْ- نُوْحِيْهَا- نُوْ رَا نِيْ

মাদের হারকাতের বিবরণ:

(ٰ) খাড়া যবর (ٰ) খাড়া যের, (ٗ) উল্টা পেশ 'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

بٰ بٖ بٗ - ثٰ ثٖ ثٗ - تٰ تٖ تٗ

মাদ্দে ত্বাঈ'র মাশক্ব:

যবরের বাম পাশে খালি আলিফ (ا) দিয়া ২৭টি মাদ্দে ত্বাঈর মাশ্‌ক্ব:

ُ যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মাদের হারফ 'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

سَا	جَا	خَا	حَا	ثَا	تَا	يَا	نَا	بَا
قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا	طَا	ضَا	صَا	شَا
وَا	زَا	رَا	ذَا	دَا	مَا	هَا	كَا	لَا

পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও (ـُوْ) দিয়া ২৭টি মাদ্দে ত্বাঈর মাশক্ব:

ـُوْ পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও মাদের হারফ 'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

حُوْ	ثُوْ	تُوْ	يُوْ	نُوْ	بُوْ
ضُوْ	صُوْ	شُوْ	سُوْ	جُوْ	خُوْ
قُوْ	فُوْ	غُوْ	عُوْ	ظُوْ	طُوْ
ذُوْ	دُوْ	هُوْ	مُوْ	كُوْ	لُوْ
			وُوْ	زُوْ	رُوْ

যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া (ِۡ) দিয়া ২৭টি মাদ্দে ত্বাঈর মাশক্বঃ

ِۡ যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া মাদের হারফ 'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমনঃ

جِۡ	قِۡ	تِۡ	يِۡ	نِۡ	بِۡ
ضِۡ	صِۡ	شِۡ	سِۡ	جِۡ	خِۡ
قِۡ	فِۡ	غِۡ	عِۡ	ظِۡ	طِۡ
ذِۡ	دِۡ	هِۡ	مِۡ	كِۡ	لِۡ
			وِۡ	زِۡ	رِۡ

ُۡ খাড়া যবর দিয়া ২৭টি মাদ্দে ত্বাঈর মাশক্বঃ

ُۡ খাড়া যবর 'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

خُۡ	حُۡ	ثُۡ	تُۡ	يُۡ	نُۡ	بُۡ
ظُۡ	طُۡ	ضُۡ	صُۡ	شُۡ	سُۡ	جُۡ
مُۡ	كُۡ	لُۡ	قُۡ	فُۡ	غُۡ	عُۡ
	وُۡ	زُۡ	رُۡ	ذُۡ	دُۡ	هُۡ

১। খাড়া যের দিয়া ২৭টি মাদ্দে ত্বাঈর মাশক্বঃ

১। খাড়া যের 'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

سِ	جِ	خِ	حِ	ثِ	تِ	يِ	نِ	بِ
قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ	طِ	ضِ	صِ	شِ
وِ	زِ	رِ	ذِ	دِ	هِ	مِ	كِ	لِ

২। উল্টা পেশ দিয়া ২৭টি মাদ্দে ত্বাঈর মাশক্বঃ

২। উল্টা পেশ 'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

سُ	جُ	خُ	حُ	ثُ	تُ	يُ	نُ	بُ
قُ	فُ	غُ	عُ	ظُ	طُ	ضُ	صُ	شُ
وُ	زُ	رُ	ذُ	دُ	هُ	مُ	كُ	لُ

মাদ্দে বদলঃ

হামযার হারকাতের সঙ্গে মাদ, 'মাদ্দে বদল' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমনঃ

اٰمَنَ	اُوْمِنَ	اِيْمَانًا	أَ إِ اُ	ءَ ءِ ءُ

আলিফে যায়েদাহ্

আলিফে যায়িদাহ্ অর্থ অতিরিক্ত আলিফ; যা লিখায় থাকে পড়ায় আসে না। যেমন: اَنَا ('আনা')।

ব্যতিক্রম নিয়ম:

'আনা' (اَنَا) শব্দে মাদ হয় না; কিন্তু 'আনা' (اَنَا) এর মতো ৪টি শব্দে মাদ হয়; কারণ এগুলো 'আনা' (اَنَا) শব্দ নয়। যথা:

اَنَابَ - اَنَابُوْا - اَنَامِلَ - اَنَاسِيَّ

এই চার (اَنَا) আনা'র আলিফ ছাড়া বাকী সব (اَنَا) আনা'র আলিফ টানিয়া পড়িতে মানা। যেমন: وَلَآ اَنَا عَابِدٌ

'আনা' (اَنَا) অর্থ 'আমি'। এটি সর্বনাম পদ, একবচন, উত্তম পুরুষ (اسم ضمير واحد متكلم)।

এছাড়া কুরআন শরীফে ২৪টি শব্দে আলিফে যায়িদাহ আছে। (কুরআন কারীমে এতে গোল চিহ্ন দেওয়া থাকে)। যথা:

اَفَا۟ئِنْ. مَلَا۟ئِهِ. مَلَا۟ئِهِمْ. لَا۟اَنْتُمْ.

اَنْ يَّعْفُوَا۟. لِشَا۟ئٍ. لَا۟اَذْبَحَنَّهٗ. وَلَا۟اَوْ ضَعُوْا.

لِتَتْلُوَا۟. لِيَبْلُوَا۟. لِيَرْبُوَا۟. لَنْ نَّدْعُوَا۟.

لَا۟اِلَى اللّٰهِ. اَنْ تَبُوْءَا۟. مِنْ نَّبَا۟ءِ. ثَمُوْدَا۟.

لٰكِنَّا۟. سَلٰسِلَا۟. قَوَارِيْرَا۟. الظُّنُوْنَا۟.

(مَنْ تَرَكَ) السَّبِيْلًا۟. الرَّسُوْلًا۟. لَا۟اِلَى الْجَحِيْمِ. نَبْلُوَا۟.

সপ্তম অধ্যায়

লীনের হারফের বিবরণ

লীন অর্থ নরম করিয়া পড়া। লীনের হারফ দুইটি: যবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও (وْ) লীনের হারফ, যবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া (يْ) লীনের হারফ, লীনের হারফ তাহার ডান দিকের হারকাতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন: بَيْ نَيْ-بَوْ نَوْ

লীনের হারফের মাশ্‌ক্:

حَوْ	ثَوْ	تَوْ	يَوْ	نَوْ	بَوْ
ضَوْ	صَوْ	شَوْ	سَوْ	جَوْ	خَوْ
قَوْ	فَوْ	غَوْ	عَوْ	ظَوْ	طَوْ
ذَوْ	دَوْ	هَوْ	مَوْ	كَوْ	لَوْ
	اَوْ	ءَوْ	وَوْ	زَوْ	رَوْ
حَيْ	ثَيْ	تَيْ	يَيْ	نَيْ	بَيْ
ضَيْ	صَيْ	شَيْ	سَيْ	جَيْ	خَيْ
قَيْ	فَيْ	غَيْ	عَيْ	ظَيْ	طَيْ
ذَيْ	دَيْ	هَيْ	مَيْ	كَيْ	لَيْ
	اَيْ	ءَيْ	وَيْ	زَيْ	رَيْ

মাদ্দে লীন

লীনের হারফের বামের হারফে ওয়াক্‌ফ, 'মাদ্দে লীন' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

خَوْفٍ	قُرَيْشٍ	بَيْتٍ	صَوْمٌ
خَيْرَ	مَوْتُ	صَيْفِ	نَوْمُ

অষ্টম অধ্যায়

জযম ও উচ্চারণ

ْ জযম ওয়ালা হারফ, তাহার ডান দিকের হারকাতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়া যায়। যেমন:

لِلْ	حَمْ	اَلْ	اُتْ	اِتْ	اَتْ
اِتْ	اَتْ	مُسْ	وَسْ	بِلْ	فِرْ
لَمْ	اِهْ	بِسْ	رَحْ	نَرْ	اُتْ
بِلْ	وَمْ	طَلْ	عَنْ	قُلْ	مِلْ
مُرْ	تَعْ	نَعْ	هُمْ	عَمْ	اَمْ
يَسْ	مِسْ	تَضْ	نَحْ	ظُلْ	اَشْ
صَلْ	جَمْ	تَضْ	اِهْ	نَسْ	نُوْ

وَارْحَمْنِيْ	اَمْهِلْهُمْ	اِسْتَغْفِرْهُ
فَاصْبِرْ	لَسْتَ	فَاغْفِرْ لِيْ
اَلَمْ يَجْعَلْ	ذِكْرَكَ	اَلْحَمْدُ
اَحَدْ	وَاَلْقَتْ	اَلَمْ نَشْرَحْ

ক্বলক্বলাহ্ শিক্ষা

ক্বলক্বলার অর্থ প্রতিধ্বনি (ধাক্কা দিয়ে পড়া):

ক্বলক্বলার হারফ ৫টি: قُ - طُ - بُ - جُ - دُ

এই পাঁচ হারফে জযম হইলে ক্বলক্বলাহ্ করিয়া পড়িতে হয়।

ক্বলক্বলার মাশক্বঃ

اَقْ	اِقْ	اُقْ	اَطْ	اِطْ	اُطْ
اَبْ	اِبْ	اُبْ	اَجْ	اِجْ	اُجْ
اَدْ	اِدْ	اُدْ	وَ لَقَدْ	جَدْ	قَدْ

বাকী ২৩ হারফে ক্বলক্বলাহ্ হয় না। যেমনঃ

اَتْ	اَسْ	اَشْ	اِشْ	اُشْ	اَرْ	اَكْ	اِكْ
اُكْ	حَتْ	اُزْ	اَضْ	جَمْ	اَمْ	حَمْ	هُمْ

মাশক্বঃ

خَلَقْنَا	اَطْعَمَ	تَجْرِ	قَدْرِ
اُقْسِمُ	قَبْلِكَ	اَجْرًا	قَبْلِ
وَ تَقْوَاهَا	فَارْغَبْ	يَدْعُوْ	اَدْرَاكَ
نُطْفَةٍ	اِقْرَاْ	لَمْ يَلِدْ	مَطْ

নবম অধ্যায়

তাশদীদের বিবরণ

তিন দাঁত ّ ওয়ালা চিহ্নটির নাম 'তাশদীদ'। তাশদীদ ওয়ালা হারফ দুইবার পড়িতে হয়, প্রথমবার তাহার ডানদিকের হারকাতের সঙ্গে (জযমের মত)। যেমন: (اَتْ) দ্বিতীয়বার নিজ হারকাতের সঙ্গে (হারকাতের মত)। যেমন:

(تَ) اَتَّ = تَ + اَتْ

(তাশদীদের ডাইনে হারকাত ছাড়া হারফ পড়া যায় না)

তাশদীদওয়ালা হারফের মাশক্:

اَتَّ	اِتَّ	اَتُّ	اَثَّ	اِثَّ	اَثُّ
فَرَّ	شَرِّ	وَ الصَّ	صَلِّ	بِيُّ	صَلِّ
دُعُّ	اَكَّ	حِيًّا	مِيِّ	حَصُّ	اَلرَّحْ
حَيَّ	اِيَّاكَ	سُوِّ	عَجَّلَ	نُنَزِّلُ	رُالذُّ
سُعِّرَتْ	عُطِّلَتْ	تَجَلَّى	كَذَّبَتْ	غَسَّاقًا	يُصَلُّوْنَ
زُوِّجَتْ	شَفَّ	ةَ الشِّ	كُفًّا	وَكَّ	نِ الرَّ
وَفِّى	تَبَّتْ	عَدَّ	كُنْ لَّ		

ওয়াজিব গুন্নাহ্

হারকাতের বামে নূনে ও মীমে তাশদীদ 'ওয়াজিবগুন্নাহ্', গুন্নাহ্ করিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

اِنَّ	هُنَّ	ثُمَّ	لَمَّا	عَمَّ	جِنَّ	اِنِّيْ	خَنَّا
فَلَمَّا	اِنَّكَ	يَظُنُّ	مُحَمَّدٍ	مُسَمًّى	فَاِنَّ	الْجَنَّةَ	

দশম অধ্যায়

মাদের বিবরণ

মাদ মোট ১০ প্রকার:

এক আলিফ মাদ তিন প্রকার:

১। মাদ্দে ত্বাঈ:

مَا مُوْ مِيْ - تَا تُوْ تِيْ - بَا بُوْ بِيْ - نَا نُوْ نِيْ نُوْحِيْهَا

ۂ ۂ ۂ -

২। মাদ্দে বদল:

ءٰ ءٖ ءٗ - اٰ اٖ اٗ - اٰمَنَ - اُوْمِنَ - اِيْمَانًا

৩। মাদ্দে লীন:

خَوْفٍ - بَيْتِ - قُرَيْشٍ - نَوْمٌ

তিন আলিফ মাদ দুই প্রকার:

১। মাদ্দে আরযী

২। মাদ্দে মুনফাছিল।

মাদের হারফের বামের হারফে ওয়াক্ফ 'মাদ্দে আরযী' তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

رَحِيْمِ o غَفُوْرٌ o مِهَادٌ o سَاهُوْنَ o نَاسِ o جُوْعٍ o

يَعْلَمُوْنَ o تَعْلَمُوْنَ o شَكُوْرٌ o حِسَابٍ o دِيْنِ o كَرِيْمٌ o

মাদের হারফের উপরে চিকন (ـٖ) চিহ্ন বামে হামযাহ্ 'মাদ্দে মুনফাছিল' তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

لَآ اِلٰهَ	قَالُوْٓا اٰمَنَّا	اَلَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ
مَآ اَغْنٰى	بِمَآ اُنْزِلَ	يَدَآ اَبِيْ

চার আলিফ মাদ পাঁচ প্রকার:

১। মাদ্দে লাযিম হারফী মুখাফ্ফাফ ।
২। মাদ্দে লাযিম হারফী মুছাক্কাল।
৩। মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্ফাফ।
৪। মাদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল।
৫। মাদ্দে মুত্তাছিল।

❖ হারফের উপরে মোটা চিহ্ন (ـّـ) বামে তাশদীদ না থাকিলে, 'মাদ্দে লাযিম হারফী মুখাফ্ফাফ' হারফের নাম চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

طٰسٓ	صٓ	يٰسٓ	قٓ	نٓ
	الٓرٰ	كٓهٰيٰعٓصٓ	عٓسٓقٓ	حٰمٓ

❖ হারফের উপরে মোটা (ـّـ) চিহ্ন বামে তাশদীদ থাকিলে, 'মাদ্দে লাযিম হারফী মুছাক্কাল' হারফের নাম চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

الٓمّٓ	طٰسٓمّٓ	الٓرّٰ	الٓمّٓصٓ

* কালিমায় মাদের হারফের উপরে মোটা (ـّـ) চিহ্ন বামে জযম থাকিলে, "মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্ফাফ" চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন: آلْـٰٔنَ (পুরা কুরআন শরীফে মাত্র একটি উদাহরণই দুই জায়গায় (ছূরা ইয়ূনুছ, আয়াত: ৫১ ও ৯১ তে) [মাদ ছাড়া ছূরা ইয়ূছুফ, আয়াত: ৫১ তে] বর্ণিত হইয়াছে।

* কালিমায় মাদের হারফের উপরে মোটা (~) চিহ্ন বামে তাশ্‌দীদ থাকিলে 'মাদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল' চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

وَ لَا الضَّآلِّيْنَ	حَآجُّوْنِيْ	دَآبَّةٍ
حَآجَّكَ	ضَآلًّا	وَ الصَّآفَّتِ

* মাদের হারফের উপরে মোটা (~) চিহ্ন বামে হামযাহ্ থাকিলে 'মাদ্দে মুত্তাছিল' চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

جَآءَ	سُوْٓءٍ	جِيْٓءَ	اُولٰٓئِكَ	شَآءَ	وَالسَّمَآءِ	مَآءَ

মাদ্দে ইওয়াজ (مَدِّ عِوَض)

দুই যবরে ওয়াক্বফ করিলে 'মাদ্দে ইওয়াজ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

تَوَّابًا	اَفْوَاجًا	حِسَابًا	كَرِيْمًا
غَرْقًا	اَبْوَابًا	بَرْدًا	عَمَلًا
مُرْتَفَقًا	مُسَمًّى	بِنَآءً	نِسَآءً

ص - س লিখা পড়ায় তারতম্য

কুর্‌আন শরীফের মধ্যে ৪টি শব্দ যাহা ص দ্বারা লিখা হইয়াছে; কিন্তু উপরে একটি ছোট س লিখা আছে। তা পড়িবার নিয়ম হলো: (১) ছূরা বাকারায় يَبْسُطُ (২) ছূরা আ'রাফে بَصْطَةً এই দুই জায়গায় س পড়া আওলা (উত্তম)। (৩) ছূরা তূরে اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ এই শব্দে ص ও س উভয়ই পড়িবার এখতিয়ার আছে। (৪) ছূরা গশিয়ায় بِمُصَيْطِرٍ এই শব্দে ص পড়া আওলা (উত্তম)।

একাদশ অধ্যায়

নূন ছাকিন ও তানভীনের পরিচয়

(نْ) নূন ছাকিন জযম ওয়ালা নূনকে বলে। তানভীন, দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে বলে। যেমন: ءً ءٍ ءٌ (তানভীনের ভিতরে নূন ছাকিন লুকায়িত আছে)। যেমন:

ءً = ءَنْ, ءٍ = ءِنْ, ءٌ = ءُنْ

❖ নূন ছাকিন ও তানভীনের উচ্চারণের মাশ্‌ক্বঃ

بَنْ	بًا	بِنْ	بٍ	بُنْ	بٌ
تَنْ	تًا	تِنْ	تٍ	تُنْ	تٌ
جَنْ	جًا	جِنْ	جٍ	جُنْ	جٌ
حَنْ	حًا	حِنْ	حٍ	حُنْ	حٌ
مَنْ	مًا	مِنْ	مٍ	مُنْ	مٌ
عَنْ	عًا	عِنْ	عٍ	عُنْ	عٌ
فَنْ	فًا	فِنْ	فٍ	فُنْ	فٌ

নূন ছাকিন ও তানভীনের আহকাম

নূন ছাকিন এবং তানভীন ৪ প্রকারে পড়া যায়:
১। ইক্বলাব, ২। ইদ্গাম, ৩। ইযহার, ৪। ইখফা।

ইক্বলাবের হারফ একটি: ب

ইদ্গামের হারফ ৬টি: ي ر م ل و ن (يَرْمَلُوْنَ)

ইদ্গাম দুই প্রকার:
১। ইদ্গামে বাগুন্নাহ্, ২। ইদ্গামে বেলা গুন্নাহ্।

❖ ইদ্গামে বাগুন্নাহ্র হারফ ৪টি: ي م و ن (يَمُوْنَ)

❖ ইদ্গামে বেলা গুন্নাহ্র হারফ ২টি: ر ل - - - - -

❖ ইযহারের হারফ ৬টি: - - - - ء ه ع ح غ خ

❖ ইখফার হারফ ১৫টি:

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

* ইক্বলাব অর্থ পরিবর্তন করা।

নূন ছাকিন অথবা তানভীনের বামে ইক্বলাবের হারফ ب থাকিলে 'ইক্বলাব গুন্নাহ্' নুন ছাকিন এবং তানভীনকে মীম দ্বারা পরিবর্তন করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন:

سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ	مِنْۢ بَعْدِ	خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا
لَيُنْۢبَذَنَّ	حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ	اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ
يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ	فَاَنْۢبَتْنَا	مَكَانٍۢ بَعِيْدٍ

* ইদ্‌গাম অর্থ মিলাইয়া পড়া।

ইদ্‌গামে বাগুন্নাহ্: নূন ছাকিন অথবা তানভীনের বামে ইদ্‌গামে বাগুন্নাহর ৪ হারফের যে কোন হারফ থাকিলে, 'ইদ্‌গামে বাগুন্নাহ্' বাগুন্নাহর হারফে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহর সহিত মিলাইয়া পড়িতে হয়। যেমন:

مَنْ يَّشَآءُ	لَهَبٍ وَّ تَبَّ
مِنْ وَّالٍ	خَيْرًا يَّرَهٗ
حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ	مَقَامًا مَّحْمُوْدًا
مَنْ يَّفْجُرُكَ	مَنْ يَّقُوْلُ

ইদ্‌গামে বেলা গুন্নাহ্:

নূন ছাকিন অথবা তানভীনের বামে ইদ্‌গামে বেলা গুন্নাহর দুই হারফের যে কোন হারফ থাকিলে 'ইদ্‌গামে বেলা গুন্নাহ্' বেলা গুন্নাহর হারফে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহ্ ছাড়া মিলাইয়া পড়িতে হয়। যেমন:

مِنْ رَّبِّكَ	هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
وَيْلٌ لِّكُلِّ	وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ

ইযহারে মুত্বলাক:

একই শব্দের ভিতরে নূন ছাকিনের বামে ইদ্‌গামে বাগুন্নাহর হারফ থাকিলে, 'ইযহারে মুত্বলাক' ইদ্‌গাম হবে না (গুন্নাহ্ হবে না)। যেমন:

صِنْوَانٌ	قِنْوَانٌ	بُنْيَانٌ	دُنْيَا

ইযহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া পড়া।

নূন ছাকিন অথবা তানভীনের বামে ইযহারের ৬ হারফের যে কোন হারফ থাকিলে 'নূন ছাকিনের ইযহার' গুন্নাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

اَنْعَمْتَ	مِنْ غَيْرِ
وَ انْحَرْ	مِنْ خَوْفٍ
حَاسِدٍ اِذَا	عَنْهُ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ	وَ مَنْ اَعْرَضَ

❖ ইখ্ফা অর্থ লুকাইয়া পড়া।

নূন ছাকিন অথবা তানভীনের বামে ইখফার ১৫ হারফের যে কোন হারফ থাকিলে 'নূন ছাকিনের ইখফা' নাকের ভিতরে লুকাইয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন:

اِنْ كُنْتُمْ	مِنْ جُوْعٍ	نَارًا ذَاتَ
شَيْءٍ قَدِيْرٍ	كُتُبٌ قَيِّمَةٌ	اَنْتَ اَنْتِ
ظُلْمًا كَثِيْرًا	مُنْفَكِّيْنَ	عَنْ صَلَاتِهِمْ
مَنْ ضَلَّ	عَنْ طَبَقٍ	مِنْ شَرِّ
مِنْ سِجِّيْلٍ	اُنْزِلَ اُنْثٰى	عِنْدِكَ

দ্বাদশ অধ্যায়

(مْ) মীম ছাকিনের বিবরণ

মীম ছাকিন (مْ) জযমওয়ালা মীমকে বলে।

মীম ছাকিন তিন প্রকারে পড়া যায়:
(১) ইখফা, (২) ইদ্‌গাম, (৩) ইযহার।

❖ ইখফার হারফ একটি ... .. . ب

❖ ইদ্‌গামের হারফ একটি ... .. . م

বাকী ২৬টি ইযহারের হারফ,

দুইটিতে ইযহারে খাছ ... .. . و ف

* মীম ছাকিনের বামে বা (ب) থাকিলে 'মীম ছাকিনের ইখফা' মীম ছাকিনকে গুন্নাহ্ করিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

رَبُّهُمْ بِهِمْ	تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ	وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ

* মীম ছাকিনের বামে মীম (م) থাকিলে 'মীম ছাকিনের ইদ্‌গাম' দ্বিতীয় মীমে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহর সহিত মিলাইয়া পড়িতে হয়। যেমন:

اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ o وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ o

* মীম ছাকিনের বামে ب - م না থাকিলে, 'মীম ছাকিনের ইযহার' মীম ছাকিনকে গুন্নাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। যেমন:

اَلْحَمْدُ	اَلَمْ تَرَ	عَلَيْهِمْ وَ لَا	هُمْ فِيهَا

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আল্লাহ্ (اَللّٰهُ) শব্দের লাম পড়ার নিয়ম

আল্লাহ্ (اَللّٰهُ) শব্দের লামকে দুই প্রকারে পড়িতে হয়। পোর ও বারিক (মোটা ও পাতলা)। আল্লাহ্ (اَللّٰهُ) শব্দের লামকে দুই অবস্থায় পোর (মোটা) করিয়া পড়িতে হয়। (১) (ক) আল্লাহ্ (اَللّٰهُ) শব্দের তাশদীদের ডাইনে যবর, অথবা (খ) পেশ থাকিলে (اَللّٰهُ) শব্দের লামকে পোর (মোটা) করিয়া পড়িতে হয়। যেমনঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ - يَغْفِرُ اللّٰهُ - رَسُوْلُ اللّٰهِ

(২) আল্লাহ্ (اَللّٰهُ) শব্দের লামকে এক অবস্থায় বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়। আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দের তাশদীদের ডাইনে যের, আল্লাহ্ শব্দের লাম বারিক (পাতলা)। যেমনঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ	بِسْمِ اللّٰهِ	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	بَلِ اللّٰهِ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দের লাম ছাড়া যত লাম আছে সব লাম বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়। যেমনঃ

صَلّٰى	اَلَّ	جَلَّ	بَلَّا	اِلَّا	سَلَّمَ
كَلَّا	وَلَّ	طَلَّ	حَلَّ	بَلَّ	فَلَّ

চতুর্দশ অধ্যায়

র (ر) হারফ পড়িবার বিবরণ

❖ র (ر) পড়িবার দুই হালত: পোর ও বারিক (মোটা ও পাতলা)।

❖ ৮ অবস্থায় র (ر) কে পোর করিয়া পড়িতে হয়।

১। (ر) র'য়ে যবর, র (ر) পোর। যেমন: رَزَقَ - رَحِيْمٌ

২। (ر) র'য়ে পেশ, র (ر) পোর। যেমন: رُسُلُ - رُبَمَا

৩। ر (র) ছাকিন তার ডাইনে যবর, র (ر) পোর। যেমন: اَرْسَلَ - يَرْحَمُ

৪। ر (র) ছাকিন তার ডাইনে পেশ, ر পোর। যেমন: - اُرْسِلَ تُرْحَمُوْنَ

৫। ر রয়ে মাওকুফাহ্ ছাকিন, তার ডাইনে ي ব্যতীত যে কোন হারফ ছাকিন এবং তার ডাইনে যবর, ر পোর। যেমন: فَجْرٍ ○ شَهْرٍ ○

৬। ر রয়ে মাওকুফাহ্ ছাকিন, তার ডাইনে ي ব্যতীত যে কোন হারফ ছাকিন এবং তার ডাইনে পেশ, ر পোর। যেমন: - خُسْرٍ قُبُوْرٍ কিন্তু يَسْرِ শব্দটি (কায়দার বহির্ভূত) বারিক পড়িতে হয়।

৭। ر (র) ছাকিন তার বামে হুরুফে মুস্তালিয়াহ্, ر পোর। যেমন: فِرْقَةٌ - قِرْطَاسٌ - مِرْصَادٍ

হুরূফে মুস্তালিয়াহ্ ৭টি: ق خ غ ظ ط ض ص হুরূফের সমষ্টি হচ্ছে- خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

৮। ر ছাকিন তার ডাইনে অস্থায়ী যের, ر পোর। যেমন:

اِنِ ارْتَبْتُمْ - اَمِ ارْتَابُوْا - مَنِ ارْتَضٰى

চার অবস্থায় র (ر) কে বারিক করিয়া পড়িতে হয়।

১। ر রয়ে যের, ر বারিক। যেমন: رِحْلَةَ - رِجَالٌ o

২। ر (র) ছাকিন তার ডাইনে আছলী যের, বামে হুরূফে মুস্তালিয়াহ্ নাই, ر (র) বারিক, যেমন: فِرْعَوْنَ - مِرْفَقًا

৩। ر রয়ে মাওকুফাহ্ ছাকিন, তার ডাইনে ছাকিন এবং তার ডাইনে যের ر বারিক। যেমন: ذِكْرٌ - حِجْرٍ

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

(ক) مِصْرٌ শব্দের ر টি কায়দার উল্টা পোর করিয়া পড়িতে হয়।

(খ) রয়ে (ر) মুশাদ্দাদ তাশদীদ ওয়ালা (رّ) রকে বলে। রয়ে (ر) মুশাদ্দাদে যে হারকাত থাকিবে, তাহার হুকুম হইবে। অর্থাৎ যবর অথবা পেশ থাকিলে পোর হইবে। যের থাকিলে বারিক হইবে। যেমন: اَلرَّ - فَرَّ - شَرٍّ

৪। ر রয়ে মাওকুফাহ্ ছাকিন, তার ডাইনে ي ছাকিন ر বারিক। যেমন: بَصِيْرٌ - خَبِيْرٌ o

পঞ্চদশ অধ্যায়:

ইমালাহ

যবর (আ কার) ও যের (ই কার) এর মধ্যবর্তী (এ কার এর মতো) পড়াকে 'ইমালাহ' বলে। যেমন:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَ مُرْسٰهَا

অর্থাৎ مَجْرٖهَا কে 'মাজরে হা' পড়া; যা মূলত ইমালাহ এর পূর্বে مَجْرٰهَا 'মাজরা হা' ছিলো। যবর থেকে যের এর দিকে ইমালাহ হইয়াছে।

এছাড়া কুর্‌আন শরীফে আর কোনো ইমালাহ নাই।

ছাক্তাহ্

কুর্আন শরীফ তিলওয়াত করার সময় উচ্চারিত আওয়াজ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখিয়া শ্বাস জারী রাখিয়া পুনরায় ঐ শ্বাসের মাধ্যমে পরবর্তী শব্দ বা আয়াত পাঠ করাকে ছাক্তাহ্ বলে। ছাক্তাহ্ কুর্আন শরীফের ৪ জায়গায় পাওয়া যায়।

১। ছূরায়ে কাহ্ফের ১ নং আয়াতঃ عِوَجًا ۜ قَيِّمًا এখানে جًا ۜ এর আলিফের মধ্যে।

২। ছূরায়ে ইয়া ছীনের ৫২ নং আয়াত مَرْقَدِنَا ۜ هٰذَا এখানে نَا ۜ এর আলিফের মধ্যে।

৩। ছূরায়ে ক্বিয়ামাহ'র ২৭ নং আয়াতঃ وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ এখানে مَنْ ۜ নূন এর মধ্যে।

৪। ছূরায়ে মুত্বফ্ফিফীনের ১৪ নং আয়াতঃ كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ এখানে بَلْ ۜ এর লামের মধ্যে।

নূনে কুত্বনী এর বর্ণনা

তানভীনের বামে তাশদীদ অথবা জযম হইলে, তানভীনের ভিতর লুকায়িত নূনকে স্পষ্ট করিয়া যের দিয়া মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইহাকে 'নূনে কুত্বনী' বলে। যেমনঃ - اَحَدٌ ۢ اللّٰهُ الصَّمَدُ

لُمَزَةٍ ۢ الَّذِىْ - نُوْحٌ ۢ ابْنَهٗ - خَيْرًا ۢ الْوَصِيَّةُ

ইশমাম

তিলাওয়াতের সময় উভয় ঠোটকে পেশের উচ্চারণের মতো গোল করাকে 'ইশমাম' বলা হয়। কুর্আন শরীফে শুধুমাত্র এক জায়গায় ইশমাম করা ছুন্নাত। যথাঃ (لَا تَأْمَنَّا শব্দে)।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ.

(ছূরা-১২ [৫৩] ইয়ূছুফ, রুকূঃ ২, আয়াতঃ ১১, পারাঃ ১২, রুকূঃ ১২, পৃষ্ঠঃ ২৩৭/১৫)।

এর বর্ণনা (ادغام صغير) ইদগামে ছগীর

জযমওয়ালা হারফকে, হারকাতওয়ালা হারফের সাথে মিলাইয়া তাশদীদ দিয়া পড়াকে ইদগামে ছগীর বলে। ইদগামে ছগীর ৩ প্রকার। যথা: (১) ইদগামে মিছলাঈন, (২) ইদগামে মুতাজানিছাঈন, (৩) ইদগামে মুতাকারিবাঈন।

ইদগামে মিছলাঈন (ادغام مثلين):

একই নামের দুটি হারফ এক জায়গায় এমন অবস্থায় যদি একত্রিত হয় যে, প্রথমটিতে জযম দ্বিতীয়টিতে হারকাত। তখন প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির সঙ্গে তাশদীদ দিয়া মিলাইয়া পড়াকে 'ইদগামে মিছলাঈন' বলে। যেমন: قَدْ دَّخَلُوْا اِضْرِبْ بِّعَصَاكَ عَصَوْا وَّكَانُوْا اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ

ইদগামে মুতাজানিছাঈন (ادغام متجانسين):

একই মাখরাজের দুটি হারফ এক জায়গায় এমন অবস্থায় যদি একত্রিত হয় যে, প্রথমটিতে জযম দ্বিতীয়টিতে হারকাত। তখন প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির সঙ্গে তাশদীদ দিয়া মিলাইয়া পড়াকে 'ইদগামে মুতাজানিছাঈন' বলে। যেমন: - مَا عَبَدْتُّمْ كِدْتَّ تَرْكَنُ - وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ - يَلْهَثْ ذّٰلِكَ

ইদগামে মুতাকারিবাঈন (ادغام متقاربين):

নিকটতম দুটি মাখরাজের (করীবুল মাখরাজ) দুটি হারফ এক জায়গায় এমন অবস্থায় যদি একত্রিত হয় যে, প্রথমটিতে জযম দ্বিতীয়টিতে হারকাত। তখন প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির সঙ্গে তাশদীদ দিয়া মিলাইয়া পড়াকে ইদগামে মুতাকারীবাঈন বলে। যেমন: وَ قُلْ رَّبِّ - نَخْلُقْ كُّمْ - بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ

ষোড়শ অধ্যায়

ওয়াক্বফের বিবরণ

❖ এক যবর, এক যের, এক পেশ; দুই যের, দুই পেশ; খাড়া যের, উল্টা পেশে; ওয়াক্‌ফ করলে ছাকিন করে পড়তে হয়। رَسُوْلَ۝ نَاسِ۝ رَحِيْمُ۝ لَهَبْ۝ اَحَدٌ۝ بِهٖ۝ رَسُوْلُهٗ۝

❖ খাড়া যবরে ওয়াক্‌ফ হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন: حَقّٰى۝ وَ الضُّحٰى۝ سَجٰى۝

❖ গোল (ة) তায়ে ওয়াক্বফ করলে (ه) হায়ে ছাকিন পড়তে হয়। যেমন: حُطَمَةِ۝ لُمَزَةِ۝

ওয়াক্বফের চিহ্নসমূহ

ن- م- ط- ج- ص-وقفة-قف- ق-ك- صل-صلے

ইত্যাদি চিহ্নসমুহে ওয়াক্বফ করা যায়। এছাড়াও وقف لازم (ওয়াক্বফ লাযিম) وقف منزل (ওয়াক্বফে মাঞ্জিল) وقف غفران (ওয়াক্বফে গুফরান) وقف جبرائيل (ওয়াক্বফে জিব্রাঈল) وقف النبى (ওয়াক্বফুন নাবী), এসব চিহ্নতেও ওয়াক্বফ করতে হয়। তবে যে জায়গায় শুধু م ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে ওয়াক্বফ করা জরুরী। আর যে সমস্ত জায়গায় শুধু لا ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে ওয়াক্বফ করা ঠিক নয়।

ওয়াক্বফের ছূরতসমূহ

ওয়াক্বফের ছূরত ৩টি: (১) রওম, (২) ইশমাম, (৩) ইছকান।

১. ইছকান (اِسْكَانٌ) হলো: ওয়াক্বফের সময় শেষ হারফ ছাকিন করে পড়া। (মাদের হারফের পরে হলে মাদ্দে আরিযী হবে)।

২. রওম (رَوْمٌ) হলো: ওয়াক্বফের সময় শেষ হারফ সামান্য (একতৃতীয়াংশ) উচ্চারণ করে পড়া। এটি যের ও পেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (মাদের হারফের পরে হলেও মাদ্দে আরিযী হবে না)।

৩. ইশমাম (اِشْمَامٌ) হলো: ওয়াক্বফের সময় শেষ হারফ পেশ থাকিলে তা উচ্চারণ না করে ঠোঁট পেশের উচ্চারণের মতো করা। এটি শুধু পেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (মাদের হারফের পরে হলেও মাদ্দে আরিযী হবে না)।

সপ্তদশ অধ্যায়

লাহ্ন (لَحْنٌ)

লাহ্ন অর্থ ভুল পড়া। পরিভাষায় তাজভীদের বিপরীত পড়াকে লাহ্ন বা অশুদ্ধ পাঠ বলে। লাহ্ন ২ প্রকার: (ক) লাহ্নে জলী (لحن جلى) স্পষ্ট ভুল বা বড় ভুল, যাহাতে অর্থ বিপরীত হইয়া যায়। (খ) লাহ্নে খফী (لحن خفى) গোপন ভুল- অস্পষ্ট ভুল বা ছোট ভুল, যাহাতে অর্থ বিপরীত হয় না; কিন্তু সৌন্দর্যহানী ঘটে।

লাহনে জলী ছয় ভাবে হতে পারে। যথা:

১. হারকাতের জায়গায় মাদ পড়া। যেমন: اَلَمْ تَرَ স্থলে اَلَمْ تَرَا পড়া।

২. মাদের জায়গায় হারকাত পড়া। যেমন: تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ স্থলে تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ পড়া।

৩. এক হারফের জায়গায় অন্য হারফ পড়া। যেমন: اَلْحَمْدُ স্থলে اَلْهَمْدُ পড়া।

৪. এক হারকাতের জায়গায় অন্য হারকাত পড়া। যেমন: اَنْعَمْتَ স্থলে اَنْعَمْتُ পড়া।

৫. জযম এর স্থলে হারকাত পড়া। যেমন: خَلَقْنَا স্থলে خَلَقَنَا পড়া।

৬. হারকাতের স্থলে জযম পড়া। যেমন: وَ لِىَ دِيْنِ স্থলে وَ لِىْ دِيْنِ পড়া।

কুর্আন শরীফে লাহ্নে জলী পড়া হারাম। নামাযে লাহ্নে জলী পড়িলে (৩ আয়াতের পরে হলেও) নামায ফাসিদ হইয়া যাইবে। লাহ্নে খফী অর্থ এমন ভুল যাহাতে অর্থেও পরিবর্তন হয় না; পড়ার সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। যেমন: পোর (মোটা) এর জায়গায় বারিক (পাতলা) পড়া; গুন্নাহ এর জায়গায় গুন্নাহ না করা; ইখফা এর জায়গায় ইযহার পড়া ইত্যাদি।

ছিজদায়ে তিলাওয়াত

আমাদের হানাফী ফিকাহ অনুযায়ী কুর্‌আন শরীফে ১৪টি এমন আয়াত রয়েছে, যা তিলাওয়াত করলে বা শুনলে ছিজদা করা ওয়াজিব হয়। একে আয়াতে ছিজদাহ বা ছিজদাহ এর আয়াত বলে। উক্ত ১৪টি আয়াত নিম্নরূপ:

ক্রম	পারা	ছূরা	রুকূ	আয়াত
১.	৯	আ'রাফ-৭	২৪	২০৬
২.	১৩	রা'আদ-১৩	২	১৫
৩.	১৪	নাহ্‌ল-১৬	৬	(৪৯) ৫০
৪.	১৫	বনী ইছরাঈল (ইছরা)-১৭	১২	১০৯
৫.	১৬	মারিয়াম-১৯	৪	৫৮
৬.	১৭	হাজ্জ-২২	২	১৮
৭.	১৯	ফুরকান-২৫	৫	৬০
৮.	১৯	নামল-২৭	২	২৫
৯.	২১	ছাজদাহ-৩২	২	১৫
১০.	২৩	ছোয়াদ-৩৮	২	২৪
১১.	২৪	হা মীম ছাজদাহ-৪১	৫	৩৭
১২.	২৭	নাজম-৫৩	৩	৬২
১৩.	৩০	ইনশিক্বাক-৮৪	১	২১
১৪.	৩০	আলাক্ব-৯৬	১	১৯

তিলাওয়াতে ছিজদাহ আদায় করার নিয়ম:

ছিজদার আয়াত পড়ার শোনার পর পবিত্রতার সহিত দাড়িয়ে 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার) বলে সোজা ছিজদায় চলে যাবে এবং ছিজদায় তিনবার তাছবীহ (ছুবহানা রব্বিয়াল আ'লা) পাঠ করে 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার) বলে সোজা দাড়িয়ে যাবে। এতে একটি ছিদাহ আদায় হবে।

নামাযের নিষিদ্ধ সময়ে ছিজদায়ে তিলাওয়াতসহ সকল প্রকার ছিজদাহ নিষিদ্ধ।

আউযু বিল্লাহ্ ও বিছমিল্লাহ্ পড়ার নিয়ম

কুর্‌আন শরীফ তিলাওয়াতের শুরুতে আউযু বিল্লাহ্ পড়া ওয়াজিব। ছূরার শুরু থেকে তিলাওয়াত করলে বিছমিল্লাহ্ পড়া ছুন্নাত। ছূরার মধ্যখান থেকে তিলাওয়াত শুরু করলে আউযু বিল্লাহ্ পড়া ওয়াজিব, সাথে বিছমিল্লাহ্ পড়া আওলা (উত্তম)।

আউযু বিল্লাহ্ ও বিছমিল্লাহ্ এবং ছূরা পড়ার ৪টি নিয়মঃ

১. ওয়াছলে কুলঃ
আউযু বিল্লাহ্, বিছমিল্লাহ্ ও ছূরা সবগুলো ওয়াক্বফ না করে একত্রে মিলিয়ে পড়া।

২. ফছলে কুলঃ
আউযু বিল্লাহ্, বিছমিল্লাহ্ ও ছূরা প্রত্যেকটিতে ওয়াক্বফ করে পৃথক পৃথক পড়া।

৩. ওয়াছলে আউওয়াল ফছলে ছানীঃ
আউযু বিল্লাহ্‌কে বিছমিল্লাহ্ এর সহিত মিলিয়ে, ওয়াক্বফ করতঃ ছূরা আলাদা করে পড়া।

৪. ফছলে আউওয়াল ওয়াছলে ছানীঃ
আউযু বিল্লাহ্ পৃথক পড়ে বিছমিল্লাহ্ কে ছূরার সহিত মিলিয়ে পড়া।

উপরোক্ত ৪টি ছূরতই জায়েয বা অনুমোদিত।

* এক ছূরা শেষ করে দ্বিতীয় ছূরা শুরু করতেও (পূর্ব ছূরা, বিছমিল্লাহ্ ও পরের ছূরা পড়ার) উপরোক্ত ৪টি ছূরত আছে। এর মধ্যে ৩য় ছূরতটি নিষিদ্ধ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

হিজা ও ইজরা (اَلْهِجَاءُ وَالْاِجْرَاءُ)

ইজরায়ে কাওয়ায়েদ-১

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ০

			১২	১১	১০		৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১		

কায়েদাসমূহের বর্ণনা:

(১) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়

(২) পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও মাদের হারফ, 'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় ।

(৩) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

(৪) (ক) তাশদীদ ওয়ালা হারফ, দুইবার পড়া যায়, প্রথমবার তাহার ডান দিকের হারকাতের সঙ্গে, (খ) খাড়া যবর, 'মাদ্দে ত্বাঈ' একআলিফ টানিয়া পড়িতে হয়, (গ) তাশদীদের ডাইনে হারকাত ছাড়া হারফ পড়া যায় না। (ঘ) আল্লাহ শব্দের তাশদীদের ডাইনে যের আল্লাহ শব্দের লাম বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়।

(৫) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

(৬) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

(৭) তাশদীদ ওয়ালা হারফ দুইবার পড়া যায় প্রথমবার তাহার ডান দিকের হারকাতের সঙ্গে।

(৮) যবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া লীনের হারফ তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়।

(৯) যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মাদের হারফ, 'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(১০) (ক) তাশদীদ ওয়ালা হারফ দুইবার পড়া যায়, প্রথমবার তাহার ডান দিকের হারকাতের সঙ্গে। (খ) দ্বিতীয়বার নিজ হারকাতের সঙ্গে। (গ) তাশদীদের ডাইনে হারকাত ছাড়া হারফ পড়া যায় না।

(১১) যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া মাদের হারফ।

(১২) (ক) মাদের হারফের বামের হারফে ওয়াক্বফ, 'মাদ্দে আরিযী' তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। (খ) এক যেরে ওয়াক্বফ ছাকিন করিয়া পড়িতে হয়।

ইজরায়ে কাওয়ায়েদ-২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০

			৭	৬		৫		৪	৩			২		১			

কায়দাসমূহের বর্ণনা:

(১) জযম ওয়ালা হারফ তাহার ডান দিকের হারকাতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়া যায়।

(২) (ক) আল্লাহ শব্দের তাশদীদের ডাইনে যের আল্লাহ শব্দের লাম বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়।

(খ) তাশদীদের ডাইনে হারকাত ছাড়া হারফ পড়া যায় না।

(গ) তাশদীদওয়ালা হারফ দুইবার পড়িতে হয়। প্রথমবার তাহার ডানদিকের হারকাতের সঙ্গে।

(৩) জযম ওয়ালা হারফ তাহার ডান দিকের হারকাতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়িতে হয়।

(৪) খাড়া যবর, 'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(৫) তাশদীদওয়ালা হারফ দুইবার পড়া যায়। প্রথমবার তাহার ডান দিকের হারকাতের সঙ্গে, দ্বিতীয়বার নিজ হারকাতের সঙ্গে ।

(৬) যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া মাদের হারফ।

(৭) (ক) মাদের হারফের বামের হারফে ওয়াক্বফ, 'মাদ্দে আরিযী' তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(খ) এক যেরে ওয়াক্বফ ছাকিন করিয়া পড়িতে হয়।

ইজরায়ে কাওয়ায়েদ-৩

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ○ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ○

৭		৬	৫	৪	৩	২	১	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ○

				১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১				

প্রথম আয়াত:

(১) হারকাতের বামে নূনে তাশদীদ ওয়াজিব গুন্নাহ্, গুন্নাহ্ করিয়া পড়িতে হয়।

(২) মাদের হারফের উপরে চিকন চিহ্ন বামে হামযাহ্, 'মাদ্দে মুনফাছিল' তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(৩) জযম ওয়ালা হারফ তাহার ডান দিকের হারকাতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়।

(৪) যবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া লীনের হারফ, তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়।

(৫) খাড়া যবর, 'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(৬) (ক) জযমের ডাইনে হারকাত ছাড়া হারফ পড়া যায় না। (খ) জযমওয়ালা হারফ তাহার ডানদিকের হারকাতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়িতে হয়।

(৭) যবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও লীনের হারফ তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়।

(৮) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

(৯) র'য়ে মাওকুফা ছাকিন ডাইনে যবর (ر) র পুর বা মোটা করিয়া পড়িতে হয়।

দ্বিতীয় আয়াতঃ

(১) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

(২) তাশদীদ ওয়ালা হারফ দুইবার পড়া যায়। প্রথমবার তাহার ডান দিকের হারকাতের সঙ্গে, দ্বিতীয়বার নিজ হারকাতের সঙ্গে।

(৩) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয় ।

(৪) তাশদীদ ওয়ালা হারফ দুইবার পড়া যায় প্রথমবার তাহার ডান দিকের হারকাতের সঙ্গে দ্বিতীয়বার নিজ হারকাতের সঙ্গে।

(৫) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

(৬) নূন ছাকিনের বামে হা নূন ছাকিনের ইযহার, গুন্নাহ্ হবে না।

(৭) র (ر) ছাকিন ডাইনে যবর র (ر) পোর (মোটা) করিয়া পড়িতে হয়।

তৃতীয় আয়াতঃ

(১) হারকাতের বামে নূনে (ّ) তাশদীদ, "ওয়াজিব গুন্নাহ্" গুন্নাহ্ করিয়া পড়িতে হয়।

(২) যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মাদের হারফ, 'মাদ্দে ত্বাঈ' এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(৩) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

(৪) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

(৫) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

(৬) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়

(৭) (ক) জযম ওয়ালা হারফ তাহার ডান দিকের হারকাতের সংগে একত্রে একবার (তাড়াতাড়ি) পড়িতে হয়। (খ) জযমের ডাইনে হারকাত ছাড়া হারফ পড়া যায় না।

(৮) বায়ে জযম ক্বলক্বলাহ বা ধাক্কা দিয়া পড়িতে হয়।

(৯) হারকাতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়।

(১০) রয়ে (ر) মাওকুফা ছাকিন ডাইনে যবর 'র' পোর (মোটা) করিয়া পড়িতে হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়

কালেমাসমূহ

প্রথম: কালেমায়ে ত্বয়্যিবাহ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِo

কালেমায়ে ত্বয়্যিবাহ'র অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া ছাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার (মহান) রছূল।

দ্বিতীয়: কালেমায়ে শাহাদাহ্

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗo

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া ছাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রছূল।

তৃতীয়: ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِا للّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَ صِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖo

অর্থ: সর্বমহান সুন্দর নাম ও গুণ বিশিষ্ট আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনিলাম এবং তাঁহার আদেশাবলী ও নিষেধসমূহ মানিয়া লইলাম।

চতুর্থ: ঈমানে মুফাছ্ছল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ○

অর্থ: প্রথমতঃ আমি ঈমান আনিলাম আল্লাহ তা'আলার উপর।
দ্বিতীয়তঃ ঈমান আনিলাম তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণের উপর।
তৃতীয়তঃ ঈমান আনিলাম তাঁহার কিতাবসমূহের উপর।
চতুর্থতঃ ঈমান আনিলাম তাঁহার রছূলগণের উপর।
পঞ্চমতঃ ঈমান আনিলাম আখিরাতের উপর।
ষষ্ঠতঃ ঈমান আনিলাম তাক্বদীরের উপর।
সপ্তমতঃ ঈমান আনিলাম মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর।

পঞ্চম: কালেমায়ে তাওহীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ
الْحَمْدُ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ○

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই, তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নাই; রাজ্য ক্ষমতা তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন, তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন; সকল কল্যাণ তাঁরই হাতে। তিনি সকল বিষয়ে শক্তিমান। (যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত কালিমা বাজারে যাইয়া একবার পাঠ করে, তাঁহার আমলনামায় ১০ লক্ষ নেকী লেখা হয়)।

ষষ্ঠ: কালিমায়ে তামজীদ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ○

অর্থ: আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই। আল্লাহ সর্বমহান।

বিংশ অধ্যায়

আযান ও ইক্বামাত

আযান	বাক্য সমূহ	ইক্বামাত
২ বার, দুই শ্বাসে	اَللّٰهُ اَكْبَرُ o اَللّٰهُ اَكْبَرُ o	২ বার,এক শ্বাসে
২ বার, দুই শ্বাসে	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ o	২ বার, এক শ্বাসে
২ বার, দুই শ্বাসে	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	২ বার, এক শ্বাসে
২ বার, দুই শ্বাসে	حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ o	২ বার, এক শ্বাসে
২ বার, দুই শ্বাসে	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ o	২ বার, এক শ্বাসে
২ বার, দুই শ্বাসে	اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ o (শুধুমাত্র ফজরের আযানে)	ইক্বামাতে নাই
আযানে নাই	قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ o (শুধুমাত্র ইক্বামাতে)	২ বার, এক শ্বাসে
২ টি, দুই শ্বাসে	اَللّٰهُ اَكْبَرُ o اَللّٰهُ اَكْبَرُ o لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ o	২ টি, এক শ্বাসে

আযানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِo وَ الصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِo اٰتِ مُحَمَّدَاِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَo وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَاِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗo اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَo

আযান ও ইক্বামাতের জাওয়াব

আযান ও ইক্বামাতে মুয়াজ্জিন যাহা বলিবেন শ্রোতা আস্তে আস্তে তাহাই বলিবে।

* শুধু حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর উত্তরে لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِا للّٰهِ বলিবে।

* আর الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ এর উত্তরে صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ বলিবে।

* ইক্বামাতে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ এর উত্তরে বলিবে: اَقَا مَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا।

একবিংশ অধ্যায়

নামাযের দু'আ কালাম

তাকবীরে তাহ্‌রীমাহ্:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ o

ছানা (ثَنَآءٌ):

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ o

তাআওউয (আউযু বিল্লাহ্):

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ o

তাছমিয়াহ্ (বিছমিল্লাহ্):

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ o

রুকুর তাছ্বীহ্: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ o

রুকু হইতে উঠিবার সময় পড়িতে হয় (তাছমী ও তাহ্মীদ): سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ o رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ o

ছিজদার তাছ্বীহ্: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى o

তাশাহ্হুদ (تَشَهُّدْ)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ o اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ o اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ o

দুরূদ শরীফ (دُرُوْدْ شَرِيْفْ):

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ o اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ o اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ o اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ o

দু'আয়ে মাছূরাহ্ (دُعَآءِ مَاثُوْرَةٌ):

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَ ارْحَمْنِیْٓ. اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُo

দু'আয়ে কুনূত (دُعَآءِ قُنُوْتٌ):

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِیْ عَلَيْكَ الْخَيْرَo وَ نَشْكُرُكَ وَ لَا نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَo اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّیْ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰی وَ نَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰی عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌo

ছালাম: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِo

মুনাজাত (مُنَاجَاتُ):

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَ لِاُسْتَاذِنَا وَلِشَيْخِنَا
وَلِمَشَآئِخِنَا وَ لِاَحْبَابِنَا وَ لِاَزْوَاجِنَا وَ لِذُرِّيَّتِنَا
وَلِمَنْ لَّهٗ حَقٌّ عَلَيْنَا وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَآءِ
مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ o
بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ o

মুনাজাতের শেষ দুরূদ শরীফ:

وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِهٖ
وَ اَصْحَابِهٖ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ o اٰمِيْنَo

ইস্তিগফার

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ
اِلَيْهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِا للّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِo

অর্থ: আমি ক্ষমা চাই আল্লাহর কাছে, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই; তিনি চিরঞ্জীব, চিরন্তন। আমি তাওবা করে ফিরে আসছি তাঁরই নিকট। সাধ্য নাই গুনাহ থেকে বাঁচার; শক্তি নাই নেক কাজ করার, সর্বোচ্চ সুমহান আল্লাহর মদদ ছাড়া।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ছূরাসমূহঃ

রুকু-১	ছূরা ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ	আয়াত - ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ

نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ ۝٦ غَيْرِ

الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

অর্থঃ (১) সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (২) যিনি পরম করুনাময় অসীম দয়ালু। (৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। (৬) সে সমস্ত লোকের পথ দেখাও যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। (৭) (তাদের পথ) নয় যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন)!

রুকু - ১	ছূরা নাছ মক্কায় অবতীর্ণ	আয়াত - ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۚ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ
صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ﴿۶﴾

অর্থঃ (১) বল, আমি আশ্রয় চাই মানুষের পালনকর্তার নিকট। (২) মানুষের বাদশাহর নিকট। (৩) মানুষের মা'বুদের নিকট। (৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রনা দেয় ও আত্মগোপন করে। (৫) যে, কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। (৬) জীন ও মানুষদের মধ্য হতে।

রুকু - ১	ছূরা ফালাক্ মক্কায় অবতীর্ণ	আয়াত - ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا
وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۧ﴿۵﴾

অর্থঃ (১) বল, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের পালনকর্তার। (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে। (৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়। (৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে। (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।

রুকু - ১	ছূরা ইখলাছ মক্কায় অবতীর্ণ	আয়াত - ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ
وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

অর্থঃ (১) বল, তিনি আল্লাহ, এক। (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। (৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

রুকু - ১	ছূরা লাহাব মক্কায় অবতীর্ণ	আয়াত - ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا
كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّ امْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ
الْحَطَبِ ۝٤ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

অর্থঃ (১) আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হলো এবং ধ্বংস হলো সে নিজেও। (২) কোন কাজে আসেনি তার সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছিল। (৩) শীঘ্রই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে। (৪) এবং কাঠ বহনকারিণী তার স্ত্রীও। (৫) তার গলায় পাকানো রশি (বাঁধা থাকবে)।

রুকু - ১	ছূরা নাছর মদীনায় অবতীর্ণ	আয়াত - ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

অর্থঃ (১) যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। (২) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

রুকু - ১	ছূরা কাফিরূন মক্কায় অবতীর্ণ	আয়াত - ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

অর্থঃ (১) বল, হে অস্বীকারকারিরা! (২) আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর। (৩) এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। (৪) এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। (৬) তোমরা তোমাদের কর্মফল ভোগ করবে এবং আমি আমার কর্মফল লাভ করবো।

রুকু - ১	ছূরা কাওছার মক্কায় অবতীর্ণ	আয়াত - ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ۝٢
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣

অর্থ: (১) নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (২) অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। (৩) নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই নির্বংশ।

রুকু - ১	ছূরা মাঊন মক্কায় অবতীর্ণ	আয়াত - ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ
الْيَتِيْمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣ فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥
الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

অর্থ: (১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে? (২) সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে ধাক্কা (তাড়িয়ে) দেয়। (৩) এবং মিসকীনকে খাদ্য দানের ব্যাপারে (মানুষকে) উৎসাহিত করে না। (৪) অতএব, দুর্ভোগ সে সব নামাযীর। (৫) যারা তাদের নামায সম্পর্কে অমনোযোগী। (৬) যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে। (৭) এবং নিত্য ব্যবহার্য জিনিস অন্যকে দেয় না।

রুকু - ১	ছূরা কুরাঈশ মক্কায় অবতীর্ণ	আয়াত - ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ﴿۱﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ﴿۲﴾
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ﴿۳﴾ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ
جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۧ﴿۴﴾

অর্থঃ (১) কুরাইশদের আসক্তির কারণে। (২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার। (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

রুকু - ১	ছূরা ফীল মক্কায় অবতীর্ণ	আয়াত - ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ؕ﴿۱﴾
اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۙ﴿۲﴾ وَّاَرْسَلَ
عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۙ﴿۳﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ
مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ﴿۴﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۧ﴿۵﴾

অর্থঃ (১) আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? (৩) তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। (৪) যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ্য করে দেন।

ছূরা বাকারার প্রথম ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ
عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; এটি মুত্তাকীনদের জন্য হিদায়াত। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এবং নামায কায়েম করে ও আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস করে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে; এবং তারা পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

আয়াতুল কুরছী

ফজিলত: যেই ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর এই আয়াত পাঠ করিবে, মৃত্যুর পর জান্নাতে যাওয়ার পথে তাহার জন্য কোন বাধা থাকিবে না।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ
لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ
عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ
وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

অর্থ: 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তাঁর। কে আছে এমন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? দৃষ্টির সামনে ও পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন তিনি ততটুকু পান। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীন পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলো ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান।'

ছূরা বাকারা এর শেষ ৩ আয়াত

(ছূরা বাকারা, আয়াত ২৮৪, ২৮৫ ও ২৮৬)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ط وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ○ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ○ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا ,قفة وَاغْفِرْ لَنَا ,قفة وَارْحَمْنَآ ,قفة اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ○

অর্থ: ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর যদি তোমরা প্রকাশ করো যা তোমাদের মধ্যে রয়েছে অথবা লুকিয়ে রাখো; সে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের হিসাব নিবেন। অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে

ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; আর আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। রছূল (স.) ঈমান এনেছেন, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর এবং মুমিনগণও। তারা সকলে আল্লাহর উপর, তার ফিরিশতাগণের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর এবং তার রছূলগণের উপর ঈমান এনেছে। তারা বলে, 'আমরা তার রছূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না', আর তারা বলে, 'আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা চাই; আর প্রত্যাবর্তন আপনারই নিকট'। আল্লাহ কারও উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের প্রতিপালক যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন ভার অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (ছূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৫-২৮৬)।

* হযরত আবূ মাছউদ আনছারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রছলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি রাতে ছূরা বাকারার এ দু'টি আয়াত পাঠ করবে, তাহলে এটা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থালাভিষিক্ত হয়ে যাবে। (জামে তিরমিযী, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৫৯, হাদীছ নং ২৮৮১)।

☜ যে ব্যক্তি ছূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতে পড়বে এটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (বুখারী, ৫/৮৪, হাদীস নং ৪০০৮)।

ছূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

ফজিলত: হযরত মাকাল ইবনে ইয়াছার (রা.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. তিনবার পাঠ করে, অতঃপর ছূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত (১ বার) পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদী মৃত্যু হাছিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সেও এই মর্তবা লাভ করবে। (জামে তিরমিযী, তাফছীরে মাযহারী, তাফছীরে মা'আরিফুল কুর্আন)।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ج وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

অর্থ: সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় লই। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "তিনিই আল্লাহ! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি গোপন ও প্রকাশ্য (সমস্তই) জানেন। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি রক্ষণাবেক্ষণকারী, সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী এবং সর্বোপরি, মুশরিকদের অংশীদারী হতে আল্লাহ পবিত্র। সেই আল্লাহই সকলের সৃজনকারী, (সকল বস্তুর) অস্তিত্ব প্রদানকারী ও আকৃতি দানকারী। তাঁর জন্যই রয়েছে উত্তম নাম সমূহ, সমস্ত আসমানে এবং যমীনে যা কিছু আছে সকলেই তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান। (ছূরা হাশর, আয়াত: ২২-২৪)।

ছূরা তাওবাহ এর শেষ ২ আয়াত:

* যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ছূরা তাওবাহ এর শেষ দুই আয়াত পড়বে আল্লাহর রহমতে সে হাশরের দিন রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর শাফাআত পাবে। (আ'মালে কুর্আনী, পৃষ্ঠা: ৭)।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

অর্থ: অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট এক রছূল এসেছেন। তাঁর পক্ষে এটা কষ্টদায়ক, তোমাদের যা কষ্ট দেয়। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি অতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল- "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহাসিংহাসনের অধিপতি।" (তাওবাহ, আয়াত: ১২৮-১২৯)।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

জানাযার নামায

জানাযার নামাযে ফরজ ২টি:

(১) চারটি তাকবীর বলা।
(২) দাড়াইয়া জানাযা পড়া।

জানাযার নামাযে ছুন্নাত ৩টি:

(১) প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়া।
(২) দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ শরীফ পড়া।
(৩) তৃতীয় তাকবীরের পর মায়্যিতের জন্য দু'আ পড়া।

নিয়্যাত:

অন্তরে ইরাদা বা সংকল্পকে নিয়্যাত বলে। ইহার জন্য কোন ভাষা নাই। অন্তরে কল্পনা বা খিয়াল করাই নিয়্যাত। মুখে বলিবার কোন প্রয়োজন নাই, মুখে বলিলেও দোষ নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

জানাযার মধ্যে নামাযের ছানাই পড়িতে হয়। তবে শুধুমাত্র وَ تَعَالٰى جَدُّكَ এর পরে وَ جَلَّ ثَنَآؤُكَ বাড়াইয়া পড়িবে এবং জানাযার মধ্যে নামাযের দুরূদ শরীফ পড়িবে।

জানাযার দু'আসমূহ:

❖ মায়্যিত বালিগ (পুরুষ অথবা মহিলা) হয় তবে এই দু'আ পড়িবে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا۝ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ۝

❖ মায়্যিত নাবালিগ ছেলে হইলে এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا

وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا ○

❖ মায়্যিত নাবালিগা মেয়ে হইলে এই দু'আ পড়িতে হয়।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا

وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً ○

❖ লাশ কবরে রাখিবার সময় এই দু'আ পড়িতে হয়:

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ○

❖ কবরে মাটি দেওয়ার সময় এই দু'আ পড়িতে হয়:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ○

وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ ○

وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ○

❖ কবর জিয়ারতের সময় এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَآ اَهْلَ الْقُبُوْرِ ○ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا

وَ لَكُمْ ○ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالْاَثَرِ ○

মাতা-পিতার হক ১৪টি

حقوق الوالدين چوده هي

জীবিত অবস্থায় ৭টি: سات حيات کے ساتھ متعلق هي

ক্রম	বিষয়	উচ্চারণ	অর্থ
১	عظمت	আযমত	ভক্তি শ্রদ্ধা করা
২	محبت	মুহাব্বাত	ভালবাসা
৩	اطاعت	ইত্বা'আত	আনুগত্য করা
৪	خدمت	খেদমত	সেবা করা
৫	رفع حاجت	রফয়ে' হাজাত	প্রয়োজন পূরণ করা
৬	فکر راحت	ফিকরে রাহাত	আরাম আয়েশের চিন্তা ফিকির করা
৭	گاہ گاہ انکی ملاقات و زیارت	গাহ্ গাহ্ উনকী মুলাকাত ও যিয়ারত	মাঝে মাঝে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা।

মৃত অবস্থায় ৭টি: سات وفات کے ساتھ متعلق هي

ক্রম	বিষয়	উচ্চারণ	অর্থ
১	دعاءمغفرت	দু'আয়ে মাগফিরাত	মাগফিরাতের দু'আ করা
২	ایصال ثواب طاعت	ঈছালে ছাওয়াবে ত্বা'আত	নফল ইবাদতের ছাওয়াব রেছানী করা
৩	اکرام احباب و اهل قرابت	ইকরামে আহবাব ও আহলে ক্বারাবাত	তাহাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে সম্মান করা
৪	اعانت احباب و اهل قرابت	ই'আনাতে আহবাব ও আহলে ক্বারাবাত	তাহাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা
৫	اداء دین و امانت	আদায়ে দাইন ও আমানাত	ঋণ ও আমানত আদায় করা
৬	نتفیذ جائز وصیت	তানফীযে জায়েয ওছিয়্যত	বৈধ অছিয়্যত পুরণ করা
৭	گاہ گاہ انکی قبرکی زیارت	গাহ্ গাহ্ উনকী কবর কী যিয়ারত	মাঝে মাঝে তাদের কবর যিয়ারত করা।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নূরানী মাছনুন দু'আসমূহ:

১। ছালাম:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗo

২। ছালামের উত্তর:

وَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗo

৩। মুছাফাহার দু'আ:

يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَ لَكُمْo

৪। মু'আনাকার দু'আ:

اَللّٰهُمَّ زِدْ مُحَبَّتِيْ لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖo

৫। হাঁচি দেওয়ার পর হাঁচি দাতা বলিবে: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِo

৬। হাঁচি দাতার উত্তরে বলিবে: يَرْحَمُكَ اللهُo

৭। হাই আসিলে এই দু'আ পড়িতে হয়:

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِا للّٰهِo

৮। খানা সামনে আসিলে এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِo

৯। খানা খাওয়ার শুরুতে এই দু'আ পড়িতে হয়:

بِسْمِ اللهِ وَ عَلٰى بَرَكَةِ اللهِ o

১০। খানা খাওয়ার শুরুতে বিছমিল্লাহ্ ভুলিয়া গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র এই দু'আ পড়িতে হয়।

بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَ اٰخِرَهٗo

১১। খাওয়া শেষ করিয়া এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ○

১২। দস্তরখানা ও অবশিষ্ট খানা উঠানোর সময় এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّ لَا مُوَدَّعٍ وَّ لَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا○

১৩। পানি পান করিতে এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ سَقَانَا بِرَحْمَتِهٖ مَآءً عَذْبًا فُرَاتًا وَّ لَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوْبِنَا مِلْحًا اُجَاجًا○

১৪। খাওয়ার পর মেযবানের শুকরিয়া আদায়ে এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِیْ وَ اسْقِ مَنْ سَقَانِیْ○

১৫। দুধ পান করিতে এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ○

১৬। যমযমের পানি দাড়িয়ে কিবলামূখী হয়ে এই দু'আ পড়ে পান করতে হয়:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ شِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ○

১৭। ইস্তিঞ্জায় যাওয়ার পূর্বে এই দু'আ পড়িতে হয়:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَآئِثِ○

১৮। ইস্তিঞ্জা হইতে বাহির হওয়ার পর এই দু'আ পড়িতে হয়:

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَ عَافَانِیْo

১৯। ঘরে প্রবেশ করিবার সময় এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ خَیْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَیْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَ لَجْنَا وَ بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَ عَلَی اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَاo

২০। ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় এই দু'আ পড়িতে হয়:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

২১। মাসজিদে প্রবেশ করিবার সময় এই দু'আ পড়িতে হয়:

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِo

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْٓ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَo

২২। মাসজিদ হইতে বাহির হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা রাখিয়া এই দু'আ পড়িতে হয়:

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِo

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَo

২৩। ঘুমাইবার পূর্বে এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْیٰیo

২৪। ঘুম হইতে জাগিয়া এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَحْیَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَ اِلَیْهِ النُّشُوْرُo

২৫। যানবাহনে আরোহণ করার সময় এই দু'আ পড়িতে হয়:

سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ. وَ اِنَّآ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَo

২৬। নৌকায় আরোহণ কালে এই দু'আ পড়িতে হয়:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَ مُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ○

২৭। কাপড় পরিধান করার সময় এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَسَانِیْ هٰذَا وَ رَزَقَنِیْهِ مِنْ

غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَ لَاقُوَّةٍ ○

২৮। অজুর শুরুতে বিছমিল্লাহ্, অজুর মাঝে মাঝে এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ ذَنْبِیْ وَ وَسِّعْ لِیْ فِیْ دَارِیْ وَ بَارِكْ لِیْ فِیْ رِزْقِیْ ○

২৯। অজুর শেষে এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ○

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَ اجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ ○

৩০। নতুন চাঁদ দেখিলে এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَیْنَا بِا لْاَمْنِ وَ الْاِیْمَانِ وَ السَّلَامَةِ

وَالْاِسْلَامِ رَبِّیْ وَ رَبُّكَ اللّٰهُ ○ هِلَالُ رُشْدٍ وَّ خَیْرٍ ○

৩১। মাজলিছ শেষে এই দু'আ পড়িতে হয়:

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَیْكَ ○

৩২। কুরবানীর জন্তু জবাই করার সময় এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ وَ جَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَo اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَo لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَo اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَo بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُo

৩৩। জবাইয়ের পর নিম্নের দু'আ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِیْلِكَ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِمَا الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُo

৩৪। স্ত্রীর সঙ্গে প্রথমে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করিবে তারপর যখনই সহবাস এর ইচ্ছা হয়, তখন প্রথমে নিম্নোক্ত দু'আ পড়িয়া নিবে:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّیْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنَاo

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপরোক্ত দু'আ না পড়িলে শয়তানের তাছীরে সন্তানের উপর কু-প্রভাব পড়িতে পারে। অতঃপর সন্তান বড় হলে তার মধ্যে ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পেতে থাকে এবং সন্তান নাফরমান ও অবাধ্য হইতে পারে। সুতরাং পিতা মাতাকে খুবই সতর্ক থাকা জরুরী।

৩৫। জুমু'আর দিন আছরের নামাযের পর নামাযের স্থানে বসিয়া নিম্নোক্ত দুরূদ শরীফ ৮০ বার পাঠ করিলে, ৮০ বৎসরের গুনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِیْمًاo

৩৬। প্রত্যেহ সকালে নিম্নের দু'আ ৩বার পড়িলে, সকল প্রকার বিপদ-আপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ٥

৩৭। কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ٥

৩৮। ছফরে যাওয়ার সময় এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلُ وَ بِكَ اَحُوْلُ وَ بِكَ اَسِيْرُ٥

৩৯। শবে ক্বদরে এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ٥

৪০। খারাপ স্বপ্ন দেখিলে এই দু'আ পড়িতে হয়:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا٥



বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুর্আন ফাউন্ডেশন "সবার জন্য কুর্আন শিক্ষা" কর্মসূচিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নূরানী চল্লিশ হাদীছ (অর্থ সহ):

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ:

مَنْ حَفِظَ مِنْ اُمَّتِيْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا مِّنْ اَمْرِ دِيْنِهٖ كُنْتُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَّ شَهِيْدًا.

অর্থ: হযরত নবী কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন: যেই ব্যক্তি চল্লিশটি হাদীছ স্মরণ রাখিবে, কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হইব।

(١) خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهٗ ০

১. অর্থ: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি কুর্আন মাজীদ শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন। (বুখারী শরীফ)।

(٢) اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ ০

২. অর্থ: কুরআন শরীফ তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদাত। (বুখারী শরীফ)।

(٣) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ০

৩. অর্থ: ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (বাইহাক্বী শরীফ)।

(٤) اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللهِ وَ خَآصَّتُهٗ ০

৪. অর্থ: আহ্লে কুর্আন গণই মহান আল্লাহ তা'আলার (আহাল) পরিবার ভুক্ত এবং খাছ ব্যক্তি। (আহ্মাদ)।

(٥) مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً ০

৫. অর্থ: ইল্মে দ্বীন শিক্ষার একটি মাজলিস ৬০ বৎসরের ইবাদত হইতে উত্তম। (মিশকাত শরীফ)।

(٦) بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَ لَوْ اٰيَةً○

৬. অর্থ: আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্য হলেও পৌছাইয়া দাও। (বুখারী শরীফ)।

(٧) تَعَلَّمُوْا الْفَرَآئِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّيْ مَقْبُوْضٌ○

৭. অর্থ: তোমরা ফরযসমুহ ও কুরআন মাজিদ শিক্ষা কর এবং লোকদিগকে শিক্ষা দাও। কেননা আমি চিরকাল থাকিব না। (আবু দাউদ শরীফ)।

(٨) فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ○

৮. অর্থ: একজন আলেম শয়তানের পক্ষে এক হাজার দরবেশ (আবেদ) এর চেয়েও কঠিন। (তিরমিযী)।

(٩) اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ○

৯. অর্থ: আমলের প্রতিদান নিয়তের উপর নির্ভর করে। (বুখারী শরীফ)।

(١٠) اَلْحَيَآءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ○

১০.অর্থ: লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। (বুখারী শরীফ ও মুছলিম শরীফ)।

(١١) اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ○

১১. অর্থ: পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (বাইহাক্বী শরীফ)।

(١٢) اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ○

১২. অর্থ: তোমার দ্বীনকে খাঁটি কর। অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হইবে। (আত-তারগীব)।

(١٣) مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ○

১৩. অর্থ: নামায বেহেশতের চাবি। (দারামী শরীফ)।

(١٤) اَلدُّعَآءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ○

১৪. অর্থ: দু'আ ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী শরীফ)।

(١٥) اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ ○

১৫. অর্থঃ রোজা দোযখ হইতে মুক্তির ঢাল স্বরূপ। (ইবনে মাজাহ শরীফ)।

(١٦) لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ ○

১৬. অর্থঃ কবরকে ছিজদার জায়গা বানাইও না। (মুছলিম শরীফ)।

(١٧) اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ ○

১৭. অর্থঃ মিছওয়াক মুখের জন্য পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির মাধ্যম। (বুখারী শরীফ)।

(١٨) اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ○

১৮. অর্থঃ মুয়াজ্জিনগণ কিয়ামতের দিন উঁচু মর্তবার অধিকারী হইবেন। (মুছলিম শরীফ)।

(١٩) اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ ○

১৯. অর্থঃ ক্বিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম বান্দার নামাযের হিসাব হইবে। (তাবরানী শরীফ)।

(٢٠) اَلْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهٗ ○

২০. অর্থঃ হজ্জ পিছনের সমস্ত গুনাহ মিটাইয়া দেয়। (নাছাঈ শরীফ)।

(٢١) مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ○

২১. অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য মাসজিদ তৈরী করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য বেহেশতের মধ্যে ঘর তৈরী করিবেন। (বুখারী শরীফ)।

(٢٢) لِكُلِّ شَىْءٍ زَكٰوةٌ وَّ زَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ ○

২২. অর্থঃ প্রত্যেক জিনিসের যাকাত আছে; শরীরের যাকাত রোজা। (ইবনে মাজাহ শরীফ)।

(٢٣) اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰىo

২৩. অর্থঃ দানকারী হাত গ্রহণকারী হাত অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী শরীফ)।

(٢٤) اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَآئِعًاo

২৪. অর্থঃ ক্ষুধার্ত অন্তরে তৃপ্তি দান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। (বায়হাক্বী শরীফ)।

(٢٥) اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُo

২৫. অর্থঃ দ্বীনই মঙ্গল কামনা। (মুছলিম শরীফ)।

(٢٦) سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَّ قِتَالُهٗ كُفْرٌo

২৬. অর্থঃ মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাছেক্বী এবং মুসলমানকে হত্যা করা কুফুরী। (বুখারী শরীফ ও মুছলিম শরীফ)।

(٢٧) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌo

২৭. অর্থঃ আত্মীয়তা ছিন্নকারী বেহেশতে যাইবে না। (বুখারী শরীফ ও মুছলিম শরীফ)।

(٢٨) اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِo

২৮. অর্থঃ বেহেশত মায়েদের পায়ের নীচে। (মায়ের হক্ব আদায় ও খেদমত দ্বারা বেহেশত অর্জিত হইবে)। (মিশ্‌কাত শরীফ)।

(٢٩) اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّهٗo

২৯. অর্থঃ যার সঙ্গে যার মুহব্বত, তার সঙ্গে তার ক্বিয়ামত। (বুখারী শরীফ ও মুছলিম শরীফ)।

(٣٠) اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْكِبْرِo

৩০. অর্থঃ প্রথম ছালাম কারী অহংকার মুক্ত। (বায়হাক্বী শরীফ)।

(٣١) اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِo

৩১. অর্থঃ জুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইবে। (বুখারী শরীফ ও মুছলিম শরীফ)।

(٣٢) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ○

৩২. অর্থ: চোগলখোর বেহেশতে যাইবে না। (বুখারী শরীফ ও মুছলিম শরীফ)।

(٣٣) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ ○

৩৩. অর্থ: হারাম দ্বারা লালিত পালিত শরীর বেহেশতে যাইবে না। (বায়হাক্বী শরীফ)।

(٣٤) مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ○

৩৪. অর্থ: যে মানুষকে ধোকা দেয় সে আমার উম্মত নয়। (মুছলিম শরীফ)।

(٣٥) مَنْ صَمَتَ نَجَا ○

৩৫. অর্থ: যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়। (তিরমিযী শরীফ)।

(٣٦) لَايَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ ○

৩৬. অর্থ: যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাহার উপর দয়া করিবেন না। (বুখারী শরীফ ও মুছলিম শরীফ)।

(٣٧) لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا ○

৩৭. অর্থ: মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে সঙ্গী বানাইওনা। (তিরমিযী শরীফ)।

(٣٨) اَلْخَمْرُ جِمَّاعُ الْاِثْمِ ○

৩৮. অর্থ: মদপান সমস্ত গোনাহের উৎস। (ছুনানে রাযীন শরীফ)।

(٣٩) كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ ○

৩৯. অর্থ: দুনিয়াতে থাক তুমি মুছাফিরের ন্যায়, বসবাস কর তুমি পথিকের ন্যায়। (মিশকাত শরীফ)।

(٤٠) اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ ○

৪০. অর্থ: শেষ আমলই গ্রহণযোগ্য- ধর্তব্য। (বুখারী শরীফ ও মুছলিম শরীফ)।

ষড়বিংশ অধ্যায়

নূরানী পদ্ধতিতে মাছায়িলসমূহ

দিক নির্ণয়:

খাওয়ার হাতকে ডান হাত বলে, অপর হাতকে বাম হাত বলে, ডানের ফজীলত বেশী বামের তুলনায়। ডান হাতের দিককে ডান দিক বলে, বাম হাতের দিককে বাম দিক বলে। মাথার দিককে উপরের দিক বলে, পায়ের দিককে নীচের দিক বলে।

দশ দিক:

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ; ঈশান, বায়ূ, অগ্নী, নৈঋত; উর্ধ, অর্ধঃ।

'যেদিকেতে উঠে সূর্য পূর্ব তাকে বলি, পশ্চিম দিকেতে উহা অস্ত যায় চলি।
পূর্ব দিকে মুখ করে দাড়াইলে পর, ডানেতে দক্ষিণ থাকে বামেতে উত্তর'

বসার আদব

* বসার আদব ৩ প্রকার:

১.দুই হাটু ফেলিয়া নামাযের সময়।
২.এক হাটু উঠাইয়া লিখার সময়।
৩.দুই হাটু উঠাইয়া খাওয়ার সময়।

এই তিন প্রকারে বসা ছুন্নাত)। অন্য রকম বসাও জায়েয, কিন্তু ছুন্নাত আদায় হবে না। ছাওয়াব পাওয়া যাবে না।

ইস্তিঞ্জার আদব

*৫ দিকে ফিরিয়া ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ:

১. ক্বিবলার দিকে মুখ করিয়া।
২. ক্বিবলার দিকে পিঠ করিয়া।
৩. চন্দ্র ও সূর্যের দিকে মুখ করিয়া।
৪. প্রবল বাতাসের দিকে মুখ করিয়া।
৫. একেবারে উলঙ্গ হইয়া।

* ১০ জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ:

১. মানুষ চলাচলের রাস্তায়।
২. ছায়াদার ফলদার গাছের নিচে।
৩. অজু ও গোছলের স্থানে ।
৪. গর্তের ভিতরে।
৫. গোরস্থানে।
৬. দাঁড়াইয়া বা হাঁটিয়া।
৭. বিনা উযরে পানিতে ।
৮. ঘরে বা বিছানায়।
৯. মাসজিদের আঙ্গিনায় বা ঈদগাহে।
১০. মানুষের সম্মুখে।

* ৬ জিনিস নিয়া ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধঃ

১. আল্লাহ তা'আলার নাম।
২. নবীগণের নাম ।
৩. ফেরেস্তাগণের নাম।
৪. কুরআনের আয়াত।
৫. হাদিছের টুকরা।
৬. দু'আ কালাম (লিখিত বা অঙ্কিত)।

* ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা নিষেধঃ

১. কথা বলা।
২. জিকির করা বা তাছ্বীহ পড়া।
৩. কুর্আন শরীফ তিলাওয়াত করা।
৪. ছালাম দেওয়া।
৫. ছালামের উত্তর দেওয়া।
৬. খাওয়া ও পান করা।
৭. মিছ্ওয়াক করা।
৮. লিখা পড়া।

*১০ জিনিস দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা (ঢিলা কুলূখ ব্যবহার করা) নিষেধঃ

১. হাড্ডি।
২. কয়লা।
৩. কাগজ।
৪. কাঁচ।
৫. গাছের কাচাপাতা।
৬. খাদ্য দ্রব্য।
৭. শুকনা গোবর।
৮. জমজমের পানি।
৯. ডান হাত দ্বারা।
১০. ব্যবহৃত ঢিলা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা।

* ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা ছুন্নাতঃ

১. বাম পা দিয়া প্রবেশ করা।
২. জুতা স্যান্ডেল পায়ে রাখা।
৩. মাথা ঢাকিয়া রাখা।
৪. দিলে দিলে ইস্তিগফার করা।
৫. ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা।
৬. পানি খরচ করা।
৭. ডান পা দিয়া বাহির হওয়া।
৮. আগে পরে দু'আ পড়া।

অজু গোছলের মাছায়িল

* অজুতে ৪ ফরযঃ

১. সমস্ত মুখ ধোয়া।
২. দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া।
৩. মাথা মাছাহ্ করা।
৪. দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

* অজু করার ছুন্নাত ত্বরীক্বাঃ

১. অজুতে নিয়ত করা ছুন্নাত।
২. অজুর শুরুতে বিছ্মিল্লাহ্ পড়া ছুন্নাত।
৩. দুই হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া ছুন্নাত।
৪. মিছ্ওয়াক করা ছুন্নাত।
৫. তিনবার কুলি করা ছুন্নাত।
৬. তিনবার নাকে পানি দেওয়া ছুন্নাত।
৭. সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া ছুন্নাত।
৮. ঘন দাঁড়ি খিলাল করা মুস্তাহাব।
৯. দুই হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া ছুন্নাত।
১০. দুই হাতের আঙ্গুলী খিলাল করা ছুন্নাত।
১১. সমস্ত মাথা একবার মাছাহ্ করা ছুন্নাত।
১২. দুই কান মাছাহ্ করা ছুন্নাত।
১৩. গর্দান মাছাহ্ করা মুস্তাহাব।
১৪. দুই পায়ের টাখ্নুসহ তিনবার ধোয়া ছুন্নাত।
১৫. দুই পায়ের আঙ্গুলী খিলাল করা ছুন্নাত।
১৬. অজুর শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া মুস্তাহাব।

* উজু ভঙ্গের কারণ ৭টিঃ

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়া কোন কিছু বাহির হওয়া।
২. মুখ ভরিয়া বমি হওয়া।
৩. শরীরে ক্ষতস্থান হইতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বাহির হইয়া ছড়াইয়া পড়া।
৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।
৫. চিত বা কাত হইয়া হেলান দিয়া ঘুম যাওয়া।
৬. পাগল মাতাল ও অচেতন হওয়া।
৭. নামাযে উচ্চস্বরে হাসা।

* গোছলে ৩ ফরয:

১. কুলি করা।
২. নাকে পানি দেওয়া।
৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

* গোছলের ছুন্নাত ত্বরীক্বা:

১. ইস্তিঞ্জা করা।
২. শরীরে বা কাপড়ে নাপাক লাগিয়া থাকিলে, তাহা প্রথমে পরিস্কার করা।
৩. গোছলের পূর্বে অজু করা।
৪. মাথায় পানি ঢালা, তারপর ডান কাঁধে, তারপর বাম কাঁধে অতঃপর সমস্ত শরীর ভালভাবে তিনবার ধৌত করা।
৫. মহিলাদের জন্য কানে-নাকে অলংকারাদি থাকিলে, তাহার ছিদ্র ও আংটি, চুড়ি বা বালা ইত্যাদি নাড়াচাড়া করিয়া পানি পৌঁছাইয়া দেওয়া।
৬. শরী[illegible] যে সমস্ত অঙ্গে সাধারণত পানি পৌঁছিতে চায় না। যেমন: কা[illegible]াঙ্গুলের ফাঁক, বগলের নিচ, চোখের কিনারা, চুলের গোড়া ইত্যা[illegible] খেয়াল করিয়া পানি পৌঁছাইয়া দেওয়া।

* ন[illegible] নখ্পালিশ থাকিলে, তাহা সম্পূর্ণ উঠানো ব্যতীত অজু গোছল হইবে না।

৭. গোছলের ভিজা কাপড় তিনবার ধোয়া, তিনবার নিংড়ানো।

তায়াম্মুমের মাছআলা

যখ[illegible]ানুষ পানি না পাওয়ার কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার করিতে অক্ষম হয়, তখন তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা হাছিল করিতে হয়। (পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় জিনিসের দ্বারা তায়াম্মুম করিতে হয়)।

* তায়াম্মুমে ৩ ফরয:

১. নিয়্যাত করা।
২. সমস্ত মুখ একবার মাছাহ্ করা।
৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাছাহ্ করা।

* তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ৮টি:

অজু ভঙ্গের ৭টি ও ৮[illegible]নম্বরে পানি ব্যবহারের সুযোগ আসা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

নামাযের মাছায়িল

নামাযের বাহিরে এবং ভিতরে ১৩ ফরয:

* নামাযের বাহিরে সাত ফরয:

১. শরীর পাক।
২. কাপড় পাক।
৩. নামাযের জায়গা পাক।
৪. ছতর ঢাকা।
৫. ক্বিবলামুখী হওয়া।
৬. ওয়াক্ত মতো নামায পড়া।
৭. নামাযের নিয়ত করা।

* নামাযের ভিতরে ছয় ফরয:

১. তাক্বীরে তাহ্রীমাহ্ বলা।
২. দাঁড়াইয়া নামায পড়া।
৩. ক্বিরাত পড়া।
৪. রুকু করা।
৫. দুই ছিজদা করা।
৬. আখেরী বৈঠক।

* নামাযের ওয়াজিব ১৪টি:

১. আলহামদু শরীফ পুরা পড়া।
২. আলহামদুর সঙ্গে ছূরা মিলানো।
৩. রুকু-ছিজদায় দেরি করা।
৪. রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া।
৫. দুই ছিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা।
৬. দরমিয়ানী বৈঠক।
৭. দুনো বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।
৮. ইমামের জন্য ক্বিরাত আস্তের জায়গায় আস্তে পড়া, জোরের জায়গায় জোরে পড়া।
৯. বিতিরের নামাযে দু'আয়ে কুনুত পড়া।
১০. দুই ঈদের নামাযে ছয় ছয় তাক্বীর বলা।
১১. ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাআত কে ক্বিরাতের জন্য নির্ধারিত করা।

১২. প্রত্যেক রাক'আতের ফরযগুলির তারতীব ঠিক রাখা।
১৩. প্রত্যেক রাক'আতের ওয়াজিবগুলির তারতীব ঠিক রাখা।
১৪. اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ (ছালাম) বলিয়া নামায শেষ করা।

*** নামাযে ছুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্ ১২টি:**

১. দুই হাত উঠানো।
২. দুই হাত বাঁধা।
৩. ছানা পড়া।
৪. আ'উযুবিল্লাহ্ পড়া।
৫. বিছ্মিল্লাহ্ পড়া।
৬. আলহামদুর শেষে اٰمِيْنَ বলা।
৭. প্রত্যেক উঠা-বসায় اَللهُ اَكْبَرُ বলা।
৮. রুকুর তাছ্বীহ পড়া।
৯. রুকু হইতে উঠিবার সময় سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (তাছমী) ও رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (তাহমীদ) বলা।
১০. ছিজদার তাছ্বীহ্ পড়া।
১১. দুরূদ শরীফ পড়া।
১২. দু'আয়ে মাছুরাহ্ পড়া।

*** নামায ভঙ্গের কারণ ১৯টি:**

১. নামাযে অশুদ্ধ পড়া।
২. নামাযের ভিতর কথা বলা।
৩. কোন লোক কে ছালাম দেওয়া।
৪. ছালামের উত্তর দেওয়া।
৫. উহ্! আহ্! শব্দ করা।
৬. বিনা উযরে কাশি দেওয়া।
৭. আমলে কাছীর করা।
৮. বিপদে কি বেদনায় শব্দ করিয়া কাঁদা।
৯. তিন তাছ্বীহ পরিমাণ সময় ছতর খুলিয়া থাকা।
১০. মুক্তাদী ব্যতীত অপর ব্যক্তির লোক্মা লওয়া।

১১. সুসংবাদ ও দুঃসংবাদের উত্তর দেওয়া।
১২. নাপাক জায়গায় ছিজদা করা।
১৩. ক্বিবলার দিক হইতে ছীনা ঘুরিয়া যাওয়া।
১৪. নামাযে কুর্আন শরীফ দেখিয়া পড়া।
১৫. নামাযে শব্দ করিয়া হাসা।
১৬. নামাযে দুনিয়াবী কোন কিছু প্রার্থনা করা।
১৭. হাঁচির উত্তর দেওয়া।
১৮. নামাযে খাওয়া ও পান করা।
১৯. ইমামের আগে মুক্তাদী খাড়া হওয়া।

দুই রাক'আত নামাযে ৬০টি মাছআলাহ্

(একাকী নামায পড়িবার নিয়ম)

*** নামাযের প্রথম রাক'আতে রুকুর আগে ১১টি মাছআলাহ্ঃ**

১. হাত উঠানো ছুন্নাত।
২. তাকবীরে তাহ্রীমাহ্ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা ফরয়।
৩. হাত বাঁধা ছুন্নাত (মেয়েদের জন্য হাত রাখা ছুন্নাত)।
৪. ছানা পড়া ছুন্নাত।
৫. আউযুবিল্লাহ্ পড়া ছুন্নাত।
৬. বিছ্মিল্লাহ্ পড়া ছুন্নাত।
৭. আলহামদু শরীফ পুরা পড়া ওয়াজিব।
৮. আলহামদুর শেষে اٰمِيْنَ বলা ছুন্নাত।
৯. ছূরার শুরুতে বিছ্মিল্লাহ্ পড়া মুস্তাহাব।
১০. ছূরা মিলানো ওয়াজিব।
১১. ক্বিরাআত পড়া ফরয।

*** রুকুতে ছয়টি মাছআলাহ্ঃ**

১. রুকুতে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বাল ছুন্নাত।
২. রুকু করা ফরয।
৩. রুকুতে দেরি করা ওয়াজিব।
৪. রুকুতে থাকিয়া سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার বলা ছুন্নাত।

৫. রুকু হইতে উঠিবার সময় سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (তাছমী) ও رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (তাহ্মীদ) বলা ছুন্নাত।

৬. রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া ওয়াজিব।

* প্রথম ছিজদাতে ৬টি মাছআলাহ্:

১. ছিজদাতে যাওয়ার সময় اَللهُ اَكْبَرُ বলা ছুন্নাত।
২. ছিজদা করা ফরয।
৩. ছিজদাতে দেরি করা ওয়াজিব।
৪. ছিজদাতে থাকিয়া سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার বলা ছুন্নাত।
৫. ছিজদা হইতে উঠিবার সময় اَللهُ اَكْبَرُ বলা ছুন্নাত।
৬. দুই ছিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা ওয়াজিব।

* ২য় ছিজদাতে ৬টি মাছআলাহ্:

১. ছিজদাতে যাওয়ার সময় اَللهُ اَكْبَرُ বলা ছুন্নাত।
২. ছিজদা করা ফরয।
৩. ছিজদাতে দেরি করা ওয়াজিব।
৪. ছিজদাতে থাকিয়া سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার বলা ছুন্নাত
৫. ছিজদা হইতে উঠিবার সময় اَللهُ اَكْبَرُ বলা ছুন্নাত।
৬. ছিজদা হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া ওয়াজিব।

* দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর আগে ৭টি মাছআলাহ্:

১. হাত বাঁধা সুন্নাত।
২. বিছমিল্লাহ্ পড়া ছুন্নাত।
৩. আলহামদু শরীফ পুরা পড়া ওয়াজিব।
৪. আলহামদুর শেষে اٰمِيْن বলা ছুন্নাত।
৫. ছূরার শুরুতে বিছমিল্লাহ্ পড়া মুস্তাহাব।
৬. ছূরা মিলানো ওয়াজিব।
৭. ক্বিরাত পড়া ফরয।

দ্রষ্টব্য:

২য় রাক'আতের রুকু-ছিজদার মাছআলাহ্ ১ম রাক'আতের মতো তবে শুধু তাহাতে ২য় ছিজদায় 'ছিজদা হইতে সোজা হইয়া বসা ওয়াজিব' হইবে।

* আখেরী বৈঠকে ৫টি মাছআলাহ:

১. আখেরী বৈঠক ফরয।
২. আত্তাহিয়্যাতু পড়া ওয়াজিব।
৩. দুরূদ শরীফ পড়া ছুন্নাত।
৪. দু'আয়ে মাছুরাহ্ পড়া ছুন্নাত।
৫. اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (ছালাম) বলিয়া নামায শেষ করা ওয়াজিব।

* ৬০ নং মাছআলাহ্:

ফরয নামায দাঁড়াইয়া পড়া ফরয। ছুন্নাত ও নফল নামায বসিয়া পড়া জায়েয আছে। তবে বসিয়া পড়িলে অর্ধেক ছাওয়াব হইবে।

* ফরয নামাযের ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতে রুকুর আগে ৪টি মাছআলাহ্:

১. হাত বাঁধা ছুন্নাত।
২. বিছ্মিল্লাহ্ পড়া ছুন্নাত।
৩. আল্হামদু শরীফ পুরা পড়া মুস্তাহাব।
৪. আল্হামদুর শেষে 'আমীন' বলা ছুন্নাত।

ওয়াজিব, ছুন্নাত ও নফল নামাযের ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতের রুকুর আগের মাছআলাহ্ ২য় রাক'আতের রুকুর আগে বর্ণিত মাছআলার মতই। সব নামাযের ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতের রুকু ও ছিজদার মাছআলাহ্ ১ম ও ২য় রাক'আতের রুকু ছিজদার মতই। ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতের আখেরী বৈঠক ২ রাক'আতের আখেরী বৈঠকের মতই।

* ৩ রাক'আত ওয়ালা ও ৪ রাক'আত ওয়ালা নামাযের দরমিয়ানী বৈঠকে ৪টি মাছ'আলাহ্:

১. দরমিয়ানী বৈঠক ওয়াজিব।
২. আত্তাহিয়্যাতু পড়া ওয়াজিব।
৩. اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা ছুন্নাত।
৪. ৩য় রাক'আতের জন্য সোজা হইয়া দাঁড়ানো ওয়াজিব।

নামাযের ওয়াক্তসমূহ

আল্লাহ তা'আলা দিবারিত্রে ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন যথা: ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও ঈশা।

৫ ওয়াক্ত ফরয নামায

ফজর: এটি মোটামুটি সূর্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা পূর্ব থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত সময়।

যোহর: গরমকালে দিন যখন বড় থাকে তখন সোয়া বারোটা থেকে এবং শীতকালে দিন যখন ছোট থাকে তখন পৌনে বারোটা থেকে অন্যান্য সময় গড়ে ১২টা থেকে শুরু হয়। আছরের সময় আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে।

আছর: গরমকালে দিন যখন বড় থাকে তখন সূর্যাস্তের পূর্বে তিন ঘণ্টা এবং শীতকালে দিন যখন ছোট থাকে তখন সূর্যাস্তের পূর্বে এক ঘণ্টা। অন্যান্য সময় গড়ে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা। যোহরের ওয়াক্ত শেষ হলেই আছরের সময় আরম্ভ হয়ে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে।

মাগরিব: সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের 'লালিমা' (শাফাকে আহমার-شَفَقِ اَحْمَر) উধাও হয়ে 'কৃষ্ণ আভা' (শাফাকে আছওয়াদ-شَفَقِ اَسْوَد) পরিসমাপ্তি পর্যন্ত সময়কে মাগরিব ওয়াক্ত বা মাগরিবের সময় বলা হয়। মাগরিব নামাযের সময় সূর্যাস্তের পর ৭৫ মিনিট বা প্রায় সোয়া ঘণ্টা। আছরের ওয়াক্ত শেষ হলে মাগরিবের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং মাগরিবের ওয়াক্ত ইশার পূর্ব পর্যন্ত থাকে।

ইশা: পশ্চিমাকাশের লালিমা ও কৃষ্ণ আভা উধাও হওয়ার পর 'শুভ্র আভা' (শাফাকে আবইয়াদ-شَفَقِ اَبْيَض) শুরু হওয়া থেকে মধ্য রজনী পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হলে ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্যাস্তের প্রায় সোয়া ঘণ্টা পর থেকে ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়ে মধ্য রাতে তথা রাত ১২টায় ইশার ওয়াক্ত শেষ হয়। রাত বারোটার বেশি ইশার নামাযে বিলম্ব করা মাকরূহ; তবে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইশার নামায পড়া যেতে পারে, এটি অনুত্তম।

৫ ওয়াক্ত নফল নামায

উল্লিখিত ৫ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত আরো কিছু ছুন্নাত ও নফল নামায আছে। যেইগুলির অসংখ্য ফজিলত ও মর্তবা হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। যেমনঃ তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশ্ত (দুহা), যাওয়াল, আউওয়াবীন ইত্যাদি।

১. তাহাজ্জুদঃ অর্ধরাত্রির পর হইতে ফজরের আগ পর্যন্ত রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পড়া উত্তম। চার থেকে বারো রাকআত।
২. ইশরাকঃ সূর্যোদয়ের পর থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত। দুই রাকআত বা চার রাকআত পড়া ছুন্নাত।
৩. চাশ্তঃ সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। চার থেকে আট রাকআত পড়া ছুন্নাত।
৪. যাওয়ালঃ মধ্যদিনের পরে যোহরের নামাযের পূর্বে। দুই রাকআত বা চার রাকআত পড়া ছুন্নাত।
৫. আউওয়াবীনঃ মাগরীব থেকে ইশার মধ্যে। ছয় থেকে বিশ রাকআত পড়া ছুন্নাত। ইহার বহু ফজিলত রহিয়াছে।

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

নামাযের নিষিদ্ধ সময়সমূহঃ (১) সূর্যোদয় (৫-১০ মিনিট), (২) ঠিক দ্বিপ্রহর (৫-১০ মিনিট) ও (৩) সূর্যাস্ত (৫-১০ মিনিট)। এই তিন সময়ে কোনো নামাযই দূরস্ত নহে। চাই তাহা নফল হোক, ফরয হোক, কাযা হোক, তিলাওয়াতের সিজদা হোক বা জানাযার নামায হোক। তবে সূর্যাস্তের সময় সে দিনের আছরের নামায না পড়া হয়ে থাকলে ওয়াক্ত মাকরূহ হলেও তা পড়ে নিতে হবে। (হিদায়া)।

নফল মাকরূহ সময়ঃ

(১) আছরের ফরয নামায আদায়ের পর সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত নফল নামায পড়া মাকরূহ।

(২) ফজরের ওয়াক্তে ফজরের ২ রাকআত ছুন্নাত ও ২ রাকআত ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোনো নফল নামায পড়া মাকরূহ।

৫ ওয়াক্ত নামাযের রাক'আতসমূহ

❖ **ফজরঃ** দুই রাক'আত ছুন্নাত, দুই রাক'আত ফরয। মোট ৪ রাক'আত।

❖ **যোহরঃ** চার রাক'আত ছুন্নাত, চার রাক'আত ফরয, দুই রাক'আত ছুন্নাত। মোট ১০ রাক'আত। অতঃপর ইচ্ছা করিলে নফল পড়িতে পারে।

❖ আছরঃ চার রাক'আত ফরয। ইচ্ছা করিলে ফরযের পূর্বে চার রাক'আত ছুন্নাত (গয়রে মুয়াক্কাদাহ) পড়িতে পারে।

❖ মাগরিবঃ তিন রাক'আত ফরয। দুই রাক'আত ছুন্নাত। মোট ৫ রাক'আত। পরে মনে চাইলে নফল পড়িতে পারে।

❖ ঈশাঃ চার রাক'আত ফরয, দুই রাক'আত ছুন্নাত। (তিন রাকআত বিতিরসহ)। মোট ৯ রাক'আত। ঈশার ফরযের পূর্বে ইচ্ছা করিলে ৪ রাক'আত ছুন্নাত (গয়রে মুয়াক্কাদাহ্) পড়িতে পারে।

❖ বিতিরঃ তিন রাক'আত ঈশার পর অথবা যাহাদের নিয়মিত তাহাজ্জুদের অভ্যাস আছে তাহারা তাহাজ্জুদের পর পড়িতে পারেন।

নামাযে বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থান (পুরুষ)

(১) নিয়ত করিয়া নাভীর নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখিতে হইবে।

(২) নামাযে বসিবার সময় বাম পা বিছাইয়া ডান পা খাড়া রাখিবে।

(৩) ছেজদার সময় দুই হাত কান বরাবর রাখিতে হইবে এবং উরু ও পেটের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখিতে হইবে। ছেজদার সময় পায়ের আঙ্গুল ও হাতের আঙ্গুল কেবলামুখী রাখিতে হইবে।

(৪) নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় ছেজদার স্থানে, রুকুতে পায়ের পাতার উপর, বসা অবস্থায় বুকের উপর, ছেজদায় নাকের উপর এবং ছালাম ফিরাইবার সময় স্কন্ধের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৫) রুকুতে পিঠ সোজা রাখিতে হইবে।

নামাযের মাকরূহসমূহ

(১) নামাযের সময় এদিক ওদিক তাকানো।

(২) বস্ত্র, আঙুল বা দাড়ি নিয়ে খেলা করা।

(৩) (পুরুষ) দুই পা মিলাইয়া দাঁড়ান ও ছিজদায় হাত কনুই পর্যন্ত বিছাইয়া দেওয়া।

(৪) অবহেলা করিয়া খালি মাথায় নামায পড়া।

(৫) আকাশের দিকে তাকানো।

(৬) ভালো (উন্নত মানের) কাপড় থাকিতে খারাপ (নিম্ন মানের) কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়া।

(৭) ছিজদায় যাইতে বিনা কারণে আগে ২ হাত মাটিতে রাখা এবং ছিজদা হইতে উঠিবার সময় ২ হাতে ভর দিয়া উঠা।

(৮) নাক, মুখ ঢাকিয়া নামায পড়া।

ইমামের পিছনে নামায পড়িবার নিয়ম

* জামা'আতে ইমামের পিছনে মুক্তাদি হইয়া নামায পড়িলে, ইক্বতিদার নিয়্যত করিবে।

*মুক্তাদির ছূরা ও ক্বিরা'আত পড়িতে হয় না। ইহা ব্যতীত বাকী সব তাকবীর, তাছবীহ্, দু'আ ইত্যাদি সবই আদায় করিতে হইবে।

নিয়্যাতঃ যে নামায পড়া হইতেছে সেই নামাযের নিয়্যাতের সহিত ('মুতাওয়াজ্হিান' এর পূর্বে) 'ইকতাদাইতু বিহাযাল ইমাম' (اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ) বলিতে হইবে।

*ইমামের পিছনে নামায পড়িবার সময় মুক্তাদিগণকে শুধুমাত্র রুকু, ছিজদার তাছবীহ এবং তাকবীর, তাহমীদ, আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ শরীফ, দু'আ মাছূরা ছাড়া আর কিছুই পড়িতে হইবে না। (মুক্তাদীদের শুধু ছূরা কিরাআত ছাড়া বাকি সবই পড়িতে হইবে)।

*ইমাম সাহেবকে রুকুতে পাইলে, মুক্তাদীর কর্তব্য- কিবলামুখী দাঁড়াইয়া হাত উঠাইয়া তাকবীরে তাহরীমাহ বলিয়া হাত বাঁধার পর পুনরায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলিয়া রুকুতে যাইবে। রুকুর জন্য মাথা ঝুঁকানোর পর যদি ইমাম রুকু থেকে উঠিতে শুরু করেন, কিন্তু তখনও ইমাম সাহেব সম্পূর্ণভাবে সোজা হইয়া দাঁড়ান নাই, তাহা হইলেও মুক্তাদীর ঐ রাক'আত আদায় হইবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী)।

মাছবূকের নামায

'যিনি ইমামের পিছনে পূর্ণ নামায ধরিতে পারেন নাই তাহাকে মাছবূক বলে।' মাছবূক যে রাকআতের 'রুকূ' পায় সেই রাকআত থেকে তাহার নামায সিদ্ধ হয়। অবশিষ্ট নামায মাছবূককে নিজে পড়িতে হয়। চারি রাকআত নামাযে মাছবূক দ্বিতীয় রাকআতের রুকু ধরিতে পারিলে ইমামের নামায শেষে মাছবূককে দাঁড়াইয়া এক রাকআত নামায পড়িতে হইবে; তৃতীয় রাকআতের রুকু ধরিতে পারিলে ইমামের নামায শেষে ছালাম না ফিরাইয়া মাছবূক দুই রাকআত নামায পড়িবে; চতুর্থ রাকআতের রুকু ধরিতে পারিলে মাছবূককে তিন রাকআত নামায নিজে পড়িতে হইবে। ২ রাকআত নামাযের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাকআতের রুকু পাইলে নামায শেষে মাছবূককে আর এক রাকআত নামায পড়িয়া লইতে হইবে। তিন রাকআত নামাযেরও ঐ একই নিয়ম।

যে কয় রাকআত ছুটিয়া যায় সেই কয় রাকআত মাছবূককে পড়িয়া লইতে হইবে। তবে মাছবূককে অবশ্যই ইমামের সহিত হউক বা একাকী হউক ২ রাকআতে অবশ্যই ছূরা ফাতিহার সহিত অন্য ছূরা পড়িতে হইবে। যথা:

(ক) ৪ রাকআত নামাযের ক্ষেত্রে:

১. ইমামের সাথে ১ রাকআত পাইলে, অবশিষ্ট ৩ রাকআতের প্রথম ২ রাকআতে ছূরা ফাতিহার সহিত অন্য ছূরা মিলাইবে।
২. ইমামের সাথে ২ রাকআত পাইলে, অবশিষ্ট ২ রাকআতের প্রথম ২ রাকআতে ছূরা ফাতিহার সহিত অন্য ছূরা মিলাইবে।
৩. ইমামের সাথে ৩ রাকআত পাইলে, অবশিষ্ট ১ রাকআতে ছূরা ফাতিহার সহিত অন্য ছূরা মিলাইবে।

(খ) ৩ রাকআত নামাযের ক্ষেত্রে:

১. ইমামের সাথে ১ রাকআত পাইলে, অবশিষ্ট ২ রাকআতে ছূরা ফাতিহার সহিত অন্য ছূরা মিলাইবে।
২. ইমামের সাথে ২ রাকআত পাইলে, অবশিষ্ট ১ রাকআতে ছূরা ফাতিহার সহিত অন্য ছূরা মিলাইবে।

(গ) ২ রাকআত নামাযের ক্ষেত্রে:

১. ইমামের সাথে ১ রাকআত পাইলে, অবশিষ্ট ১ রাকআতে ছূরা ফাতিহার সহিত অন্য ছূরা মিলাইবে।

* যদি কোন ব্যক্তি মাছবূক হয় অর্থাৎ যদি এক বা একাধিক রাক'আত না পায়, তাহা হইলে মুস্তাহাব এই যে, ইমাম ছাহেব দুই দিকে ছালাম ফিরানোর পরে সাথে সাথেই দাঁড়াইবে না, বরং এই পরিমাণ সময় অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইবে যতটুকু সময়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ইমামের যিম্মায় ছিজদায়ে ছাহু নাই। (আহছানুল ফাতাওয়া ও আলমগীরী)।

* এরপর উক্ত মাছবূক দাঁড়াইয়া মুনফারিদের ন্যায় ছানা, আউযুবিল্লাহ্ ও বিছমিল্লাহ্ পড়িয়া অবশিষ্ট নামায আদায় করিবে। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া)।

* ইমামের সাথে কমপক্ষে এক রাক'আত পাওয়ার আশা থাকিলে, ফজরের দুই রাক'আত ছুন্নাত পড়িয়া নিবে। (হিদায়া ও মাহমুদিয়া)।

* উল্লেখ্য যে উক্ত দুই রাক'আত ছুন্নাত জামা'আতের নিকটবর্তী স্থানে পড়িবে না। বরং সম্ভবপর হইলে মাসজিদের বাহিরে পড়িবে। আর তাহা সম্ভব না হইলে, জামা'আতের কাতার থেকে দূরে মাসজিদের কোন স্থানে আদায় করিয়া নিবে। আর যদি ফজরের দুই রাকা'আত ছুন্নাত

আদায় না করিতে পারে, তাহা হইলে সূর্যোদয়ের পরে পড়িয়া লইতে পারিবে। (কিফায়াতুল মুফতী ও হিদায়া)।

* যোহরের ছুন্নাত আরম্ভ করা অবস্থায় জামা'আত শুরু হইলে, দুই রাক'আত পড়িয়া জামা'আতে শরীক হইবে। আর ছুন্নাতের তৃতীয় রাক'আতে থাকিলে জলদি করিয়া নামায শেষ করিয়া জামা'আতে শামিল হইবে।

* যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছুন্নাত পড়িতে না পারিলে ফরয নামায শেষে প্রথমে দুই রাক'আত আদায় করিয়া লওয়া ভাল। তবে চার রাক'আত আগে পড়িয়া পরে দুই রাক'আত পড়াও জায়িয আছে।

পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্য

পুরুষ ও মহিলাদের নামাযে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে:

১। **পুরুষ:** উভয় পায়ের মধ্যখানে ৪ আঙ্গুল (প্রয়োজনে আধা হাতের কম) ফাঁক রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে।

মহিলা: পা মিলাইয়া মধ্যখানে ফাঁক না রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে।

২। **পুরুষ:** তাকবীরে তাহরীমার সময় চাদর ইত্যাদির ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া উভয় হাতের তালু কিবলার দিকে করিয়া হাতের আঙ্গুল স্বাভাবিক অবস্থায় কিবলার দিকে সামান্য ঝুঁকাইয়া কান বা চেহারা বরাবর উঠাইবে। কনুই শরীর হইতে পৃথক রাখিবে।

মহিলা: তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত শাড়ি, ওড়না বা চাদরের ভিতরে রাখিয়া হাতের আঙ্গুল মিলাইয়া হাতের তালু এবং আঙ্গুল কিবলাহ মুখী করিয়া কাঁধ পর্যন্ত উঠাইবে। কনুইসহ হাত শরীরের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিশাইয়া রাখিবে।

৩। **পুরুষ:** তাকবীরে তাহরীমাহ বলিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা বাম হাতের কবজীকে আটিয়ে ধরিয়া বাকী তিনটি আঙ্গুল বাম হাতের পিঠের উপর সোজা রাখিয়া বাম হাতের আঙ্গুলগুলি একত্র করিয়া নাভীর নীচে হাত বাঁধিবে।

মহিলা: তাকবীরে তাহরীমাহ বলিয়া বাম হাত খানা আঙ্গুল মিলিত অবস্থায় বুকের উপর রাখিয়া ডান হাতের তালু আঙ্গুল মিলিত অবস্থায় বাম হাতের পিঠের উপর রাখিয়া দিবে।

৪। **পুরুষ:** রুকু করিবার সময় এমনভাবে ঝুঁকিবে, যেন মাথা, পিঠ এবং কোমর বরাবর হইয়া যায়।

মহিলা: এই পরিমাণ ঝুঁকিবে, যাহাতে হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। কোমর, পিঠ, মাথা বরাবর হওয়ার প্রয়োজন নাই।

৫। **পুরুষঃ** রুকুর সময় হস্তদ্বয়ের আঙ্গুল ফাঁক ফাঁক করিয়া হাঁটু মজবুত করিয়া ধরিবে।

মহিলাঃ হাতের আঙ্গুল মিলাইয়া হাঁটু পর্যন্ত পৌছাইবে।

৬। **পুরুষঃ** বাজু, কনুই, বাহু রুকুর অবস্থায় পাঁজর, পেট, উরু, হইতে পৃথক রাখিবে।

মহিলাঃ বাজু বগলের সঙ্গে কনুই এবং হাত, পেট এবং উরুর সঙ্গে ভালরূপে চাপাইয়া মিলাইয়া রাখিবে।

৭। **পুরুষঃ** ছিজদা অবস্থায় পেট উরু হইতে, বাজু বগল হইতে, বাহু মাটি হইতে পৃথক রাখিবে।

মহিলাঃ পেট রানের সঙ্গে, বাহু মাটি এবং হাঁটুর সঙ্গে লাগাইয়া রাখিবে।

৮। **পুরুষঃ** ছিজদার মধ্যে পায়ের আঙ্গুল কিবলার দিকে মোড়াইয়া রাখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া পাতা দুইখানা খাড়া রাখিবে।

মহিলাঃ উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া বাম পায়ের পাতার উপর দিয়া ডান পায়ের পাতা মাটিতে বিছাইয়া রাখিবে।

৯। **পুরুষঃ** হাঁটু হইতে ১ হাত পরিমাণ দুরত্বে উভয় হাতের তালু আঙ্গুল মিলিত অবস্থায় মধ্যখানে সামান্য ফাঁক রাখিয়া মাটিতে রাখিয়া মধ্যখানে কপাল ও নাক দ্বারা ছিজদা করিবে এবং কনুই মাটি ও পেট হইতে পৃথক রাখিবে।

মহিলাঃ উভয় হাতের আঙ্গুল মিলিত অবস্থায় হাতের কবজি হাঁটুর সঙ্গে লাগাইয়া রাখিয়া পেট উরুর সঙ্গে মিলাইয়া রাখিয়া এবং হাতের তালু ও বাহু মাটিতে শরীরের সঙ্গে মিলাইয়া খুব সংকুচিত হইয়া নাক ও কপাল দ্বারা দুই হাতের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় ছিজদা করিবে।

১০। **পুরুষঃ** বসার সময় ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি মোড়াইয়া রাখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া পায়ের পাতা খাড়া রাখিয়া এবং বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া তাহার তালুর উপর বসিবে।

মহিলাঃ উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া দিয়া চোতড় (নিতম্ব) মাটিতে লাগাইয়া বসিবে।

১১। **পুরুষঃ** বসা অবস্থায় হাতের আঙ্গুল স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিয়া তালু রানের উপর আঙ্গুলের মাথা হাঁটু পর্যন্ত রাখিবে। বাহু রান হইতে কনুই পেট হইতে পৃথক রাখিবে।

মহিলাঃ বসা অবস্থায় হাতের আঙ্গুল মিলাইয়া তালু হাঁটুর সঙ্গে, বাহু রানের সঙ্গে, কনুই পেটের সঙ্গে, বাজু বগলের সঙ্গে, মিলাইয়া রাখিবে।

১২। **পুরুষঃ** মাগরিব, ইশা, ফজর, জুমু'আ, ঈদ, ফরজের ১ম দুই রাক'আতে ছূরা ক্বিরাআত এবং উঠা-বসার তাকবীর শব্দ করিয়া পড়িবে।

মহিলাঃ সর্বাবস্থায় তাকবীর দু'আ, ক্বিরাআত সব কিছুই চুপে চুপে পড়িবে।

১৩। **পুরুষঃ** পাঞ্জেগানা, জুমু'আ ঈদ, জামা'আতের সহিত পড়া জরুরী।

মহিলাঃ মহিলাদের জামা'আতে নামায জরুরী নয়।

১৪। **পুরুষঃ** শুধু নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত (ছতর) ঢাকিয়া নামায পড়িলেই চলে।

মহিলাঃ চেহারা এবং হাতের কবজি ব্যতীত সমস্ত শরীর (ছতর) ঢাকিয়া নামায পড়িতে হয়।

১৫। **পুরুষঃ** জামে মাসজিদে যাইয়া জামা'আতের সহিত নামায পড়া উত্তম।

মহিলাঃ মাসজিদে যাওয়া ও জামাআতে শামিল হওয়ার প্রয়োজন নেই।

মুছাফিরের নামায বা কছরের নামায

মুছাফিরের পরিচয় ও হুকুমঃ

কোন মুসলমান ছফরে থাকলে তাকে মুছাফির বলে। তবে শর্ত এই যে, কমপক্ষে ৪৮ মাইল পথ অতিক্রম করার নিয়্যাত থাকতে হবে। এই নিয়াতে যিনি বাড়ী হতে বের হবেন এবং নিজ গ্রাম ও শহর অতিক্রম করবেন, তখন তার ওপর মুছাফিরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে মুছাফির অবস্থায় কেউ যদি ১৫ দিনের বেশি কোথাও থাকার ইচ্ছা করেন, তাহলে তখন তার ওপর মুছাফিরের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ মুছাফিরের হুকুমে যে নামায কছর পড়ার বিধান ছিলো তা আর থাকবে না, বরং তাকে পুরো নামায পড়তে হবে। (একত্রে ১৫ দিনের কম সময় থাকার ইচ্ছায় বার বার সময় বৃদ্ধি করে বেশি দিন থাকলেও মুছাফির থাকবেন)।

কছর নামায বা সংক্ষিপ্ত নামাযঃ

যোহর, আছর ও ইশার ফরয নামায ৪ রাকআতের স্থলে ২ রাকআত পড়তে হবে। কোন অবস্থাতেই ৪ রাকআত আদায় করা যাবে না। কেউ যদি ভুলক্রমে ৪ রাকআত পড়ে ফেলেন, তাকে ছাহু ছিজদা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, নামায কছর বা সংক্ষিপ্ত করার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ, অতএব এই অনুগ্রহকে খুশি হয়ে গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ফজর ও মাগরিব নামাযে ফরয ৪ রাকআত না হওয়ার কারণে কছর হয় না।

ছুন্নাত নামাযে কছর নেই, পড়তে পারলে পুরোটাই পড়বে, তবে ছেড়ে দেওয়াও দুরস্ত আছে। মুছাফিরের জন্য ছুন্নাত নফলের মতো, পড়লে ছাওয়াব আছে, না পড়লে গোনাহ নেই। কোন অসুবিধার আশঙ্কা না থাকলে পড়াই উত্তম। মুছাফির অবস্থায়ও ফজরের ২ রাকআত ছুন্নাত আদায় করার জন্যে কোনো কোনো ফকীহ অভিমত প্রদান করেছেন। তবে বিতিরের ওয়াজিব নামায অবশ্যই পড়তে হবে, কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না।

অসুস্থ মাযূর ব্যক্তির নামায

মাযূরের পরিচয়:

যিনি কোনো অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে নামাযের আরকান আহকাম তথা ফরয ওয়াজিবগুলো যথাযথভাবে আদায় করতে অক্ষম তাকে মাযূর বলে। যেমন: কেউ শারীরিক অক্ষমতা বা দূর্বলতার কারণে দাড়াতে পারে না অথবা রক্ত ক্ষরণ বা বায়ূ নির্গমনের কারণে অজু রাখতে পারেন না।

মাযূর ব্যক্তির জন্য যা সে না পারে তা মাফ। কুর্আন কারীমে আছে: "আল্লাহ কোনো সত্তাকে তার সাধ্য সামর্থের অধিক দায়িত্ব দেন না।" (ছূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬)।

মাযূর ব্যক্তি যেভাবে নামায আদায় করবেন:

(১) যিনি দাড়াতে পারেন না তিনি বসে নামায আদায় করবেন, বসে না পারলে হেলান দিয়ে বা শুয়ে নামায আদায় করবেন। তাও না পারলে ইশারায় নামায আদায় করবেন।

(২) যিনি অজু রাখতে পারে না তিনি প্রত্যেক নামাযের পূর্বে অজু বা তায়াম্মুম করে নিবেন। এই অজু বা তায়াম্মুম দ্বারা পরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল ফরয নামায, ওয়াজিব নামায, ছুন্নাত নামায, নফল নামায এবং কুর্আন তিলাওয়াত ও তাছবীহ্ তাহ্লীল যিকির আযকার করতে পারবেন। পরের ওয়াক্তে আবার নতুন করে অজু বা তায়াম্মুম করে নিবেন।

কাযা নামাযের পরিচয়

যে নামায সময়মতো আদায় করা হয়নি সে নামাযকে ছলাতুল ফায়িতা (صَلَاةُ الْفَائِتَة) বা কাযা নামায বলে। নামাযের ওয়াক্ত পার হয়ে গেলে ঐ নামায যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়ে নিতে হবে। অনিবার্য কারণ ছাড়া নামায কাযা করা বড় গোনাহের কাজ।

ফরয ও ওয়াজিব নামাযের কাযা আদায় করতে হয়। তাকীদের কারণে ফজরের দুই রাকআত ছুন্নাত নামাযের কাযাও আদায় করা হয়, অন্য কোন ছুন্নাত নামায বা নফল নামায কাযা আদায় করার প্রয়োজন নেই।

উমরী কাযা

উমরী কাযার দুটি সজ্ঞা রয়েছে। যথা: (১) যে নামায আদায় করা হয়নি। এই নামায কাযা আদায় করতে হবে অন্যথায় কাফফারা প্রদান করা ওয়াজিব হবে। যথারীতি ফরয ও ওয়াজিব নামায কাযা আদায়

করতে হবে। এ নামায মাকরূহ ওয়াক্তেও (আছরের পরে এবং ফজরের ওয়াক্তেও) পড়া যায়; কারণ এটি ফরয।

(২) যে নামায পূর্বে পড়া হয়েছে; তবুও এর মানোন্নয়নের জন্য পুনরায় পড়া হচ্ছে। এ নামায মূলত নফল। তাই এরূপ উমরী কাযার মাগরিব ও বিতির চার রাকআত করে আদায় করবে (যেহেতু নফল নামায তিন রাকআত হয় না) এবং নফল নামাযের মতো প্রত্যেক রাকআতে ছূরা ফাতিহার পর ছূরা মিলাবে। এ নামায মাকরূহ সময়ে পড়া যাবে না; কারণ এটি নফল।

কাযা নামাযের মাছায়িল:

১। অনুর্ধ্ব পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত কাযা হলে অবশ্যই সকল কাযা নামায তারতীব বা ধারাবাহিকতা অনুসারে (আগের নামায আগে, পরের নামায পরে) পড়ে নিয়ে পরবর্তী ওয়াক্তের নামায পড়তে হবে। এমতাবস্থায় কাযা রেখে ওয়াক্তিয়া নামায পড়া যাবে না। তবে যদি কাযা আদায় করতে গেলে ওয়াক্তিয়া নামাযও কাযা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় অথবা ওয়াক্তিয়া নামাযের জামাআত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে আগে ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করে পরে কাযা আদায় করতে পারবে। পাঁচ ওয়াক্তের বেশি কাযা হলে তারতীব অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। যেই ওয়াক্তের কাযা সেই ওয়াক্তেও আদায় করা যায় অন্য ওয়াক্তেও আদায় করা যায়। একই সময় কয়েক ওয়াক্তের বা বিভিন্ন ওয়াক্তের কাযা নামায আদায় করা যায়। কাযা নামায অনাদায়ী রেখে নফল নামায পড়া ঠিক নয়, তবে ওয়াজিব নামায আদায় করা যাবে। নামায কাযা হওয়ার কথা ভুলে গেলে, মনে পড়ার সাথে সাথে পড়ে নিতে হবে।

২। কাযা নামায জামাআতে পড়া যেতে পারে যদি একই নামায কয়েক জনের কাযা হয়ে থাকে। একাকী কাযা নামায পড়লে চুপে চুপে পড়তে হবে। বিতির নামাযের কাযা দিনের বেলায় অন্যদের সামনে আদায় করলে, তৃতীয় রাকআতে দোয়া কুনূতের পূর্বে তাকবীর বলার সময় হাত উঠাতে হবে না।

৩। মুছাফির অবস্থায় নামায কাযা হলে, তা যদি মুকীম অবস্থায়ও আদায় করে তবুও কছর আদায় করতে হবে। মুকীম অবস্থায় নামায কাযা হলে, তা যদি মুছাফির অবস্থায় আদায় করে তবুও পুরো ফরয আদায় করতে হবে।

৪। ছুন্নাত ও নফল নামাযের কাযা আদায় করতে হয় না। তবে ফজরের ছুন্নাত কাযা হলে ঐ দিন দুপুর ১২টার পূর্বে (মাকরূহ ওয়াক্তের আগে) আদায় করে নিতে পারলে তা আদায় করা ভাল, কেননা এর বিশেষ তাকীদ রয়েছে।

৫। ফজরের ফরয ও ছুন্নাত উভয় কাযা হলে ঐ দিন দুপুর ১২টার পূর্বে (মাকরূহ ওয়াক্তের আগে) আদায় করলে দুই রাকআত ছুন্নাতসহ

আদায় করবে। তবে যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আদায় করলে শুধু দুই রাকআত ফরয আদায় করতে হবে, ছুন্নাত আদায় করার প্রয়োজন নেই।

৬। কত নামায কাযা হয়েছে তা মনে না থাকলে চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা পারা না যায় তবে অনুমান করে সংখ্যা বের করতে হবে। মন যখন সঠিক সাক্ষ্য দেবে যে, আর কোন নামায কাযা নেই তখন পর্যন্ত কাযা আদায় করতে হবে। বিতিরের ওয়াজিব নামাযেরও কাযা আদায় করতে হবে।

৭। উমরী কাযা বলতে বোঝায় ছয় ওয়াক্ত বা ছয় ওয়াক্তের বেশি কাযা নামায আদায় করা। বিগত জীবনের অনেক বছরের কাযা নামায এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উপরের (৬নং) এর বর্ণিত নিয়ম অনুসারে এই নামায পড়ে যেতে হবে। সহজ হলো প্রতি ওয়াক্তে সেই ওয়াক্তের একাধিক কাযা আদায় করা। মাকরূহ ও নিষিদ্ধ ওয়াক্ত বাদ দিয়ে এই নামায আদায় করতে হবে।

উমরী কাযা আদায় করার সহজ বাংলা নিয়্যাত হলো- 'আমি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় (ফজর/ যোহর/ আছর/ মাগরিব/ ইশা/ বিতির এর) যে নামায কাযা রয়েছে তার প্রথম ওয়াক্ত আদায় করার জন্যে নিয়াত করলাম, আল্লাহু আকবার। এভাবে কাযা আদায় করতে থাকবে, আর হিসাব রাখতে হবে কত ওয়াক্ত আদায় হলো, আর কত ওয়াক্ত বাকি থাকলো।

৮। সদ্য মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তির যিম্মায় যদি অনাদায়ী ফরয ও ওয়াজিব) নামায থাকে, তাহলে বিতিরকে ভিন্ন ওয়াক্ত ধরে (প্রতি দিনে ছয় ওয়াক্ত) হিসেব করে নামাযের কাফফারা প্রদান করতে হবে। প্রতি ওয়াক্তের জন্য কাফফারা হলো এক ফিৎরার সমান। যদি মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করে যান তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে কাফফারা আদায় করতে হবে। আর যদি অছিয়ত না করে থাকেন, তাহলে কাফফারা প্রদান করা উত্তরাধিকারীদের জন্যে ওয়াজিব নয়। তবে যদি স্বেচ্ছায় উত্তরাধিকারীগণ নিজ নিজ অংশ হতে বা সম্মিলিতভাবে প্রদান করেন তাহলে মৃত ব্যক্তি যেমন মুক্তি পাবেন, তেমনি আদায়কারীগণও ছাওয়াবের অধিকারী হবেন। কিন্তু নাবালেগের অংশ থেকে দেওয়া যাবে না।

যেসব অবস্থায় নামাযের কাযা বা কাফফারা ওয়াজিব হয় না:

(১) ছয় বা ততোধিক ওয়াক্ত পাগল অবস্থায় থাকলে।
(২) ছয় বা ততোধিক ওয়াক্ত বেহুশ অবস্থায় থাকলে।
(৩) মহিলাদের হায়েয ও নিফাছ এর সময়।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

জুমুআর নামায ও খুৎবাহ

জুমু'আর নামায আদায়ের নিয়মঃ

প্রথমে একা একা ৪ রাক'আত ছুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ আদায় করিবে। অতঃপর ইমাম সাহেব মুছল্লিগণের দিকে মুখ করিয়া মিম্বারে বসিবেন এবং মুয়াজ্জিন ছাহেব ইমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় আযান দিবেন। আযান শেষে ইমাম সাহেব দাঁড়াইয়া প্রথম খুৎবা শেষে, তিন তাছ্বীহ পরিমাণ সময় বসিয়া অতঃপর দাড়াইয়া দ্বিতীয় খুৎবা পাঠ করিবেন। খুৎবা শেষে দুই রাক'আত ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করিবে। অতঃপর একাকী চার রাকাত ছুন্নাতে 'মুয়াক্কাদাহ্' আদায় করিবে।

জুমুআর প্রথম খুৎবাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى امْتَنَّ عَلٰى عِبَادِهٖ بِنَبِيِّهِ الْمُرْسَلِo صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كِتَابِهِ الْمُنَزَّلِo حَتَّى اتَّسَعَ عَلٰى اَهْلِ الْاَفْكَارِ طَرِيْقُ الْاِعْتِبَارِo بِمَا فِيْهِ مِنَ الْقَصَصِ وَالْاَخْبَارِo وَ اتَّضَحَ بِهٖ سُلُوْكُ الْمَنْهَجِ الْقَوِيْمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِo بِمَا فَصَّلَ فِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِo وَ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِo وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗo وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهُ الَّذِىْ نُزِّلَ الْفُرْقَانُ عَلَيْهِ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًاo صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ

الَّذِيْنَ تَذَكَّرُوْا بِالْقُرْاٰنِ وَ ذَكِّرُوْا بِهِ النَّاسَ تَذْكِيْرًا۝
اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۝
خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهٗ۝ وَ قَالَ عَلَيْهِ
الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ۝ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَاْ وَ ارْتَقِ
وَ رَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا۝ فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ
اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَاُهَا۝ وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ۝ اِنَّ
الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهٖ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ
الْخَرِبِ۝ وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ مَنْ قَرَاَ حَرْفًا
مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ حَسَنَةٌ وَّ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا۝
وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ
فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَ حَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ
الْجَنَّةَ۝ وَ شَفَّعَهٗ فِيْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ
وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ۝ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۝
فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ۝ وَ اِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ
عَظِيْمٌ۝ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ۝ فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ۝
لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۝

জুমুআর ছানী (দ্বিতীয়) খুৎবাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْتَعِيْنُهٗ وَ اَسْتَغْفِرُهٗo وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَاo مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهٗo وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهٗo وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗo اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا
وَّنَذِيْرًا اَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِo مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
فَقَدْ رَشَدَ وَ مَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا
نَفْسَهٗo وَ لَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًاo اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِo اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ
عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا
تَسْلِيْمًاo اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
وَرَسُوْلِكَo وَ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ بَارِكْ عَلٰى مَحَمَّدٍ
وَّاَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖo قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْٓ اَبُوْبَكْرٍo وَ اَشَدُّهُمْ فِىْٓ

اَمْرِاللّٰهِ عُمَرُo وَ اَصْدَقُهُمْ حَيَآءً عُثْمَانُo
وَاَقْضَاهُمْ عَلِيٌّo وَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ اَهْلِ
الْجَنَّةِo وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ
الْجَنَّةِo وَ حَمْزَةُ اَسَدُ اللّٰهِ وَ اَسَدُ رَسُوْلِهٖo اَللّٰهُمَّ
اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَ وَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً لَّا
تُغَادِرُ ذَنْبًاo اَللّٰهَ! اَللّٰهَ! فِيْٓ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْا
هُمْ غَرَضًا مِّنْۢ بَعْدِيْo فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْٓ
اَحَبَّهُمْ وَ مَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْٓ اَبْغَضَهُمْo وَ خَيْرُ
اُمَّتِيْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ
يَلُوْنَهُمْo وَ السُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِo مَنْ
اَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ اَهَانَهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ
يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى
وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِo يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَo فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِيْ
وَ لَا تَكْفُرُوْنِo

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ঈদের নামায আদায়ের নিয়ম

নিয়্যাত: 'আমি ঈদুল ফিতরের দুই রাক'আত ওয়াজিব নামায ৬ তাক্‌বীরের সহিত এই ইমামের পিছনে আদায় করিতেছি। ঈদুল আদহার নামাযে ঈদুল ফিতরের স্থলে 'ঈদুল আদহা' বলিলেই চলিবে।

এই নিয়্যাত মনে স্থির করিবে অথবা মুখে বলিবে। তারপর তাক্‌বীর বলিয়া হাত বাঁধিবে। ছানা পাঠ করিবে। ছানা পাঠ করিবার পর কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া তাক্‌বীর বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। আবার কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া ২য় তাক্‌বীর বলিয়া দুনো হাত ছাড়িয়া দিবে। আবার কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া তাক্‌বীর বলিয়া হাত বাঁধিয়া সূরা ফাতিহা ও অন্য ছূরা-কিরাআত মিলাইয়া যথারীতি রুকু ছিজদা করিয়া দাঁড়াইবে। অতঃপর ২য় রাক'আতের ক্বিরাত শেষ করিবে। রুকুতে যাইবার পূর্বে কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া তাক্‌বীর বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। তাহার পর ২য় ও ৩য় তাক্‌বীরে হাত উঠাইয়া তাক্‌বীর বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। অতঃপর চতুর্থ তাক্‌বীর বলিয়া রুকুতে যাইবে। অবশিষ্ট নামায যথারীতি শেষ করিয়া ছালাম ফিরাইবে। তাহার পর ইমাম ছাহেব মিম্বারে উঠিয়া দুইটি খুৎবাহ পাঠ করিবে।

(মুছল্লিদের জন্য একাগ্রচিত্তে খুৎবাহ্ শোনা ওয়াজিব। খুৎবাহ্ শোনার সময় মুছল্লিদের কথা বলা, চলাফিরা করা, অন্যমনস্ক হওয়া, অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়া জায়েজ নাই। খুৎবার মধ্যে ইমাম যখন তাক্‌বীর বলিবেন, তখন মুছল্লিদের জন্য তাক্‌বীর বলা জায়েজ নাই)।

তাক্‌বীরে তাশরীক

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ٥

অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নাই; আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ঈদুল ফিতরের নামাযে যাওয়ার সময় এই দু'আ আস্তে আস্তে পড়তে হবে। আর ঈদুল আদহার নামাযে যাওয়ার সময় জোরে জোরে পড়তে হবে।

ঈদুল ফিতরের খুৎবাহ্

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُنْعِمِ
الْمُحْسِنِ الدَّيَّانِ ذِىْ الْفَضْلِ وَ الْجُوْدِ وَالْاِحْسَانِ
ذِىْ الْكَرَمِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْاِمْتِنَانِo اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
وَلِلّٰهِ الْحَمْدُo وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ
لَا شَرِيْكَ لَهٗo وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗo الَّذِىْٓ اَرْسَلَ حِيْنَ شَاعَ
الْكُفْرُ فِى الْبُلْدَانِo صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اٰلِهٖ
وَاَصْحَابِهٖ مَا لَمَعَ الْقَمَرَانِ وَ تَعَاقَبَ الْمَلَوَانِo
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo اَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ
يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ لِّلّٰهِ عَلَيْكُمْ فِيْهِ عَوَآئِدُ
الْاِحْسَانِo وَ رَجَآءُ نَيْلِ الدَّرَجَاتِ وَ الْعَفْوِ
وَالْغُفْرَانِo اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo وَ قَدْ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ
عِيْدًا وَّ هٰذَا عِيْدُنَاo اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo
وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاِذَا كَانَ
يَوْمُ عِيْدِ هِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ فِطْرِ هِمْ بَاهٰى بِهِمْ
مَّلٰٓئِكَتَهٗ فَقَالَ يَا مَلَآئِكَتِىْ مَا جَزَآءُ اَجِيْرٍ وَّفّٰى
عَمَلَهٗo قَالُوْا رَبَّنَا جَزَآئُهٗ اَنْ يُّوَفّٰى اَجْرَهٗo قَالَ
مَلَآئِكَتِىْ عَبِيْدِىْ وَ اِمَآئِىْ قَضَوْا فَرِيْضَتِىْ عَلَيْهِمْ
ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَى الدُّعَآءِo وَ عِزَّتِىْ وَ جَلَالِىْ
وَ كَرَمِىْ وَ عُلُوِّىْ وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَاُجِيْبَنَّهُمْ
فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَ بَدَّلْتُ
سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍo قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا
لَّهُمْo اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ
اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo وَ هٰذَا الَّذِىْ ذُكِرَ
فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ كَانَ فَضْلَهٗ وَ اَمَّآ اَحْكَامُهٗ مِنْ
صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَ الصَّلٰوةِ وَ الْخُطْبَةِo

نَعَمْ بَقِيَتِ الْمَسْئَلَتَانِo فَنَذْكُرُهُمَا الْاٰنَo اَللّٰهُ
اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo وَ اَمَّا مِنْ اَحْكَامِهٖ اَلْاَوَّلُ
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ
ثُمَّ اَتْبَعَهٗ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِo
اَلثَّانِيَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُكَبِّرُ
بَيْنَ اَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيْرَ فِيْ خُطْبَةِ
الْعِيْدَيْنِo اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِo قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىo وَ
ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰىo اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo

ঈদুল আদহার খুৎবাহ্

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ
لِكُلِّ اُمَّةٍ مَّنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا
رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِo وَ عَلَّمَ التَّوْحِيْدَ
وَاَمَرَ بِالْاِسْلَامِo اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo وَنَشْهَدُ
اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ
اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهُ الَّذِىْ
هَدَانَآ اِلٰى دَارِ السَّلَامِo اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ قَامُوْا
بِاِقَامَةِ الْاَحْكَامِo وَ بَذَلُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِo فَيَالَهُمْ مِّنْ كِرَامٍo وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا
كَثِيْرًاo اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ
اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo اَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ شَرَعَ لَكُمْ فِيْهِ مَعَ

اَعْمَالٍ اُخَرَ قَدْ سَبَقَتْ فِي الْخُطْبَةِ قَبْلَ هٰذَا
الْعَشْرِ ذَبْحَ الْاُضْحِيَّةِ بِالْاِخْلَاصِ وَ صِدْقِ النِّيَّةِ
وَ بَيَّنَ نَبِيُّهٗ وَ صَفِيُّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
وُجُوْبَهَا وَ فَضَآئِلَهَاo وَ دَوَّنَ عُلَمَآءُ اُمَّتِهٖ مِنْ
سُنَنِهٖ فِيْ كُتُبِ الْفِقْهِ مَسَآئِلَهَاo اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ
الْحَمْدُo فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ مَا عَمِلَ
ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَّوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ
اِهْرَاقِ الدَّمِo وَ اِنَّهٗ لَيَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا
وَ اَشْعَارِهَا وَ اَظْلَافِهَاo وَ اِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ
بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًاo
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo وَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا هٰذِهِ
الْاَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ
وَ السَّلَامُo قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ!

قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌo قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِo قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌo اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ وَّجَدَ سَعَةً لِّاَنْ يُّضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَاo اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُo وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَلْاَضَاحِيُّ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْاَضْحٰىo وَ عَنْ عَلِيٍّ مِّثْلُهٗo وَ هٰذَا بَعْضٌ مِّنَ الْفَضَآئِلِo وَ تَعَلَّمُوْا مِنَ الْعُلَمَآءِ الْمَسَآئِلَo اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِo لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآئُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَo

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

দুই ঈদের ছানী খুৎবা জুমু'আর ছানী খুৎবার মতই। তবে ঈদের খুৎবায় আগে পরে তাকবীর বাড়াইতে হইবে।

ত্রিংশ অধ্যায়

বিবাহ

বিবাহের শর্তসমূহ:

বিবাহের শর্ত ৩টি: ইজাব-কবুল (প্রস্তাব-গ্রহণ), মহর, সাক্ষ্য। মহর নির্ধারিত না করে বিয়ে সম্পন্ন করলে 'মহরে মিছ্‌ল' (সমপর্যায়ের-উপযুক্ত মহর, অর্থাৎ অনুরূপ মেয়ের যেরূপ মহর হতে পারে সেরূপ) বর্তাবে।

মহরে ফাতেমীর পরিচয়, পরিমাণ ও বিধান:

হযরত নবী কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) এর জন্য নির্ধারিত মহরের পরিমাণকে মহরে ফাতেমী বলে।

এর পরিমাণ ছিলো, সাড়ে বারো উকিয়া তথা ৫০০ দিরহাম রৌপ্য।

১ দিরহাম = ২.৯৭৫ গ্রাম।

১১.৩৩৩ গ্রাম = ১ তোলা বা ১ ভরি।

৫০০ দিরহাম = (৫০০ x ২.৯৭৫) = ১৪৮৭.৫০ গ্রাম।

১৪৮৭.৫০ গ্রাম = (১৪৮৭.৫০/১১.৩৩৩) = ১৩১.২৫৩ ভরি বা ১৩১ ভরি ৩ মাশা প্রায়।

যার বর্তমানে (২০১৭ সালে) বাজার মূল্য হবে:

প্রতি ভরি (রূপা) ১,১০০ টাকা হারে ১৩১.২৫৩ ভরির মূল্য (১৩১.২৫৩ x ১,১০০) = ১,৪৪,৩৭৮.৩০ টাকা। অর্থাৎ দেড় লাখ টাকা প্রায়।

অনেকে মহব্বত করে নিজের জন্য বা স্বজনদের জন্য মহরে ফাতেমী পছন্দ করেন। মহরে ফাতেমী ছুন্নাত নয়। সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী মহর নির্ধারণ করতে হয় এবং তা পরিশোধ করতে হয়। মহর আদায় না করে মারা গেলে ঋণ হিসেবে তা পরিশোধ পূর্বক সম্পদ বন্টন করতে হয়।

বিবাহের খুৎবাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَا تِ اَعْمَالِنَاo مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗo وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗo اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَo يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءًo وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَo اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًاo يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًاo يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْo وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًاo قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ. وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلنِّكَاحُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ.

বর কনে- নব দম্পতির জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَ بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

একত্রিংশ অধ্যায়

রমাদানের মাছায়িল

রোজার ফরয দুইটি:

(১) নিয়্যাত অর্থাৎ সংকল্প করা। (২) ভোর (ছুবহে ছাদিক) হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকা।

* নিয়্যাত অর্থ মনের ইচ্ছা। নিয়্যাতের কোন ভাষা নাই, মুখে বলিবারও প্রয়োজন নাই। আরবীতে নিয়্যাত করিলে বাড়তি কোন ছাওয়াব নাই। বরং আরবী উচ্চারণ ভুল হইলে উল্টা গুনাহের আশঙ্কা আছে।

{যে কোন আরবী পাঠে ছাওয়াব হয় না, কেবল মাত্র কুর্আন-হাদীছ পাঠে ছাওয়াব পাওয়া যায়}

রমাদানের ছুন্নাত ৫টি:

(১) ছাহ্রী খাওয়া, (২) ইফতার করা, (৩) কুর্আন শরীফ তিলাওয়াত করা, (৪) ২০ রাকাআত তারাবীহ্ ছুন্নাত নামায আদায় করা, (৫) ই'তিকাফ করা।

রোজা ভঙ্গের মূল কারণ ২টি:

(১) পানাহার করা। (খাদ্য ও পানীয়বস্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, অখাদ্য বস্তু সেচ্ছায় ভক্ষণ করা।) (২) যৌন কর্ম করা।

* ধুমপান ও ইনহেলার ব্যবহার এবং আগরবাতির ধোঁয়া নাকে মুখে প্রবেশ করিলে রোজা ভঙ্গ হইবে।

* রোজার কথা ভুলিয়া গিয়া এই সব করিলে রোজা ভঙ্গ হইবে না।

রোজা ভঙ্গ হয় না:

(১) স্বপ্নদোষ হইলে, (২) কোন কিছুর ঘ্রাণ নিলে, (৩) মুখের থুথু, কফ বা শ্লেষ্মা বাহির না করিয়া গিলিয়া ফেলিলে, (৪) বমি হইলে, (৫) রক্ত বাহির হইলে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

যাকাতের মাছায়িল

নিছাবের পরিমাণ সম্পদ: সাড়ে সাত ভরি (তোলা) স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সমমূল্যের ব্যবসা পণ্য বা নগদ টাকা, ঋণ ছাড়া যদি থাকে তবে ইহাকে নিছাব বলে এবং এ পরিমাণ সম্পদের অধিকারীকে মালিকে নিছাব বলে।

- মালিকে নিছাব যাকাত, ফিৎরা ও ছদকা গ্রহণ করিতে পারেন না।
- ঈদুল ফিতর এর দিন যাহার নিকট নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকিবে, তিনি নিজের ও পরিবারের সকলের ফিৎরা আদায় করা ওয়াজিব।
- ঈদুল আদহা এর দিন ও পরবর্তী দুই দিন মালিকে নিছাব থাকিলে বা হইলে তাহার জন্য নিজের কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে।
- নিছাব পরিমাণ সম্পদ কাহারো মালিকানায় এক বৎসর অতিক্রম করিলে, সমূদয় সম্পদের যাকাত (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) আদায় করিতে হইবে।

যাকাত ছদকা ও ফিৎরা এবং মান্নাত গ্রহণের যোগ্য যারা: (১) ফকীর বা মিছকীন, (২) মুজাহিদ, (৩) মুছাফির (বিপদগ্রস্ত হইলে)।
* ইছলামী খিলাফত রাষ্ট্রে সরকার কর্তৃক পরিচালিত যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দের বেতন ভাতা হিসাবেও দেওয়া যাইবে। যাহারা মালিকে নিছাব নয় তাহাদিগকে কুর্আন, হাদীছ ও ফিকহের পরিভাষায় ফকীর বা মিছকীন বলা হয়।

এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে ঘোষণা হয়েছে-

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

"মূলত ছদাকাত হলো- (১) ফকীর, (২) মিছকীন, (৩) যাকাত কর্মী, (৪) অনুরক্ত ব্যক্তি, (৫) কৃতদাস, (৬) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, (৭) আল্লাহর পথে জিহাদ ও (৮) বিপদগ্রস্থ বিদেশী মুছাফিরের জন্য। এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম কৌশলী।" (ছূরা-৯ [১১৩] তাওবাহ, রুকূ: ৮, আয়াত: ৬০, পারা: ১০)।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

হাজ্জের মাছায়িল

لَبَّيْكَ. اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

হাজ্জের ফরয ৩টি:

(১) ইহরাম বা ইচ্ছা করা,

(২) অকূফে আরাফা করা (৯ জিলহাজ্জ যোহর হইতে ১০ জিলহাজ্জ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যেই কোন সময় আরাফাতে অবস্থান করা),

(৩) তাওয়াফে যিয়ারত করা (১০ জিলহাজ্জ ভোর হইতে ১২ জিলহাজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যেই কোন সময় কাবা ঘর তাওয়াফ করা)।

হাজ্জের ওয়াজিব ৭টি:

(১) মুযদালিফা নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করা (আরাফাত হইতে মীনাতে ফিরার পথে ১০ জিলহাজ্জ ভোর [ছুবহে ছাদিক] হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে)।

(২) ছাফা ও মারওয়া ছায়ী করা বা দৌড়ানো,

(৩) শয়তানকে পাথর মারা,

(৪) তামাত্তু ও কিরান হাজ্জে কুরবানী করা,

(৫) মাথার চুল কামায়ে বা কেটে ইহরাম খোলা,

(৬) বিদায়ী তাওয়াফ করা।

(৭) মদীনা শারীফ (রওযাতুন্নাবী) যিয়ারত করা। (আসান ফিকাহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫০)।

হাজ্জের ছুন্নাত ১০টি:

১. ইফরাদ ও কিরান হাজ্জকারীর জন্য তাওয়াফে কুদূম বা প্রথম তওয়াফ করা।

২. তাওয়াফের সময় (প্রথম ৩ চক্করে) রমল করা (সৈনিকের মত

বীরদর্পে চলা)।

৩. খলীফা অথবা তাহার প্রতিনিধি ৩ জায়গায় খুৎবাহ (ভাষণ) দেওয়া। (ক) ৭ জিলহাজ্জ মক্কা শরীফে, (খ) ৯ জিলহাজ্জ আরাফাতে, (গ) ১১ জিলহাজ্জ মীনাতে।

৪. ৮ জিলহাজ্জ মক্কা শরীফ হইতে মীনাতে গিয়ে যোহর, আছর, মাগরিব, ইশা ও পরের দিন ফজর নামায আদায় করা এবং রাতে সেখানে অবস্থান করা।

৫. ৯ জিলহাজ্জ সূর্যোদয়ের পর মীনা হতে আরাফাতের দিকে রওয়ানা হওয়া।

৬. অকূফে আরাফা বা আরাফাতে অবস্থানের জন্য যোহরের পূর্বে গোছল করা।

৭. ৯জিলহাজ্জ আরাফাতে অবস্থান করিয়া সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হওয়া।

৮. মুযদালিফায় গিয়ে মাগরিব ও ইশা একত্রে (ইশার ওয়াক্তে-জামেয়ে তাখীর) আদায় করা।

৯. ১০, ১১ ও ১২ জিলহাজ্জ মীনাতে রাত্রি যাপন করা।

১০. মীনা হতে মক্কা শরীফ প্রত্যাবর্তনকালে (মাসজিদে খাইফের নিকটে) 'মুহাচ্ছার' নামক জায়গায় কিছু সময় অবস্থান করা।

হাজ্জে বদল বা বদলী হাজ্জ

হাজ্জ ফরয অবস্থায় কাহারো মৃত্যু হইলে অথবা অসুস্থতা বা কোনো উযরের কারণে হাজ্জ আদায় করতে না পারলে তাহার পক্ষে অন্য কারো দ্বারা বদলী হাজ্জ করানো আবশ্যক।

আলিম ও পরহেজগার ব্যক্তি দ্বারা বদলী হাজ্জ করানো উত্তম।

যিনি বদলী হাজ্জ করবেন তাহার পূর্বে হাজ্জ করা শর্ত নয়; তবে নিজের উপর হাজ্জ ফরয থাকলে তা আদায় না করে বদলী হাজ্জ কারা যাবে না।

চতুর্ত্রিংশ অধ্যায়

ইসলামী সাধারণ জ্ঞান

আরবী ৭দিনের নামঃ

ইয়াওমুছ ছাবত, ইয়াওমুল আহাদ, ইয়াওমুল ইছনাইন, ইয়াওমুছ ছুলুছা, ইয়াওমুল আরবিআ, ইয়াওমুল খামীছ, ইয়াওমুল জুমুআহ।

বাংলা ৭দিনের নামঃ

শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার।

আরবী ১২ মাসের নামঃ

মুহাররম, ছফর, রবিউল আউওয়াল, রবীউছ ছানী, জুমাদাল উলা, জুমাদাল উখরা, রজব, শা'বান, রমাদান, শাউওয়াল, যুল কা'দাহ, যুল হাজ্জাহ।

বাংলা ১২ মাসের নামঃ

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র।

ষড়ঋতুর নামঃ

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।

ইংরেজি ১২ মাসের নামঃ

জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বও, অক্টোবর, নভেম্বও, ডিসেম্বর।

ইসলামী উৎসব ও ইবাদাতের দিনসমূহঃ

সোমবার, শুক্রবার, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আদহা, শবে কদর, শবে বারাত, শবে মিরাজ, শবে জুমুআহ, ফাতেহা দোয়াজদাহুম, আখেরী চাহার শোম্বা, আশুরা।

ঈমানের মৌলিক ৩টি বিষয়ঃ

তাওহীদ, রিছালাত, আখিরাত।

ঈমানের ৭৭ শাখার প্রধান ৭টিঃ

আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রছূল, আখিরাত, তাকদীর, পুনরুত্থান।

চার কিতাব:
তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল, কুর্আন।

চার ফেরেশতা:
হযরত জিবরাঈল (আ.), হযরত মীকাঈল (আ.), হযরত ইছরাফীল (আ.), হযরত আজরাঈল (আ.)।

শরীয়তের চার উছূল (মূলনীতি):
কুর্আন, হাদীছ, ইজমা, কিয়াছ।

চার খলীফা:
হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) হযরত উছমান (রা.), হযরত আলী (রা.)।

চার মাযহাব:
হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী, হাম্বলী।

চার ইমাম:
ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিয়ী (র.), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায:
ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব, ইশা।

পাঁচ ওয়াক্ত নফল নামায:
তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, যাওয়াল, আওয়াবীন।

ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ:
কালেমা (ঈমান), নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়:
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।

ষড়রিপু:
কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য।
(ষড়রিপু দমন হলে, সবাই তাকে মুমিন বলে)।

সাত দোযখ:
জাহান্নাম, হাবীয়াহ, জাহীম, ছাকার, ছায়ীর, হুতামাহ, লাযা।

আট বেহেশত:
জান্নাতুল ফিরদাউস, জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতু আদন, দারুন নাঈম, দারুছ ছালাম, দারুল কারার, দারুল মাকাম, দারুল খুলদ।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

আছমায়ে হুছনা আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নাম

قَالَ اللهُ تَعَالٰى: اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

আল্লাহ তাআলা বলেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا. مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

রছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন: আল্লাহ্ তা'আলার ৯৯টি নাম আছে, যে ঐগুলি স্মরণে রাখিবে সে জান্নাতে যাইবে।

هُوَاللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ			الرَّحْمٰنُ	الرَّحِيْمُ	اَلْمَلِكُ	اَلْقُدُّوْسُ
اَلسَّلَامُ	اَلْمُؤْمِنُ	اَلْمُهَيْمِنُ	اَلْعَزِيْزُ	اَلْجَبَّارُ	اَلْمُتَكَبِّرُ	اَلْخَالِقُ
اَلْبَارِئُ	اَلْمُصَوِّرُ	اَلْغَفَّارُ	اَلْقَهَّارُ	اَلْوَهَّابُ	اَلرَّزَّاقُ	اَلْفَتَّاحُ
اَلْعَلِيْمُ	اَلْقَابِضُ	اَلْبَاسِطُ	اَلْخَافِضُ	اَلرَّافِعُ	اَلْمُعِزُّ	اَلْمُذِلُّ
اَلسَّمِيْعُ	اَلْبَصِيْرُ	اَلْحَكَمُ	اَلْعَدْلُ	اَللَّطِيْفُ	اَلْخَبِيْرُ	اَلْحَلِيْمُ
اَلْعَظِيْمُ	اَلْغَفُوْرُ	اَلشَّكُوْرُ	اَلْعَلِيُّ	اَلْكَبِيْرُ	اَلْحَفِيْظُ	اَلْمُقِيْتُ
اَلْحَسِيْبُ	اَلْجَلِيْلُ	اَلْكَرِيْمُ	اَلرَّقِيْبُ	اَلْمُجِيْبُ	اَلْوَاسِعُ	اَلْحَكِيْمُ
اَلْوَدُوْدُ	اَلْمَجِيْدُ	اَلْبَاعِثُ	اَلشَّهِيْدُ	اَلْحَقُّ	اَلْوَكِيْلُ	اَلْقَوِيُّ
اَلْمَتِيْنُ	اَلْوَلِيُّ	اَلْحَمِيْدُ	اَلْمُحْصِىْ	اَلْمُبْدِئُ	اَلْمُعِيْدُ	اَلْمُحْيِىْ
اَلْمُمِيْتُ	اَلْحَيُّ	اَلْقَيُّوْمُ	اَلْوَاجِدُ	اَلْمَاجِدُ	اَلْوَاحِدُ	اَلْاَحَدُ
اَلصَّمَدُ	اَلْقَادِرُ	اَلْمُقْتَدِرُ	اَلْمُقَدِّمُ	اَلْمُؤَخِّرُ	اَلْاَوَّلُ	اَلْاٰخِرُ
اَلظَّاهِرُ	اَلْبَاطِنُ	اَلْوَالِىْ	اَلْمُتَعَالِىْ	اَلْبَرُّ	اَلتَّوَّابُ	اَلْمُنْتَقِمُ
اَلْعَفُوُّ	اَلرَّءُوْفُ	مَالِكُ الْمُلْكِ		ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ		اَلْمُقْسِطُ
اَلْجَامِعُ	اَلْغَنِيُّ	اَلْمُغْنِىْ	اَلْمُعْطِىْ	اَلْمَانِعُ	اَلضَّآرُّ	اَلنَّافِعُ
اَلنُّوْرُ	اَلْهَادِىْ	اَلْبَدِيْعُ	اَلْبَاقِىْ	اَلْوَارِثُ	اَلرَّشِيْدُ	اَلصَّبُوْرُ

পরিশিষ্ট্য

কুর্আন পরিচয়

কুর্আন মানে পাঠ, পঠিত, পাঠযোগ্য, পঠনীয়, পঠিতব্য। ক্বিরাত মানে পাঠ, আবৃতি, বিবৃতি। তিলাওয়াত মানে অধ্যয়ন, উপস্থান, পরিবেশন।

পবিত্র কুরআন কোনো সাধারণ সাহিত্যপত্র নয়; তবে সাহিত্য মানোত্তীর্ণ। আল কুরআন কোনো সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ নয়; তবে এতে রয়েছে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলীল প্রমাণ। কুরআন হাকীম কোনো সাধারণ বিজ্ঞান বই নয়; তবে এতে রয়েছে বৈজ্ঞানীক তথ্য ও তত্ত্ব। কুরআন মাজীদ কোনো সাধারণ ধর্মগ্রন্থ নয়; এটি সকল ধর্মের সার নির্যাস। কুর্আন আযীয কোনো গল্পগ্রন্থ নয়; তবে এতে আছে প্রচুর শিক্ষণীয় সত্য কাহিনী সম্ভার। কুরআন আযীম কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়; তবে এটি কাব্য রসে সিক্ত কালজয়ী মহাকব্য। কুরআন কারীম দুনিয়াবী কিতাব নয়; তবে দুনিয়ার সকল বিষয়ের নিদের্শনা রয়েছে এতে।

ওহী বা প্রত্যাদেশ দ্বিবিধ, মাতলূ ও গয়রে মাতলূ। মাতলূ অর্থ যা তিলাওয়াত বা আবৃত্তি করা হয়। গয়রে মাতলূ অর্থ যা তিলওয়াত করা হয় না। মূলত কুর্আন হলো ওহী মাতলূ এবং হাদীছ হলো ওহী গয়রে মাতলূ। কুর্আন নামাযে পাঠ করা হয় এজন্য এটি মাতলূ নামে অভিহিত। হাদীছ সাধারণ নামাযে পাঠ করা হয় না, তাই এটি গয়রে মাতলূ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এতদোভয়ই ওহী অর্থাৎ আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ। পার্থক্য হলো কুর্আনের ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর তরফ থেতে আগত আর হাদীছের ভাব আল্লাহর তরফ থেকে হলেও ভাষা নবীজি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর মুখ নিসৃত। কোনো হাদীছ আল্লাহর ভাব ও বর্ণনায় বিবৃত হলে তা 'হাদীছে কুদছী' নামে পরিচিত।

ভাষা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। গড়ে প্রতি বারো মাইল বা বিশ কিলোমিটার অন্তর ভাষার ধ্বনি বা উচ্চারণে তারতম্য সৃষ্টি হয়। সেহেতু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর মুখ নিসৃত বাণীও ভাব বজায় রেখে পরিবর্তিত রূপে বর্ণনা করা যায়। যাকে 'রিওয়াইয়াত বিল মা'আনা' তথা ভাব বর্ণনা এবং 'রিওয়াইয়াত বিল হুকুম' অর্থাৎ বিধান বর্ণনা বলা হয়।

সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুরআন, যার হেফাজত বা সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জিম্মাদারীতে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং অবশ্যই আমিই তা সংরক্ষণ করবো।" (ছূরা-১৫ [৫৪] হিজর, আয়াত: ৯)। "নিশ্চয় সে কুর্আন সংরক্ষিত লিপিতে রয়েছে; তা পবিত্রগণ ব্যতীত

কেউ স্পর্শও করতে পারে না। যা বিশ্বপ্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" (ছূরা-৫৬ [৪৬] ওয়াকিআহ, আয়াত: ৭৭-৮০)। যা অবতারিত হয়ে রূহুল আমীন খ্যাত সবচেয়ে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.) এর মাধ্যমে। "বরং তা সম্মানিত কুর্আন; আছে সংরক্ষিত পটে।" (ছূরা-৮৫ [২৭] বুরূজ, আয়াত: ২১-২২)। দুনিয়াতে কুর্আন এসেছে আল আমীন বা বিশ্বাসী উপাধীতে ভূষিত আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর উপরে। তদুপরি আল্লাহ পাক বলেছেন: "(হে রসূল! সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি দ্রুত আত্মস্থ করার জন্য জবান নাড়াতে হবে না। নিশ্চয় আমারই জিম্মায় তা একত্রিত করা ও পাঠ করানোও। আর যখন আমি তা পাঠ করাই, তখন আপনি তার অনুসরণ করুন। (ছূরা-৭৫ [৩১] কিয়ামাহ, আয়াত: ১৬-১৯)। এতদ সত্ত্বেও কুরআন কারীম অন্তত সাত ভাবে পড়ার বৈধ অনুমোদন দিয়েছেন শরীয়ত প্রবক্তা হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম। যার প্রতিটিই বিশুদ্ধ। তিনি বলেন: 'নিশ্চয় এই কুর্আন সাত বর্ণে অবতীর্ণ; সুতরাং তোমরা পড় তার যেটি তোমার সহজ হয়।' (আবু দাউদ শরীফ)। কুর্আন শরীফের এই ক্বিরাতের বা পাঠের ভিন্নতায় অর্থে যেমন বৈচিত্র আসে; তেমনি ভাবেও আসে সমৃদ্ধি এবং তাফছীরে উন্মোচিত হয় নতুন নতুন দিগন্ত; বিধানে আসে সাবলিলতা।

পবিত্র কুর্আনের ৭ ক্বারী ও ১৪ রাবী:

কুর্আন কারীম তিলাওয়াতের সর্বসম্মত (متواتر) ৭টি পাঠ রয়েছে, যাকে ক্বিরাতে ছাবআহ (قراءة سبعة) বা সাত ক্বিরাত বলা হয়। আরো তিনটি ক্বিরাত রয়েছে যেগুলোকে ক্বিরাতে মাশহুরা (قراءة مشهورة) বলা হয়। এছাড়া আরো সাতটি ক্বিরাত রয়েছে যেগুলোকে ক্বিরাতে শায্যাহ (قراءة شاذة) বলে। যেহেতু ৭ ক্বিরাত প্রমাণিত তাই কুর্আন কারীম এর লেখার বিশেষ পদ্ধতি তথা রছমে উছমানীতে (رسم عثمانى) সযত্নে এগুলো রক্ষা করা হয়েছে। যাতে বিজ্ঞ ক্বারী তার পছন্দ মত ক্বিরাত তিলাওয়াত করতে পারেন। যেমন: সূরা ফাতিহায় মালিকি শব্দটি আলিফ ছাড়া (ملك) লিখা হয়েছে। যাতে মাদসহ ও মা ছাড়া উভয়ভাবে পড়া যায়।

প্রতিটি ক্বিরাতের ১জন ক্বারী (ইমাম) এবং প্রত্যেক ক্বারী'র ২ জন বিখ্যাত মাশহুর রাবী বা বর্ণনাকারী রয়েছেন।

পবিত্র কুর্আনের ৭ ক্বারী ও ১৪ রাবী'র নাম (মুতাওয়াতির)

ক্রম	ক্বারী'র নাম	জন্ম	ওফাত	রাবী'র	জন্ম	ওফাত
১	**নাফে মাদানী** ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু নাঈম ইবনে আবু রুওয়ঈম লাইছী ইস্পাহানী	৭০	১৬৯ (৭৮৫)	**কালূন** আবু মুছা ঈছা ইবনে মিনা যারকী যুহরী	১২০	২২০ (৮৩৫)
				ওয়ারশ উছমান ইবনে ছাঈদ কুতবী মিসরী কুরাঈশী	১১০	১৯৭ (৮১২)
২	**ইবনে কাছীর মাক্কী** আবদুল্লাহ আবু মাবাদ আত্তার দারী ফারসী	৪৫	১২০ (৭৩৮)	**বাযযী** আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আবুল হাছান ফারসী	১৭০	২৫০ (৮৬৪)
				কুম্বুল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান মাখযুমী আবু আমর	১৯৫	২৯১ (৯০৪)
৩	**আবু আমর** ইবনে আলা যুবান ইবনে আলা তামীমী মাযীনী, বাসরী	৬৮	১৫৪ (৭৭০)	**দূরী** আবু আমর হাফছ ইবনে উমার ইবনে আবদুল আযীয বাগদাদী নাহভী	১৫০	২৪৬ (৮৬০)
				ছূছী আবু শুআঈব ছালিহ ইবনে যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইছমাঈল ইবনে যারূদ রিক্কী	?	২৬১ (৮৭৪)
৪	**ইবনে আমির দামিশকী** আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে ইয়াযীদ ইবনে তামীম ইবনে রবীআহ ইয়াহছাবী	৮	১১৮ (৭৩৬)	**হিশাম** আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবনে আম্মার ইবনে নুছাইরী ইবনে মাইছারাহ ছালামী দামাশকী	১৫৩	২৪৫ (৮৫৯)
				ইবনে যাকওয়ান আবু আমর আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ কুরাঈশী দামাশকী	১৭৩	২৪২ (৮৫৬)
৫	**আছিম কূফী** আবু বাকার আছিম ইবনে আবুন নাজূদ আছাদী	?	১২৭ (৭৪৫)	**শু'বাহ** আবু বাকার শু'বাহ ইবনে আইয়াশ ইবনে ছালীম কূফী নাহশালী	৯৫	১৯৩ (৮০৯)
				হাফছ আবু আমার হাফছ ইবনে ছুলাইমান ইবনে মুগীরাহ ইবনে আবু দাউদ আছাদী কূফী	৯০	১৮০ (৭৯৬)
৬	**হামযাহ যাইয়্যাত** আবু ইমারাহ হামযাহ ইবনে হাবীব যাইয়্যাত তাইমী	৮০	১৫৬ (৭৭৩)	**খালাফ** আবু মুহাম্মাদ আছাদী বাজ্জার বাগদাদী	১৫০	২২৯ (৮৪৪)
				খাল্লাদ আবু ঈছা খাল্লাদ ইবনে খালিদ বাগদাদী	?	২২০ (৮৩৫)
৭	**কিছায়ী** আবুল হাছান আলী ইবনে হামযাহ আছাদী	১১৯	১৮৯ (৮০৪)	**লাঈছ** আবুল হারিছ লাঈছ ইবনে খালিদ বাগদাদী	?	২৪০ (৮৫৪)
				দূরী আবু আমর হাফছ ইবনে উমার ইবনে আবদুল আযীয বাগদাদী	?	২৪৬ (৮৬০)

৩ ক্বারী ও ৬ রাবী (মাশহুর)

১	**আবু জাফর** ইয়াযীদ ইবনে কা'কা' মাখযুমী মাদানী		১৩০	**ঈছা ইবনে ভিরদান** আবুল হারিছ মাদানী	?	১৬০
				ইবনে জুম্মাহ আবু রাবী ছুলাইমান ইবনে মুছলিম ইবনে জুম্মাহ মাদানী	?	১৭০
২	**ইয়াকুব** আবু মুহাম্মাদ ইয়াকুব ইবনে ইছহাক ইবনে যাইদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু ইছহাক হাযরামী বাসরী	১১৭	২০৫	**রুওয়াইছ** আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুতাওয়াক্কিল বাসরী	?	২৩৮
				রাওহ্ আবুল হাছান রাওহ্ ইবনে আবদুল মুমিন বাসরী হুযাইলী	?	২৩৪
৩	**খালাফ** আবু মুহাম্মাদ আছাদী বাযযার বাগদাদী	১৫০	২২৯	**ইছহাক** আবু ইয়াকুব ইছহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে উছমান মারূযী বাগদাদী	?	২৮৬
				ইদরীছ আবুল হাছান ইদরীছ ইবনে আবদুল কারীম হাদ্দাদ বাগদাদী	১৮৯	২৯২

সূত্র: উইকিপিডিয়া

কুরআন কি? লিখা, উচ্চারণ নাকি অর্থ? লিখা, উচ্চারণ ও অর্থ এই তিনের সম্মিলিত নাম কুরআন।

কুরআন পাকের হক (অধিকার বা কর্তব্য) ৪টি: (১) ঈমান বা বিশ্বাস করা যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ কিতাব যা হযরত মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, ইহাতে অনুসরণকারীগণের জন্য হিদায়াত তথা দুনিয়ার শান্তি পরকালের মুক্তি নিহিত রয়েছে। (২) ছহীহ্ভাবে তিলাওয়াত করা। (৩) সঠিকভাবে অর্থ বুঝা। (৪) পরিপূর্ণরূপে আমল করা।

তিনটি বস্তু দেখলে ছাওয়াব হয়: (১) কুরআন শরীফ। (২) কাবা শরীফ। (৩) পিতা মাতার চেহারা মুবারক।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে ফরয ৩টি: (১) হারফগুলি সঠিকভাবে উচ্চারণ করা। (২) হারকাত তাড়াতাড়ী পড়া। (৩) মাদ হলে টেনে পড়া।

কুরআন শরীফ পড়তে তিনটি কাজ করতে হয়: (১) পবিত্র হওয়া (ফরয)। (২) আউযু বিল্লাহ্ পড়া (ওয়াজিব)। (৩) বিছমিল্লাহ্ পড়া (ছুন্নাত)।

তিনটি কাজে পবিত্রতা প্রয়োজন (ফরয) হয়: (১) নামায পড়া। (২) কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা। (৩) কুর্আন শরীফ স্পর্শ করা।

তিন প্রকার লোকের ভুল মাফ হয়: (১) যারা ছহীহ্ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, (২) যারা ছহীহ্ করার চেষ্টায় রত আছেন, (৩) যাদের ছহীহ্ শিক্ষার সুযোগ নাই বা ছহীহ ও ভুলের জ্ঞান নাই।

কুরআন কারীমের রছমেখত ও ব্যাকরণ: কুরআন মাজীদে কোন কোন শব্দকে কখনও কখনও বিশেষ ব্যতিক্রমী নিয়মে লিখা হয়েছে। যা ব্যাকরণের সাধারণ সূত্রের ব্যতিক্রম। পরিভাষায় একে 'রছমেখত' বলা হয়। কুরআন কারীম লিখার ক্ষেত্রে এটি অনুসরণ করা ওয়াজিব। যেমন, (১) الْعٰلَمِيْنَ (২) الرَّحْمٰنِ (৩) مٰلِكِ। কিন্তু এই সকল শব্দ অন্যত্র লিখতে হলে ব্যাকরণ অনুসারে লিখতে হবে। যথা: (১) العَالَمِيْنَ (২) الرَّحْمَانِ (৩) مَالِكِ। (ক) فِرْدَوْس عَالَم (খ) عَبْدُ الرَّحْمَان (গ) عَبْدُ الْمَالِك।

তারতীল, তাদবীর ও হদর

অনেকে মনে করেন 'ক্বিরাত' মানে সুর করে পড়া, আর দ্রুত পড়লে তেমন কোন নিয়ম পালন করতে হয় না; আসলে এ ধারণাটিও সঠিক নয়। মূলত কুরআন শরীফ তিনভাবে পড়া যায়: (১) حَدْرٌ (হদর), تَدْوِيْرٌ (তাদবীর) ও تَرْتِيْلٌ (তারতীল)। 'হদর' হলো দ্রুত পড়া (যেমন- হাফেজ ছাহেবগণ তারাবীহ্ নামাযে পড়েন), 'তাদবীর' হলো মধ্যম পড়া (যেমন- আলেমগণ সাধারণ ফরয নামাযে পড়েন) আর 'তারতীল' হলো ধীরে পড়া (যেমন- ক্বারী সাহেবগণ পড়ে থাকেন)। হদর পড়ার সময় মাদ্দে ফারয়ীগুলো ও গুন্নাহসমূহ কছর বা কমানো যায়। কিন্তু সকল অবস্থায় আরবী ব্যাকরণের তিনটি 'ফরয' সূত্র অবশ্য পালনীয়। তা হলো: (ক) হারফগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করা, (খ) হারকাত তাড়াতাড়ি পড়া, (গ) মাদ হলে টেনে পড়া। কোন অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই। কারণ বিধান হলো: تِلاَوَةُ الْقُرانِ نَفْلٌ. وَ اَدَاءُ الْحُرُوْفِ وَاجِبٌ. فَلاَ يَجُوْزُ تَرْكُ الْوَاجِبِ لاَجْلِ النَّفْلِ. অর্থাৎ- নামাযের বাইরে কুর্আন তিলাওয়াত করা 'নফল' (ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত ইবাদাত) আর বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করা 'ফরয' (অবশ্য করণীয় অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য); সুতরাং নফলের জন্য ফরয ওয়াজিব তরক করা জায়েয (বৈধ) হবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী)।

উল্লেখ্য: বর্তমানে অনেক জায়গায় তারাবীহ্ নামাযে অতিদ্রুত অস্পষ্ট আওয়াযে পড়ার যে প্রচলন হয়েছে, তাও সঠিক নয়; এটি 'হদর' এর আওতায়ও পড়ে না।

স্মর্তব্য: 'তারতীল' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ 'তারতীল' মানে শুদ্ধ পাঠ (যখন শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার হয়); এ অর্থে সকল প্রকার শুদ্ধ পাঠই তারতীল (এ তারতীল ফরয)। দ্বিতীয়তঃ তারতীল শব্দটি যদি 'হদর' ও 'তাদবীর' এর পাশাপাশি ব্যবহার হয় তখন এর অর্থ হবে ধীরে পড়া বা সুন্দর করে পড়া (এ তারতীল নফল)।

তাহক্বীক্ব ও তাছহীল:

তাহ্ক্বীক্ব (تَحْقِيْقٌ) অর্থ পূর্ণরূপে শক্তভাবে উচ্চারণ করা। তাছহীল (تَسْهِيْلٌ) অর্থ হালকাভাবে নরম করে উচ্চারণ করা। কুর্আনে কারীমের উচ্চারণগুলো তাহ্ক্বীক্ব বা পূর্ণরূপেই করতে হয়। বিশেষত হামযাহগুলো তাহ্ক্বীক্ব তথা শক্ত হয়। কিন্তু সমগ্র কুর্আনে একটি

জায়গায় একটি হামযাহ তাছহীল বা নরম উচ্চারণ হয়। যথা: اَاَعْجَمِيٌّ শব্দে দ্বিতীয় হামযাহ।

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ اَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ

(ছূরা-৪১ [৬১] হা-মীম ছাজদাহ, রুকূ: ৫, আয়াত: ৪৪, পারা: ২৪, পৃষ্ঠা: ৪৮২/২০)।

মা'রূফ ও মাজহুল:

মা'রূফ (مَعْرُوْفٌ) হলো স্পষ্ট সোজা উচ্চারণ আর মাজহুল (مَجْهُوْلٌ) হলো অস্পষ্ট বক্র উচ্চারণ। মা'রূফ হলো: যবর এ 'আ কার' (া), যের এ 'ই কার' (ি), পেশ এ 'উ কার' (ু)। মাজহুল হলো: যবর এ 'অ্যা কার' (্যা), যের এ 'এ কার' (ে), পেশ এ 'উ কার' (ো)। কুরআন শরীফে মাজহুল উচ্চারণ নেই।

আবজাদ

(হারফের মান অনুসারে ক্রম)

اَبْجَدْ				هَوَّزْ			حُطِّيْ		
ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ى
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

كَلِمَنْ				سَعْفَصْ			
ك	ل	م	ن	س	ع	ف	ص
২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	৯০

قَرَشَتْ				ثَخَّذْ			ضَظَّغْ		
ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
১০০	২০০	৩০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭০০	৮০০	৯০০	১,০০০

ইন্ শা আল্লাহ্!

শীঘ্রই আসিতেছে

নূরানী তা'লীমুল কুর্আন ফাউন্ডেশনের

দ্বিতীয় প্রকাশনা

শিশু কিশোর ও বয়স্কদের উপযোগী

'অল্প সময়ে

ছহীহ্ কুর্আন শিক্ষা'

প্রথম প্রকাশনা

'ছহীহ্ নূরানী পদ্ধতিতে কুর্আন শিক্ষার

সহজ কায়দা'

এই গ্রন্থটি

ছাত্র শিক্ষক হাফেজ ক্বারী আলেম লেখক গবেষক

সকল শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী একটি বই।

চার রঙ কভার ম্যাট স্পট লেমিনেটেড দৃষ্টি নন্দন

২৬,৮৩৮ শব্দের সমাহারে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিষয়

সমৃদ্ধ তথ্যবহুল এ গ্রন্থখানি আপনারও ভালো লাগবে

এবং কাজে লাগবে; ইন্ শা আল্লাহ্!

সুখবর! সুখবর! সুখবর!

ভর্তি চলছে! ভর্তি চলছে!

দেশ বরেণ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উলামায়ে কিরাম
মাশায়েখে ইযামগণের পরামর্শ, নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে
বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ও প্রশিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত

বয়স্ক কুর্আন শিক্ষা ক্লাস
নূরানী বিভাগ, নাযেরা বিভাগ, হিফয বিভাগ

নূরানী তা'লীমুল কুর্আন ফাউন্ডেশন

মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা

বাড়ী- ৪৮৬, (চলন্তিকা ক্লাবের উত্তর পাশে-
সালেহা গার্মেন্টসের পূর্ব পাশে), রোড- ৩,
সেকশন- ৭, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল: ০১৭৪১ ৫৪৭১ ৪৮ (বিকাশ),
০১৯৮৯ ১৬ ৩০ ১৯ (বিকাশ)
০১৯১৮ ১১০ ১৮০



কুর্‌আন মাজীদ তিলাওয়াতের বিশেষ তিনটি উপকার

১। দিলের জং বা মরিচা (গুনাহের কালিমা) দূর হয়। দিল পরিস্কার হয়।

২। আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।

৩। প্রত্যেক হারফে কমপক্ষে ১০টি করে নেকী পাওয়া যায়। বুঝে পড়লে আরো বেশি ছাওয়াব হয়।

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের বিশেষ দুইটি আদব

১. তিলাওয়াতকারী মনে মনে এই ধারণা করবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিচ্ছেন- পড়, দেখি আমার কালাম কত সুন্দর করে পড়তে পার।

২. আর শ্রবণকারীরা অন্তরে এই ধারণা করবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করা হচ্ছে, সুতরাং অত্যন্ত ভক্তি, মুহাব্বত ও মনযোগসহ কুর্‌আন শরীফ তিলাওয়াত শ্রবণ করা অপরিহার্য।

বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের আমল:

যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা নিম্নের দু'আটি ৭ বার করে পাঠ করবে আল্লাহ পাক তাকে হাশরের ময়দানে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا.

(আল্লাহুম্মা হাছিবনী হিছাবাইঁ ইয়াছীরা)।

'হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজ করে দিন।'

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!



মাত্র ২৫ ঘন্টায়

কুর্আন শরীফ ও আহ্কামে দ্বীন শিক্ষা
বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুর্আন
ফাউন্ডেশন এ মাত্র ২৫ দিনে নূরানী
পদ্ধতিতে ট্রেনিং এর মাধ্যমে বয়স্কসহ
সর্বস্তরে লোকদেরকে প্রতিদিন মাত্র ১ ঘণ্টা
করে (২৫ ঘণ্টায়) কুর্আন শরীফ
(তাজভীদসহ) শিক্ষা দেওয়া হয়। তৎসঙ্গে
ইস্তিঞ্জা, অজু, নামায ইত্যাদির মাছায়িল ও
বাস্তব আমল শিখানো হয়।
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা মাসজিদ
মাদ্রাসা ও অন্যান্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে কোর্স
পরিচালনার জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা:

বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুর্আন ফাউন্ডেশন
মাদ্রাসা ও এতিমখানা

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

বাড়ী- ৪৮৬, (চলন্তিকা ক্লাবের উত্তর পাশে-সালেহা গার্মেন্টসের
পূর্ব পাশে), রোড- ৩, সেকশন- ৭, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬

৪৬/১, পুরানা পল্টন, সোবহান ম্যানশন ৪র্থ তলা, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭৪১ ৫৪৭১ ৪৮ (বিকাশ), ০১৯৮৯ ১৬৩০১৯ (বিকাশ)